আমিত্বের প্রসার।

দ্বিতীয় খণ্ড।

['কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য']

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্ এ, বি এল্,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা
১৯৫।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ
শ্রীদেবকীনন্দন প্রেসে
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮৩৫
ইং ১৯১৩।

মূল্য—৸৹ বার আনা মাত্র।

সূচী পত্র।

	বিষয়			পৃষ্ঠা।
১।	শ্রেয় ও প্রেয়।	...	...	১
২।	দেবাসুর সংগ্রাম।	(প্রাণায়াম)	...	৪৭
৩।	বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।	...	...	৫৮
৪।	কুকুরের স্বর্গারোহণ।	...	...	৬৫
৫।	কোকিলের অভিশাপ।	...	...	৬৮
৬।	নিশীথ-স্বপ্ন-সংবাদ।	...	...	৭২
৭।	মধুবিদ্যা।	...	...	৭৭
৮।	প্রজাপতির আদেশ।	(তিনটি শত্রু)	...	৮৫
৯।	মায়া।	...	...	৯৭
১০।	বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান।	...	...	১০৮
১১।	আনন্দ।	...	...	১১৮
১২।	ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?	...	...	১২৬

উৎসর্গ পত্র।
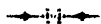
অশেষ সম্মানভাজন

মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, সি. এস্. আই, এম্. এ, ডি. এল, ডি. এস্. সি, এফ্. আর্. এ. এস্, এফ্. আর্. এস্. ই, প্রভৃতি মহোদয়েষু।

মহাত্মন!

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার বিশ্ববিশ্রুত নামের অযোগ্য হইলেও ইহা যে আপনারই নামে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, এই পুস্তক-প্রতিপাদ্য তত্ত্ব আপনার জীবনেরও মূলমন্ত্র। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং বর্ত্তমান খণ্ডে (আমিত্বের প্রসার ২য় খণ্ডে) আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, যাঁহার যত আমিত্বের প্রসার, তাঁহার জীবন তত ধন্য ও পুণ্যময়। অস্মদ্দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়বিচারকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়াও আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার রূপে ও এসিয়াটিক্ সোসাইটির ভাইস্ প্রেসিডেন্টরূপে জ্ঞানপ্রচাররূপ মহাব্রতসাধনে আমিত্বের প্রসারের যে প্রচুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আপনার মহনীয় নামের সহিতই এই পুস্তকের সম্বন্ধস্থাপন সমধিক সঙ্গত মনে করিয়া আপনার অনুমত্যনুসারে ইহাকে আপনার গৌরবমণ্ডিত নামের সহিত সংযুক্ত করিলাম।

বিনীত—শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

ভূমিকা।

আমাদের জাতীয়-সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারে যাহা অত্যুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি, সেই উপনিষদের—সুললিত বংশীধ্বনিসদৃশ শ্রুতি-মনোহর-প্রসাদময়ী ভাষায় যাহার প্রথম অভিব্যক্তি, আধি-ব্যাধি শোক-জরা-সংকুল এই মানবজীবনে—যাহা একমাত্র ত্রিতাপহর অথচ সুখসেব্য মহৌষধ, সেই অদ্বৈতাত্মবিদ্যা বহুসহস্রবর্ষপূর্ববর্ত্তী ঔপনিষদযুগ হইতে এই বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত, কত আকারে কত প্রকার নূতনভাবে সজ্জিত হইয়া, এই ক্রমবিকাশশীল হিন্দুসমাজে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির সাহায্য করিয়া আসিতেছে—তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই সর্ব্বজনীন অদ্বৈতাত্মভাবের পবিত্র অনুভূতিই একদিন বোধিবৃক্ষতলে সমাধিমগ্ন গৌতম শাক্যসিংহের বুদ্ধত্বলাভের নিদান হইয়াছিল—এই অদ্বৈতাত্মভাবের বিশ্বব্যাপিনী সত্তায় আত্মসত্তার বিসর্জ্জন করিয়া, তিনি জাতি, বর্ণ ও অধিকারভেদের জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত অভিমান শূন্যবাদের অগাধ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুকের বেশে প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে প্রণত ও বিস্ময়স্তিমিত ভারতীয় নরনারীগণের সম্মুখে সেই অদ্বৈতভাবের উদার সত্তায় অনুপ্রাণিত নিজহৃদয়ের চিররুদ্ধ

দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার সেই উন্মুক্ত উদারহৃদয় হইতে সহস্রধারায় বিনিঃসৃত অদ্বৈতাত্মভাবের প্রবলবন্যায় আসৃষ্টিসঞ্চিত ভেদবাসনাতপ্ত ভারতভূমি প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল—সেই ভাবের বন্যার শান্তিসলিলধারায় নিষিক্ত ভারতের উর্ব্বরক্ষেত্রে যে মহাফল প্রসূত হইয়াছিল, তাহারই নাম "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহাফলে অমৃতোপম-স্বাদলাভে তদানীন্তন ভারত চরিতার্থ হইয়াছিল।

এই অদ্বৈতাত্মভাবের প্রত্যক্ষপরিদৃষ্ট মূর্ত্তির ন্যায় আনন্দ, সুভূতি, মৌদ্গলায়ন, শারীপুত্র ও কাশ্যপ প্রভৃতি জীবন্মুক্ত মহাস্থবিরগণ অমৃতোপম উপদেশবাণীর প্রভাবে প্রত্যেক নরনারীর সংসারতপ্ত হৃদয়ে শান্তিময়-নির্ব্বাণের অমৃতপ্রস্রবণ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া—অদ্বৈতাত্মভাবের এই বিচিত্র বিবর্ত্ত ভারতীয় দর্শনজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। দার্শনিকগণের সুবিদিত শূন্যবাদ ইহারই একটি বিবর্ত্তমাত্র। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের স্বয়ংপ্রকাশ বিশ্বব্যাপিনী বিরাট্ সত্তাকে অজ্ঞান, অসত্য ও অনানন্দের অভাবমুখে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়াই, এই অদ্বৈতাত্মবাদই তখন শূন্যবাদ এই আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বিশ্বগ্রাসী বিরাট্ অভাবময় শূন্যবাদের প্রবল বন্যায় পড়িয়াই ভারতের অনাদিকালসঞ্চিত জাত্যাভিমান, বর্ণাভিমান, আশ্রমাভিমান বিদ্বত্তাভিমান ও ঐশ্বর্য্যাভিমান কয়েক শতাব্দীর জন্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল। এই

শূন্যবাদের সাহায্যে অভিমানের অনাদিকালসঞ্চিত সুদৃঢ়গ্রন্থির ছেদন করিতে উদ্যত হইয়া, কিন্তু, এই শূন্যবাদী বৌদ্ধদার্শনিকগণ স্বানুভবসিদ্ধ চিদানন্দঘন ভূমা আত্মার বিশ্বব্যাপিনী সত্তার প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সেইজন্য অসঙ্গ, বসুবন্ধু ও নাগার্জ্জুনের ন্যায় অমিতপ্রতিভা-সম্পন্ন মহাদার্শনিক বোধিসত্ত্বগণের আজীবনব্যাপিনী তপস্যা ও ভারতে চিরস্থায়ী ফল প্রসব করিতে সমর্থ হইল না—সচ্চিদানন্দের ভাবময় প্রবল প্রবাহকে অভাবময় অস্বাভাবিক শৈবালের আবরণে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা—সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই ব্যর্থ হইয়া গেল।

কুমারিলের দিগন্তবিক্ষোভক বিকটহুঙ্কারময় দার্শনিকযুক্তিরূপ প্রবল ঝটিকার আঘাতে সেই আবরণ পরিকম্পিত হইয়া স্থানভ্রষ্টপ্রায় হইল,—পুণ্যশ্লোক ঋষিচরিত গৌড়পাদস্বামীর ধীরগম্ভীর ভাবময় প্রমাণপ্রয়োগের কৌশলে সেই আবরণের বন্ধন রজ্জু ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তাহার পর ভারতের দর্শনগগনে মধ্যাহ্ননিদাঘমার্ত্তণ্ড-সদৃশ আচার্য্যশঙ্করের অনাবিল—ভাবময়—প্রসন্নগম্ভীর ভাষ্যের সহিত প্রবলসঙ্ঘর্ষে মূলভ্রষ্ট হইয়া বৌদ্ধশূন্যবাদ পুণ্য ভারতভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

বৈদিক ঋষিগণের যুগযুগান্তব্যাপিনী ধ্যানযোগময়ী তপস্যার ফলস্বরূপ সেই অদ্বৈতাত্মবিদ্যা আবার সর্ব্বাবরণ-বিনির্ম্মুক্ত হইল, লুপ্তপ্রায় আধ্যাত্মিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুদৃঢ়ভিত্তি পুনর্ব্বার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন

উপাসিকসম্প্রদায় সেই সুদৃঢ় ভিত্তির পারমার্থিকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন, ধর্ম্মের-উপাসনার বা যাগাদিক্রিয়াকলাপের যাহা কিছু ভেদ—তাহা ব্যবহারিক মাত্র, পরমার্থতঃ কিন্তু, সকলেরই মূল সেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—এই মহাসত্যের অনুভূতি আবার হিমালয় হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিশালভারতকে নবাভ্যুদয়োন্মুখ বিরাট্ হিন্দুধর্ম্মের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিল,—আধ্যাত্মিক শান্তির অমৃতধারার আস্বাদে আবার ভারতীয় নরনারী চরিতার্থ হইল।

অনন্তবৈচিত্র্যময় ভেদ প্রপঞ্চের মূলে অনুস্যূত—সেই সর্ব্ব ব্যবহারাতীত অথচ সর্ব্বাত্মভূত আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভূতিতে, হিন্দুধর্ম্ম আবার নবজীবনলাভ করিতে সমর্থ হইল। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উন্নতির ধারা আবার সহস্রমুখী হইয়া হিন্দুসমাজে বহিতে আরম্ভ করিল, তাহারই ফলে কালিদাস, ভবভূতি, বরাহমিহির, আর্য্যভট্ট বাচস্পতিমিশ্র, পার্থসারথি, হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্য-প্রমুখ অমরকীর্ত্তি পণ্ডিতগণের নির্ম্মল প্রতিভা ভারতের সাহিত্য, জ্যোতিষ ও দর্শনকে পুনর্ব্বার বিশ্ববিস্ময়কর নবভাবে সমুজ্জীবিত করিয়া তুলিল—আবার ভারত কয়েক শতাব্দীর জন্য সভ্যজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিল, ভারতের বিমল যশোগানে আবার দিগ্-দিগন্ত মুখরিত ও উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

কালের কুটিলগতিক্রমে—কিন্তু, এই অমরভাবময় অদ্বৈতাত্মবিদ্যা অধিকারীগণের নানাপ্রকার অভিমান ও সঙ্কীর্ণতার আবরণে পুনর্ব্বার আবৃত হইয়া পড়িল, উচ্চস্তরের অস্বাভাবিক ও

অতিমাত্র বর্ণাশ্রমাভিমানের দুরন্তভারে আবার ভারতীয় জন-সাধারণের হৃদয় গুরুতর ক্লেশ বোধ করিতে আরম্ভ করিল—আবার ভারতের গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ও জনপদে জনপদে সঙ্কীর্ণতার, ভেদের ও বিদ্বেষের প্রবল বহ্নি ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। সেই দেদীপ্যমান বহ্নির জ্বালাময় বিস্ফুলিঙ্গরূপে ঈর্ষা, আত্মম্ভরিতা ও অবিশ্বাস এই অত্যুদার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আবার অনুক্ষণ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অদ্বৈতাত্মবিদ্যার সর্ব্বসন্তাপহর—শান্তি-ময় প্রস্রবণ অস্বাভাবিক সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার দুর্ভেদ্য অন্ধ-কারময় প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া, ক্রমে শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিতে লাগিল—আবার হিন্দুজাতির মধ্যে দুঃখের অমানিশার আরম্ভ হইল।

এই দুঃখময়ী অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে আমরা যখন আত্ম-হারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, পর-স্পর পরস্পারের সঙ্কীর্ণস্বার্থের আবেশে অন্ধ হইয়া মাথা ঠুকাঠুকি করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই এক একটি করিয়া নূতন শত্রু সৃষ্টি করিতে-ছিলাম, তখন, আবার পূর্ব্বাকাশে অকস্মাৎ প্রভাতসূর্য্যের—সুবর্ণ বর্ণ কিরণরেখার অভ্যুদয় হইল, ভারতে ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাত হইল; পাশ্চত্যসভ্যতার নিত্য সহচর উদারশিক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে আমাদের নিজের শোচনীয় অবস্থা আমরা ধীরে ধীরে বুঝিতে আরম্ভ করিলাম; রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীন, অক্ষয়কুমার ও ভূদেব প্রভৃতি বঙ্গমাতার

গৌরবহেতু স্বনামধন্য ও কৃতী সন্তানবর্গের বিশ্বতোমুখী প্রতিভা ও জীবনব্যাপী পরিশ্রমের প্রভাবে, আমাদের জীর্ণা শীর্ণা মলিনা ও উপেক্ষিতা মাতৃভাষার নবজীবন-লাভ হইল,—ক্রমে আমাদের ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণস্বরূপ বর্ত্তমান বঙ্গভাষার অবয়ব নানা আকারে নিত্য উপচিত হইতে লাগিল—আমাদের প্রচ্ছন্ন মহাশক্তিপূর্ণ বর্ত্তমান মাতৃভাষার সৃষ্টি হইল; আবার সেই বিলুপ্তপ্রায় অদ্বৈতাত্মবিদ্যা প্রচারের শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল—আবার আমাদের ভবিষ্যৎ অভ্যুদায় সমাজের মহাভিত্তি প্রতিষ্ঠার মঙ্গলময় সুযোগ উপস্থিত হইল। এই শুভ সুযোগ—সৌভাগ্যের বিষয়, উপেক্ষিত হয় নাই। আমাদের পরম কল্যাণভাজন পরম বন্ধু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম-এ, বি-এল্, মহাশয়—যথাসময়ে এই সুযোগ বুঝিয়া নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও স্বদেশপ্রেমিকতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণকে দেশের সেবার জন্য নিয়োজিত করিতে অগ্রসর হইলেন—সেই অপূর্ব্ব নিয়োজনের ফল এই "আমিত্বের প্রসার"। আমিত্বের প্রসার আমি আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেকবার পড়িয়াছি; এবং যতবার পড়িয়াছি প্রতিবারই আমি ইহার ভাবময় বন্যায় ভাসিয়া আত্ম-হারা হইয়াছি, অদ্বৈতাত্মভাব কিভাবে জাতীয়জীবনে ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়া সমগ্র মানবজাতিকে একটী বিরাট মানবে পরিণত করিতে পারে তাহা যদি কেহ সরল ও প্রাণস্পর্শিনী ভাষার সাহায্যে বুঝিয়া স্বানুভূতির বিষয় করিতে চাহেন; তিনি যেন 'আমিত্বের প্রসার' পাঠ করেন; আমার বিশ্বাস তিনি চরিতার্থ

হইবেন; তাঁহার আমিত্বের অনাদিকাল-সঞ্চিত সঙ্কীর্ণতা অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও ভাঙ্গিয়া যাইবে; অদ্বৈতাত্মভাবের সুধাস্বাদে তিনি সংসারকে সুখ ও শান্তিময় করিয়া লইতে পারিবেন—এত সরল ও প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় এত দুরূহ গভীরতত্ত্ব এমন সহজ ভাবে বুঝান যাইতে পারে—এ বিশ্বাস আমার পূর্ব্বে ছিল না। বেদান্তশাস্ত্রের যাহা সার, তাহা এই 'আমিত্বের প্রসারে' বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিতভাবে প্রতিফলিত হইতেছে; ভেদজ্ঞান ও অভিমান যে মানবের সর্ব্বানর্থের মূল; তাহা অতি সরলভাবে ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এককথায় বলিতে গেলে বাঙ্গালাভাষার এই গ্রন্থখানি একটী মহোজ্জ্বল রত্ন, এ রত্নের প্রভায় চক্ষু জুড়াইয়া যায়, হৃদয়ে ভাবের শান্তিময় ধারা বহিতে আরম্ভ করে।

"অধুনা পাশ্চাত্য-জগতে সামাজিক সাম্য-নীতি লইয়া অনেক আন্দোলন চলিতেছে, এবং অপব্যবহার-ফলে অনেকস্থলে 'নিহিলিষ্ট সোসিয়ালিষ্ট' প্রভৃতির সৃষ্টি-পুষ্টি হওয়ায়, পাশ্চাত্য সমাজে অনুদিন অশান্তি উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সর্ব্বশাস্ত্রসারসিদ্ধান্ত-সম্ভূত আমিত্বের বিনাশ বা তাহার বিশ্ববিস্তারতত্ত্বের শিক্ষায়—সাত্ত্বিক দানধর্ম্মের সাধনায় আর্য্যসমাজ শান্তিক্রোড়ে সুষুপ্ত ছিল। সেই শিক্ষা-সাধনার ধ্বংসাবশেষ এখনও ভারতকে রক্ষা করিতেছে।

"তুমি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক জ্ঞানামৃত পান করিয়া, দেবতাস্বরূপ গৃহে বসিয়া দেবকার্য্যে নিরত থাকিলে; জ্ঞানামৃত আর

কাহাকেও দান করিলে না ; আর সকলে অসুর হইয়া তোমার দেবকার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। তুমি তখন তাহাদের বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলে। কেন, এত গণ্ডগোলের দরকার কি ? তাহাদিগকেও জ্ঞানামৃতদানে দেবতা করিলেই হইত। দেখ, দেশে যে এত অসুর, এত রাক্ষস, সে তোমারই দোষে।"

"নিজের পুত্রটি বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে,—শান্ত ধার্ম্মিক—কিন্তু প্রতিবেশিগণের পুত্রগুলি সকলেই মূর্খ ; তোমার পুত্রটিও অপরিহার্য্যভাবে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া ক্রমে সঙ্গদোষে মূর্খ হইয়া গেল। সুতরাং কেবল নিজের পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইলে চলিবে না, পরের পুত্রকেও লেখাপড়া শিখান চাই।"

"জগৎ ব্রহ্মময়, সুতরাং পরমার্থতঃ কেহ কাহারও হইতে ভিন্ন নহে ; ক্ষুদ্র পিপীলিকাটার সহিতও তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানবিকাশের সহিত "আমিত্বে" যে ভালবাসা, যখন উহার ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে, তখন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়,—সকল গণ্ডগোল ঘুচিয়া যায়।"

গ্রন্থকারের এই মধুরস্বরে স্বর মিশাইয়া কাহার হৃদয় এই অদ্বৈতাত্মতত্ত্বের মধুর গান গাহিতে উৎসুক না হয় ? বাঙ্গালী হইয়া—বাঙ্গালাভাষার মুকুরে প্রতিবিম্বিত এই বিশ্বজীবন আত্মার প্রতিবিম্ব যিনি প্রাণ ভরিয়া না দেখিয়াছেন, তাঁহার বাঙ্গালাভাষার অনুশীলন অসম্পূর্ণ। ইতি—

সংস্কৃতকলেজ, কলিকাতা,
২রা বৈশাখ ১৩১৮। } শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা।
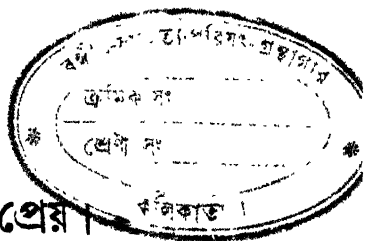
শ্রেয় ও প্রেয়।

কঠোপনিষদে যম নাচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ যউ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে।
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহারা মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়সাধক কুশলভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয়সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিতভাবে থাকিয়া উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানীব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দবুদ্ধি অনিত্যসুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করে ॥ ২ ॥

শরীরযাত্রানির্ব্বাহ করিতে হইলে, কেহই প্রেয় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আহার, বসন, ভূষণ ইত্যাদি সকল বস্তুতেই আমাদের প্রয়োজন অনিবার্য্য। বিশ্ব মায়া ও চৈতন্যে জড়িত, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যোপযোগী কার্য্য জগতে অসম্ভব। কিন্তু মায়াকেই সকল সময়েই চৈতন্যের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। শ্রেয়ই জীবনের উদ্দেশ্য হইবে; প্রেয় যতটুকু না থাকিলে নয়, কেবল ততটুকু অনুসন্ধান করিতে হইবে। জীবনের মূলমন্ত্রানুসারে মানবের কার্য্য বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রেয়সাধক সদসৎ উভয়ের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া স্রগ্‌বনিতাদি বিষয়ভোগের জন্য ধন উপার্জ্জন করে, কিন্তু শ্রেয়-সাধক কেবল সদুপায়ে দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ, জ্ঞানের উন্নতি-সাধন ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠানের জন্যই ধনসংগ্রহ করেন। প্রেয়-সাধক স্বীয় যশ, মান পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণকে তর্কজালদ্বারা অজ্ঞান-কূপে আবদ্ধ করিবার জন্য, বিবিধ বিদ্যানুশীলন করে, কিন্তু শ্রেয়সাধক স্বীয় জ্ঞানরাশি বিকীর্ণ করিয়া বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস করিয়া সকলকেই স্বীয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করাইবার জন্য বিবিধ বিদ্যাধিকার করিয়া থাকেন। প্রেয়সাধকের দৃষ্টি কেবল স্বীয় "আমিতে" শ্রেয় সাধকের দৃষ্টি সকল "আমিতে", প্রেয়সাধক আত্মার সঙ্কোচকামী, শ্রেয়সাধক আত্মার প্রসারকামী, আমিত্বের প্রসারই শ্রেয়-সাধকের মূলমন্ত্র, উহার সঙ্কোচই প্রেয়সাধকের অভীষ্টদেবতা। প্রেয়সাধক শ্রেয়কেও প্রেয়াভিমুখী করিতে সমুদ্যত, চৈতন্যকেও

জড়ে পরিণত করিতে সচেষ্ট, শ্রেয়সাধক প্রেয়কেও শ্রেয়াভিমুখী করিতে কটিবদ্ধ, জড়কেও চৈতন্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। প্রেয়সাধক সতীনারীকেও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার অমূল্য শ্রেয় সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়া বেশ্যায় পরিণত করিতেছে, শ্রেয়সাধক ব্যাভিচারিণীর পাপবিধৌত করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছেন। শ্রেয়সাধক দরিদ্রের দুঃখ স্মরণ করিয়া অবিরল অশ্রুজলমোচনে স্বীয় বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছেন, প্রেয়সাধক কৃষক ও কৃষক-পত্নীপুত্রকন্যার বক্ষবিদারক আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতুর একমাত্র আশ্রয় স্থান, তাহার একমাত্র কুটীর, ভগ্ন করিয়া আহ্লাদে অষ্টখণ্ড প্রতিভাত হইতেছে। শ্রেয়সাধক অজ্ঞাত কুলশীল গলিত কুষ্ঠরোগীর সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, প্রেয়সাধক স্বীয় ভার্য্যাও কুষ্ঠাক্রান্তা হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়চর্য্যার নূতন যন্ত্র ক্রয় করিয়া হতভাগিনীকে স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত করিতেছে। প্রেয়াভিমুখী নগরকে কান্তারে, মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে, শ্রেয়াভিমুখী অপারসাগরপার গমন করিয়া, দুরারোহগিরি আরোহণ করিয়া, মানবজাতির মঙ্গলসাধনোপযোগী বিবিধ পদার্থ আবিষ্কার করিয়া, নূতন নগর সংস্থাপন করিয়া, পশুতুল্য মনুষ্যদিগকে যথার্থ মনুষ্য করিয়া স্বীয় জীবনকে চরিতার্থ করিতেছেন। মানবজাতির মধ্যে সৌহার্দ্দসংস্থাপন, পরস্পরের অভাব বিমোচন শ্রেয়বণিকের উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেয়বণিক বাণিজ্যব্যপদেশ করিয়া

দুর্ব্বল জাতিদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, যুবা-বৃদ্ধ, পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেণীর লোকই রাজনৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক সকল অবস্থাতেই শ্রেয়সাধক বা প্রেয়-সাধক হইয়া থাকেন। শ্রেয় সর্ব্বদাই পরাভিমুখী। প্রেয় আত্মাভিমুখী সবিস্তর বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। স্বার্থই প্রেয়ের লক্ষণ, আর পরার্থই শ্রেয়ের লক্ষণ।

সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহামতি কারলাইল কোন স্থলে বলিয়াছেন (১) যে, এককে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল যেরূপ অনন্ত হয় বলিয়া গণিতশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জাগতিক সুখসমষ্টিরূপ লবকে স্বীয় বাসনারূপ হরদ্বারা ভাগ দিবার সময়, বাসনারূপ হরকে যত অল্প করিতে পারিবে ততই ভাগফলরূপ সুখ বৃদ্ধি হইবে; ঐ বাসনা যদি একেবারে শূন্যে

(1) "The Fraction of life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominator. Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wages a zero then thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write : "It is only with Renunciation (entsagen) that life, properly speaking, can be said to begin.

Sartor Resartus.

পরিণত করিতে পার, অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইতে পার, তাহা হইলে অনন্তসুখ তোমার পদতলে। বাসনা যতই বৃদ্ধি করা যায় ততই জীবন দুঃখময় হয়। যে ব্যক্তি বাসনা-বিরহিত তাহার অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখভোগ করিতে হয় না। জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি সর্ব্বত্রই একবিধ। অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সর্ব্বশাস্ত্রে নানাবিধভাবে ও ভাষায় যে সত্যের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, মহামতি কারলাইলও ভাষান্তরে তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। "আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী"॥ "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্ম্মমনিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

বঙ্গানুবাদ—জলপরিপূর্ণ সমুদ্রে অন্য জলপ্রবেশ করিলেও সমুদ্র যেমন স্থির অচঞ্চল থাকে অর্থাৎ স্ফীত হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তিতে বিষয়বাসনা সকল প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ করিতে পারে না, তাদৃশ ব্যক্তি শান্তি লাভ করেন। কিন্তু ভোগ কামনাশীল ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হন না।

যে ব্যক্তি কাম্যবস্তু সকল উপেক্ষা করিয়া নিরাশক্তি নিরহঙ্কার ও বিষয়মমতাশূন্য থাকিয়া প্রারব্ধ বশতঃ ভোগাদি করেন, অথবা যথেচ্ছবিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন।

উপরোক্ত মহামতি শ্রেয়কে blessedness শান্তি এবং প্রেয়কে happiness সুখ আখ্যা দিয়াছেন। আপাতরমণীয় বস্তু সমূহই প্রেয়, আর যাহা দ্বারা মানব আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ

করিয়া চিরশান্তিভোগ করে তাহাকে শ্রেয় বলে। ভ্রান্ত মানব শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয় প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত, কিন্তু যে স্থলে আমিত্বের প্রসার হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়াছে সে স্থলে শ্রেয়ই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে। আমিত্বের সঙ্কোচই ভোগবাসনার কারণ। বালক যেরূপ বলারোগ্যদায়ক গাভীদুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, কৃম্যাদিবিবর্দ্ধক মধুর শর্করাদিতে নিরতিশয় আসক্ত, অজ্ঞানী মানব তদ্রূপ পরিণামমঙ্গলদায়ী শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া, আপাতমধুর প্রেয়কেই জীবনসর্ব্বস্ব করে। এই আপাতমধুর প্রেয়প্রাপ্তির জন্য ভ্রান্ত মানব যে, প্রতিদিন কতই অকথ্য, অশ্রাব্য পাপাচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও আত্মবান ব্যক্তির বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ধনলোভে ঐ যে, তস্কর পরগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, হৃদয় পাষাণোপম করিয়া বালক বালিকার গাত্র হইতে অলঙ্কার মোচন করিতেছে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হত্যাসাধন করিতেও বিমুখ হইতেছে না, সে যদি জানিত যে, ধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, সে যদি জানিত যে ধনের দ্বারা কেহ নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারে না, উহাদ্বারা কেহ কোন দিন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে কি সে কখনও ঐ জঘন্য কার্য্যে ব্রতী হইত? প্রেয় তাহার জীবণের লক্ষ্য, জীবনকান্তারে সে প্রেয়বংশীর রব ভিন্ন কখনও শ্রেয়বংশীর রব শ্রবণ করে নাই; তাই সে উহাতে মুগ্ধ হইয়া হরিণীর ন্যায় পাপ-পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন

পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। তাহার হৃদয়রাজ্য প্রেয় যে সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে,দয়ার্দ্র পরদুঃখে দুঃখিত কোন সাধু মহাজন, কোন চৈতন্য বা বুদ্ধদেব যদি প্রেয়কে ঐ আসনচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে শ্রেয়কে উপবিষ্ট করাইতে পারেন, তাহা হইলে সে প্রেয় রাজার সেবায় যেরূপ রাজভক্তি, অধ্যবসায় বল সাহস, নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, শ্রেয় রাজার সেবায় ও ততোধিক বলবীর্য্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। যে তস্কর অন্য পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার জীবনের মূলমন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, প্রেয় স্থলে শ্রেয় উহার লক্ষ্য হইলে, সে আগামী কল্য পরকে স্বীয় যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রেয় অসদ্গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত! যে তস্কর অদ্য ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীযোগে শত শত বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, রাজদণ্ডাদির কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, অনিত্যসুখাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে, সে শ্রেয়দ্বারা দীক্ষিত হইলে তাহার সেবায় পরোপকারব্রতে ঐরূপ আত্মসমর্পণ করিবে। যে সমুদায় কামুক-কামুকী ব্যভিচার-পঙ্কদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতেছে, তাহাদের কামরূপপ্রেয় স্থানে নিষ্কামশ্রেয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহারা ব্যভিচার-পঙ্ক বিধৌত করিয়া নিশ্চয়ই সংযমচন্দনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ-বিভূষিত করিবে। কি জাতীয় জীবন, কি ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বত্রই প্রেয় মানবের বিবিধ অনর্থের মূল হইয়াছে। প্রেয়সাধনায় কত ভ্রান্ত জীব পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-ভগিনী-পতি-পত্নী-পুত্র-কন্যার প্রাণসংহার করিতেও

পরাঙ্মুখ হইতেছে না। ধন, মান, যশ ইত্যাদি কোন না কোন প্রেয়কে, জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, অজ্ঞানী মানব স্বীয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু মরুপ্রদেশে যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ মরীচিকাকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ উহার দিকেই সবেগে গমন করে, মানবও তদ্রূপ প্রেয়তৃষ্ণাকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও উহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছে। এইরূপ স্থলে যদি মানবকে কেহ শ্রেয়রূপ প্রকৃত সরোবর দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে কি আর মরীচিকার দ্বারা প্রতারিত হয়? জীব যে মিথ্যাসুখের অন্বেষণে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাহাকে কেহ যথার্থ সুখ দেখাইয়া দেয় না। সংসারে যাহারা গৈরিক-বসন পরিধান, দেহ ভস্মে আচ্ছাদন পরিব্রাজকাদি নাম ধারণ করিয়া আপনাদিগকে শ্রেয়পথের যাত্রী মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা করেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতর মানবদিগের ন্যায় প্রেয়াভিলাষী। বস্তুতঃ জীব যদি জানিত যে, প্রেয়ে তাহার অমঙ্গল, তবে সে কি কখন তাহার সেবা করিত?

অস্মদ্দেশে ইদানীন্তন শ্রেয়-তীর্থের যাত্রী অতি বিরল, আমরা সকলেই প্রেয়-তীর্থাভিমুখে সবেগে গমন করিতেছি। শ্রেয়-তীর্থে বার-বনিতা দেবতার স্থান, সুরা গঙ্গাজলের স্থান, রত্নখচিত অলঙ্কারাদি সচন্দনপুষ্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। রুচির বৈচিত্র্যহেতু উপাস্য দেবতারও প্রভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ সকল দেবতাই প্রেয়জাতীয়। কেহ কেহ হয়ত ইন্দ্রিয়চর্য্যার স্থানে ধন, মান বা

হিংসা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অসুরকে হৃদয়ে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। সমাজ যাহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত তাহারাও প্রেয়াভিমুখী। আমরা সকলেই অন্ধ। রাজা অন্ধ, প্রজা অন্ধ, গুরু, শিষ্য, পিতা, পুত্র সকলেই অন্ধ। "অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ।" ইহার পরিণামফল সকলেই অবগত আছেন—নেতা ও নেয়ের—এই উভয়েরই কূপে পতন।

ভারতবাসীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা যে অধিক প্রেয়-প্রিয় হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্বলন্ত পাবকরূপ-প্রেয়ের রূপ-রাশিতে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় ভারতবর্ষীয় নরনারীগণ উহার মধ্যে পতিত হইয়া আপনাদিগের বিনাশ সাধন করিতেছে। ভারতবাসিগণ বর্ত্তমান সময় কেবল স্রগ্‌বনিতাদি বৈষয়িক সম্ভোগই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থের কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হইলেই, পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়নিকে-তন কলিকাতা আদি নগরীতে রম্যহর্ম্ম্য করা, কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা ও ভার্য্যাকে আপাদমস্তক হীরকাদিখচিত-স্বর্ণাভরণে ভূষিত করাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনের প্রধান কার্য্যস্বরূপ হইয়াছে। হাকিম, উকীল, ডাক্তার, জমিদার সকলেই একপথের পথিক। সকলের মুখেই এক রব। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে দেশের দরিদ্রেরা আর এখন অন্ন বস্ত্র পায় না। রাজা রায় বাহাদুর আদি ফলাকাঙ্ক্ষায় ডাফরিণ ফাণ্ডরূপ বৃক্ষের মূলে অজস্র অর্থবারি সেচন করা হইয়া থাকে, অথচ পিতা, পিতামহাদির সময় হইতে নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে বিনা ব্যয়ে

চিকিৎসা করিবার জন্য গৃহে যে কবিরাজ মহাশয় ছিলেন, তিনি কার্য্য হইতে অপসৃত হইতেছেন। পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিস্বরূপ পুরাতন পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকাদি সংস্কারাভাবে ব্যবহারানুপযোগী হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই; কারণ উহাতে রাজা রায় বাহাদুররূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। যাহাদের পিতৃপুরুষগণ নিঃশব্দে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন, তাহারা এখন এক মুদ্রা দান করিয়াই সংবাদপত্রস্তম্ভে স্বীয় দানশীলতা ঘোষণা করাইয়া থাকেন। প্রেয়-গোমূত্র সর্ব্বত্রই শ্রেয়-দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। ঐ যে গৃহান্নভোজী বৃহৎ বৃহৎ দিক্‌পালগণ মিউনিসিপালিটি ডিষ্ট্রীক্‌বোর্ড, অনরেরিবেঞ্চ, লেজিজলেটীভকাউন্সিলরূপ বনাদির মহিষ তাড়না করিয়া অনুন্নত স্বদেশীয়দিগকে স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখাইতেছেন উহাদের অনেকের বক্ষচর্ম্ম বিদীর্ণ করিলে প্রভুত্ব. পরানিষ্ট, ধন, যশ, মান ইত্যাদি রাম নাম অনেকের পঞ্জরে পঞ্জরে অঙ্কিত দৃষ্ট হইবে। ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়ান্যায়ের প্রতি দৃষ্টি গৌণমাত্র, মুখ্য দৃষ্টি আমরণ দাসত্ব পরিরক্ষণ। দেশের সর্ব্বত্রই হাহাকার শব্দ। কি ধনীর প্রাসাদে, কি দরিদ্রের কুটীরে, কেবল নাই নাই—খাই খাই শব্দ। সাত্ত্বিক শ্রেয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজসিক প্রেয় সর্ব্বত্রই স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থলে কুশবলয় অতুল আনন্দ দান করিত, সে স্থলে স্বর্ণ বলয় চিত্তের তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারে না। যে স্থলে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবমন্দির, অতিথিশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইত, সেস্থলে

ততোধিক মুদ্রা বিলাসোদ্যান ও বেশ্যালয় নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে। নর্ত্তকীর কামোদ্দীপক-সঙ্গীত গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরগণের পবিত্র বেদগানের স্থান অধিকার করিয়া সমাজে অধর্ম্মের এক মহান্ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। যে সমাজে ধন দানের জন্য, বিদ্যা পরমার্থপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই শ্রেয়াভিমুখ থাকিত, সেই সমাজে ধন বিলাসের জন্য, বল পীড়নের জন্য, বিদ্যা কুতর্ক বিস্তারের জন্য প্রেয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। যে গৃহে পিতা, মাতা, আচার্য্য, অতিথি দেবতুল্য পরিগণিত হইতেন, সে গৃহে পিতা মাতা পরান্নভোজী স্বরূপ হইয়াছেন, আচার্য্যের অস্তিত্বমাত্র নাই, অতিথির স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। যে ভার্য্যা পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তিনি সহবিলাসিনীতে পরিণতা হইয়াছেন। পুত্র পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্মকীর্ত্তি আদি রক্ষার প্রতিভু স্বরূপ না হইয়া বিবাহ ও দাসত্ব লব্ধ রত্নের খনি হইয়াছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, পূজাদি এইক্ষণ পিশাচগণের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে। বাসনাচন্দ্রমার আকর্ষণে স্ফীত প্রেয়লবণাম্বু শ্রেয়নির্ম্মলবারিকে অধঃপাতিত করিয়া সমগ্র সমাজকে স্বীয় স্বাদযুক্ত করিয়াছে। সমাজ এক মহালবণসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সকলই গিয়াছে আছে কেবল কপটাচার! দান, ধ্যান, তপঃ, অধ্যয়নপ্রভৃতি যজ্ঞ নাই, কিন্তু কার্পাসসূত্র দিন দিন সাবান ঘর্ষণে রূপলাবণ্যে বর্দ্ধমান হইয়া কণ্ঠের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে। ব্রহ্মের মনন, শ্রবণ বা নিদিধ্যাসন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের উপাধি ধারণ করিয়াই সকলে সগর্ব্বে বাহু আস্ফালন এবং বক্ষদেশ

অৰ্দ্ধহস্ত স্ফীত করিয়া থাকেন। দেহ চন্দনে চর্চ্চিত, নামাবলী-দ্বারা আবৃত হইয়া জনগণের নয়নরঞ্জন করে, কিন্তু দেহী পাপরূপ মলমুত্রের মধ্যে সর্ব্বদাই নিমজ্জিত রহিয়াছে। অন্তরে শূদ্র, বাহিরে ব্রাহ্মণ, অন্তরে অসুর, বাহিরে দেবতা, অন্তরে ভোগী, বাহিরে ত্যাগী, অন্তরে ভক্ষক, বাহিরে রক্ষক—সমাজ এক বৃহৎ পয়োমুখবিষকুম্ভে পরিণত হইয়াছে।

সংসারে শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কখনও শ্রেয় কখনও প্রেয় সংসারে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতেছে। যখনই দেখিবে যে কোন ব্যক্তি বা জাতি অবিশ্বাসরূপ ভয়াবহ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তখনই দেখিবে যে, প্রেয় আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। মৃত্যুই জীবনের শেষ,দেহাবসানের পর জীবের আর কোন অস্তিত্ব থাকেনা, প্রেয়ৈষণা এই ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস-সমুদ্ভূত। মানব যদি পরকাল বিশ্বাস করে, কারণ ও কার্য্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিশ্বাস করে, স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা বিশ্বাস করে, তাহা হইলে কি সে কখনও শ্রেয়পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়পথ অনু-সরণ করিতে পারে? কখনই না। কতকগুলি লোকে মুখে অনেক কথা বলে—কিন্তু পরকালাদিতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিশ্বাস করে না; সুতরাং সংসারে আমরা অনেক প্রেয়পথিককে শ্রেয়-পথিক বিবেচনা করিয়া থাকি। ঐ যে পরস্বাপহারক দস্যু দেখিতেছ, উহার যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিত যে, রাজদ্বারে দণ্ড পাই বা না পাই, রাজাধিরাজ বরুণদেবের বিচারে আমার কর্ম্মের

ফল, ইহজীবনেই হউক বা পরজীবনেই হউক, ভোগ করিতেই হইবে, কিছুতেই তাহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই, তাহা হইলে সে কি কখনও পরদ্রব্য অপহরণ করিত? কখনই না। বস্তুতঃ দেহাবসানের পরও জীবের অস্তিত্ব ও স্বীয় কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ক জ্ঞানাভাবই প্রেয়াসক্তির প্রধান কারণ। এই প্রেয়াসক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য পরকালের বিশ্বাস মানব-হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকা আবশ্যক। কঠোপনিষদে এই বিষয়ের যে উপদেশ আছে, তাহা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। কঠোপনিষদের উপাখ্যানটি এই—বাজশ্রবস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন উহাতে তিনি রুগ্ন ও জীর্ণ গোসমূহ দান করিতেছেন দেখিয়া পুত্র নচিকেতা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন, এবং পিতা পাপ-ভাগী হইতেছেন, দাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু দান করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তিনি বলেন, "হে পিতঃ! আপনি আমায় কাহাকে দান করিবেন!" বারম্বার এইরূপ বলিতে থাকায় বাজশ্রবস বলিলেন যে, "তোমায় যমকে দিব।" তখন নচিকেতা বলিলেন "হে পিতঃ! আপনার সত্য আপনি পালন করুন ও আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করুন।" বাজশ্রবস তখন তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি যমালয়ে উপস্থিত হইয়া যমের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিন দিন পরে যম উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি অতিথি, সুতরাং আমার নমস্য, তুমি আমার গৃহে তিন রাত্রি অনাহারে বাস করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি তিনটি বর প্রার্থনা কর।" নচিকেতা প্রথম বর

এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাহার পিতা যেন তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন এবং যমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তিনি যেন নচিকেতাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন। দ্বিতীয় বর দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন রূপ অগ্নির যজ্ঞীয় ব্যবহার-জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। যম নচিকেতাকে উভয় বরই প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে "তোমার তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।" তাহাতে নচিকেতা বলিলেন ঃ—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

অর্থাৎ মৃত-মনুষ্যের মধ্যে এক সন্দেহ আছে; কেহ বলেন আছে, কেহ বলেন নাই; আমি তোমার নিকট এই বিষয় জানিতে চাই; এই আমার তৃতীয় বর।"

কঠোপনিষদের মূল প্রস্তাব এই স্থান হইতে আরব্ধ হইল। যম কিছুতেই এই বর প্রদান করিতে সম্মত হয়েন না; তিনি বলিলেন "এবিষয়টা সূক্ষ্ম, সুবিজ্ঞেয় নহে; তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। তুমি পুত্র, পৌত্র, হয়, হস্তী, ধন, রাজ্য, দীর্ঘায়ু সুন্দরী রমণী, যাহা ইচ্ছা কর তাহাই প্রার্থনা কর, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি; কিন্তু মৃত্যুর পর মানবের কি অবস্থা হয়, ইহা জিজ্ঞাসা করিও না।" নচিকেতা কিন্তু তাহাতে ভুলিলেন না।

তিনি বলিলেন ঃ—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥
অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃ স্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রুহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যস্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥"

অর্থাৎ হে যম! তোমার কথিত ভোগ সকল শ্বোভাবাপন্ন অর্থাৎ অস্থায়ী, আগামী কল্য থাকিবে কি না সন্দেহ, এবং তাহারা ইন্দ্রিয়াদির তেজ ক্ষয় করে। মানবের সমগ্র জীবনও অল্পক্ষণস্থায়ী; তোমার অশ্ব ও নৃত্যগীত তোমারই থাকুক।

মানব বিত্তের দ্বারা—তৃপ্ত হইতে পারে না; যখন তোমাকে দেখিয়াছি, তখন বিত্ত পাইব, এবং যতদিন তুমি ইচ্ছা কর, ততদিন জীবিত থাকিব, কিন্তু বর আমি সেই পূর্ব্বোক্তটিই চাই।

জরামরণশীলপার্থিব মানব অমরদিগের নিকট গমন করিয়া অর্থাৎ আত্মার যথার্থ প্রয়োজন জানিয়া এবং বর্ণরতিজাত অর্থাৎ রূপ ও প্রণয়জাত সুখের অস্থিরতা চিন্তা করিয়া দীর্ঘজীবনে কে আনন্দানুভব করিতে পারে?

যে পরলোক বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে, সেই পরলোকতত্ত্ব আমাকে বল। এই দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয় যাহাতে সুবিজ্ঞেয় হয়, তাহা কর; নচিকেতা অন্য কোন বর প্রার্থনা করে না।"

যম নচিকেতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। মৃত্যুর পর

মানব কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তিনি নচিকেতাকে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। মানবজীবণের উদ্দেশ্য কি? বিশ্বের কারণ কি? এই বিশ্বের সহিত বিশ্বের কারণের সম্বন্ধ কি? বিশ্বের কারণ কে, তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে, নচি-কেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া যমের ঐ সমুদায় সূক্ষ্মপ্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে হইল।

যম বলিলেন—"সংসারে শ্রেয় ও প্রেয়, এই দ্বিবিধ পদার্থ দৃষ্ট হয়; জ্ঞানী শ্রেয় এবং অজ্ঞানী প্রেয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে।" শ্রেয় যে প্রেয় অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, জ্ঞান-বিকাশদ্বারাই মানব তাহা জানিতে পারে। সকল জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান; যে ব্যক্তি "আত্মা কি" তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহার আর কিছুই জানিবার থাকে না। এই আত্মা, অজ, অজর ও অমর। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই বিশ্বের কারণ; ইনি অসীম হই-য়াও মানবের হৃদয়াকাশে বিরাজ করিতেছেন। অতএব এই ব্রহ্মজ্ঞানই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত গুরু এবং উপযুক্ত শিষ্য আবশ্যক। ইনি তর্ক বা বেদাদি অধ্যয়নদ্বারা লভনীয় নহেন, কেবল অধ্যাত্মযোগদ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত ব্যক্তি আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কঠোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় বল্লীতে এই সমুদায় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মূল শ্লোকগুলি পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয়ে অতুল আনন্দ

অনুভব হইবে জানিয়া মূল শ্লোকগুলি ও তাহার অনুবাদ নিম্নে দিলাম :—

"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয় স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্‌যউ প্রেয়ো বৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বৃণীতে
স ত্বং প্রিয়ান্‌ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাংমজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ।
দূরমেতে বিপরীতে বিষুচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ॥
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ॥
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতিবালম্‌ প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্‌।
অয়ং লোকো নাস্তিপর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্য বক্তা কুশোলোঽস্য লব্ধাশ্চার্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যনীয়ান্‌ হ্যতর্কমনুপ্রমাণাৎ॥
নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যান্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্‌ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥
জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্য ধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈদ্র্ব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্‌॥
কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্‌।
স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্বা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥
এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে॥" ১৩॥

যম বলিলেন :—

শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহারা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়সাধক কুশলভোগী হইয়া থাকেন, প্রেয়সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিত ভাবে থাকিয়া, উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দবুদ্ধি অনিত্য সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করে।

হে নচিকেতঃ! তুমি পুত্রাদি প্রিয় এবং অপ্সরাদি প্রিয়-রূপ তাবৎ কাম্যবস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছ এবং মানবগণ যে বিত্তময় পথে মগ্ন হয়, তাহা অবলম্বন কর নাই।

অবিদ্যা ও বিদ্যা বিপরীত ও বিভিন্ন মার্গ অনুসরণ করিয়া থাকে। যেহেতু তুমি কাম্যবস্তুর লোভে পতিত হও নাই, তজ্জন্য আমি তোমাকে বিদ্যার্থী বলিয়া জ্ঞান করি।

যাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন—অথচ আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বিবেচনা করে, তাহারা অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় ঋজুপথ পরিত্যাগ করিয়া কুটিলপথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

ধন, বিত্ত ও মোহদ্বারা যাহাদের চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়াছে, এরূপ প্রমাদগ্রস্ত ও অবিবেকী মানবের হৃদয়ে পরলোক-প্রাপ্তির প্রয়োজন প্রকাশিত হয় না ; ইহ সংসার ভিন্ন পরলোক বলিয়া আর কিছুই নাই, যাহাদের এরূপ বিশ্বাস, তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার (অর্থাৎ যমের) অধীন হইয়া থাকে।

আত্মার বিষয় অনেকে শ্রবণ করিতেও পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও তাহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। এই আত্মার বক্তা বিরল, আত্মার বিষয় শ্রবণ করিরা আত্মজ্ঞান লাভ করে, এরূপ ব্যক্তিও বিরল ; নিপুণগুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে, এরূপ ব্যক্তিও বিরল।

যেহেতু আত্মা অণুপরিমাণ হইতে সূক্ষ্ম এবং তর্কের দ্বারা অপ্রাপ্য ; তজ্জন্য হীনাচার্য্য দ্বারা উপদিষ্ট হইলে, বহুপ্রকারে চিন্তনীয় এই আত্মা সুবিজ্ঞেয় হয়েন না ; কিন্তু অভেদদর্শী শ্রেষ্ঠাচার্য্য দ্বারা কথিত হইলে, আত্মার বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।

ব্রহ্মবিষয়ে তোমার যে মতি হইয়াছে, তাহা তর্কদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হে প্রিয়তম! অভিজ্ঞ আচার্য্যদ্বারা কথিত হইলে, উহা সুবিজ্ঞেয় হয়।

হে নচিকেতঃ! তুমি নিশ্চয়ই সত্যসঙ্কল্প ব্যক্তি, আমরা যেন তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা পাই।

পশ্বাদি ধন যে অনিত্য, তাহা আমি জানি ; অধ্রুববস্তুর দ্বারা

যে ধ্রুববস্তু পাওয়া যায় না' তাহাও জানি। দেখ,আমি অনিত্য দ্রব্যদ্বারা নাচিকেত নামক অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া মুক্তিলাভ না করিয়া, এই অনিত্য যমত্বলাভ করিয়াছি; যদিচ পার্থিব সম্পদের তুলনায় এই অনিত্য যমত্বও নিত্য বলিয়া জ্ঞান হয়।

যাহাতে সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়, যাহা জগতের আশ্রয়, যাহা লাভ করিলে অনন্তসুখ লাভ হয় এবং কোন ভয় থাকে না, যাহা সকল পদার্থ অপেক্ষা প্রশংসনীয় এবং মহৎ, যাহা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আধার এবং যাহাতে আত্মার উত্তম গতি হয়, হে নচিকেতঃ! তুমি সেই ব্রহ্মপদ দেখিয়া অনিত্যসুখ পরিত্যাগ করিয়াছ।

সেই আত্মাকে সহজে দেখা যায় না, ইনি বিশ্বস্থ তাবৎবস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাকে কেবল বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি করা যায়। ইনি ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গম্য স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি সনাতন; ইনি অধ্যাত্মযোগদ্বারা প্রাপ্য, অর্থাৎ চিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মায় সমাধান করিলে, ইঁহাকে জানা যায়। ধীর ব্যক্তি ইঁহাকে এইরূপ ভাবে জানিয়া শোক হর্ষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন্।

পবিত্র মানব সূক্ষ্ম ও আনন্দময় আত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া; তাহাকে সম্যক্ অবধারণ করিয়া এবং শরীর হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। নচিকেতঃ! স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে।"

তখন নচিকেতা বলিলেন ;—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥"

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্ যে বস্তু, তাহার বিষয় আমাকে বল।

যম বলিলেন ঃ—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসিসর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ-

ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।

এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে-
শরীরে ॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ উভৌ তৌ ন
বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।

কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥

অশরীরং শরীরেম্বনবস্থেম্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈ য আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্ত-মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥"

যম বলিলেন,—

"সকল বেদ যাহাকে কীর্ত্তন করে, যাহার জন্য তপ ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি—তিনি এই ওঁ।

এই অক্ষর অর্থাৎ বিনাশ রহিতই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, ইহাকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

এই ব্রহ্মাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম, এই অবলম্বন জ্ঞাত হইয়া উপাসক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়।

এই সর্ব্বজ্ঞের জন্ম-মরণ নাই, ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই; ইহা হইতে জগতের স্বতন্ত্র কোন পদার্থ জন্মে নাই, অর্থাৎ জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই; ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হয়েন না।

যে আত্মাকে হন্তা বা যে আত্মাকে হত মনে করে, এই উভয়েই অজ্ঞানী; আত্মা হননও করেন্ না, হতও হন্ না।

ইনি অণু হইতে সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতে মহৎ, অথচ জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াদিসংযমদ্বারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হইলে, নিষ্কাম বিগতশোক ব্যক্তি আত্মার মহিমা দর্শন করিতে পারেন।

ইনি উপবিষ্ট থাকিয়া দূরে যান, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র যান ইনি হর্ষ ও অহর্ষ ; এই বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট আত্মাকে আমি, ভিন্ন কে জানিতে পারে ?

অনিত্য শরীরে অবস্থান করিয়াও ইনি অশরীরী, মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী, ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপ জানিয়া শোকে অভিভূত হয় না।

এই আত্মাকে বেদ বা মেধা বা শাস্ত্রদ্বারা লাভ করা যায় না ; যিনি সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করেন, আত্মা তাহাকে বরণ করেন এবং স্বরূপ প্রকাশ করেন। যাহারা দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্তমানস, তাহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

জীবজগতের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জীব-জগৎ, সেই আত্মার অন্ন, মৃত্যু তাহার উপ-সেচন অর্থাৎ ঘৃত, যেহেতু মৃত্যুর সাহায্যে তিনি পরিদৃশ্যমান জগৎ সংহার করেন। এবম্বিধ পরমাত্মাকে সাধনবিহীন ব্যক্তি কিরূপে জানিবে ? (ঘৃত সংযোগে যেরূপ মনুষ্য অন্ন আহার করে, তিনিও তদ্রূপ মৃত্যুর সাহায্যে বিশ্ব আহার করেন।)

যম তৎপরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে নচিকেতাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ঃ—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে, ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥" ১ ॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই এই দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ হৃদয়াকাশে থাকিয়া আপনার অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মবিৎ এবং 'ত্রিণাচিকেতা, অর্থাৎ যাঁহারা প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে, ও সন্ধ্যাকালে অগ্নির সেবা করেন, এবং যাঁহারা গৃহের পঞ্চাগ্নি সেবা করেন তাঁহারা তাঁহাদিগকে অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও আতপের ন্যায় ব্যাখ্যা করেন।

টীকা—ঋত-অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল। সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ, লোকে দেহে, গুহা হৃদয়াকাশ। ত্রিণাচিকেতাঃ— যাঁহারা তিনবার অগ্নিচয়ন করেন। পঞ্চাগ্নয়ঃ—গৃহস্থ সকল।

পরমাত্মা কোন কার্য্য করেন না, বা কার্য্যের ফল গ্রহণ করেন না, কিন্তু দেহমধ্যে জীবাত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকাতে তিনি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন বলিয়া বিবেচনা হয়; প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা নির্লিপ্ত।

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" ঋগ্বেদ।

দুই পক্ষী সখ্যভাবে একত্র হইয়া এক বৃক্ষ (দেহ) আশ্রয়

করিয়া আছেন, উহাদের মধ্যে একজন মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর একজন কেবল দর্শন করেন।

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরম্ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারাং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২ ॥

যজ্ঞসাধনকারীদিগের সেতু স্বরূপ অগ্নিকে মোক্ষাভিলাষী-দিগের ভয়নিবারক পরব্রহ্মকে, (এতদুভয়কে) আমরা জ্ঞাত হইতে পারি।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥

আত্মাকে রথস্বামী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জান।

"ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৪ ॥"

বিবেকীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, রূপরসগন্ধাদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়দিগকে গোচর অর্থাৎ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত যে আত্মা, তাঁহাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে কর্ম্মফলের ভোক্তা বলিয়া থাকেন।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনয়া সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

অসমাহিতচিত্ত অবিবেকীর ইন্দ্রিয়সমূহ অনিপুণ সারথির দুষ্ট অশ্বদিগের ন্যায় আয়ত্তাধীন হয় না।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।

তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥

সমাহিতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ সুনিপুণ সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।

ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যিনি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত এবং অসচ্চরিত্র, তিনি সেই পরম-পুরুষের পদ প্রাপ্ত হয়েন না, সংসার-গতি প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইয়া থাকেন।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।

স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥৮॥

যিনি বিবেকী, সংযতচিত্ত এবং সচ্চরিত্র, তিনি সেই পরম-পুরুষের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।

সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্ ॥৯॥

বিবেকবুদ্ধি যাঁহার সারথি, যাঁহার মন প্রগ্রহবান্ অর্থাৎ সমাহিত, তিনি সংসারগতির (অধ্বনঃ) পারে গমন করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের (বিষ্ণু) পরমপদ প্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ তুরীয় বা বাসুদেব, সুষুপ্তি বা সঙ্কর্ষণ, স্বপ্ন বা প্রদ্যুম্ন ও জাগ্রত বা অনিরুদ্ধ, ব্রহ্মের এই চারি অবস্থার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বাসুদেবাখ্য তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন।)

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাঃ হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগের বিষয় অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ঐ বিষয়াদি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতি ॥১১॥

মহৎ হইতে বীজস্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; পুরুষই শেষ, তিনিই পরাগতি।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥

এই পুরুষ সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন, প্রকাশ পায়েন না; সূক্ষ্মদর্শীরা একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা ইঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

টীকা—অগ্র্য, আর অগ্র একই শব্দ।

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যের মনে উপসংহার অর্থাৎ লয় করিবে, মনের জ্ঞানরূপী আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধির মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ জীবভূত আত্মা বা জীবাত্মায় লয় করিবে, জীবাত্মার শান্ত অর্থাৎ বিকারশূন্য পরমাত্মায় লয় করিবে।

টীকা—মনসী—ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্। নিজচ্ছেৎ উপসংহরেৎ।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪ ॥

হে মানবগণ! উত্থান কর, জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠাচার্য্যগণের (বরান্) সন্নিধানে গমন করিয়া পরমাত্মার বিষয় জ্ঞাত হও, কারণ ক্ষুরের শাণিতধার (নিশিতা) যেরূপ দুর্গমনীয়, তত্ত্বজ্ঞানের পথকে পণ্ডিতগণ তদ্রূপ দুর্গম বলিয়া থাকেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্য-নন্তস্মহতঃ পরং ধ্রুবম্, নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

তিনি শব্দ, স্পর্শ রূপ রস-গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি অব্যয়, নিত্য অনাদি, তিনি মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও ধ্রুব, সাধক তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

নাচিকেতমুপাখ্যানম্ মৃত্যুপ্রোক্তম্ সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥
য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।

প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদনন্ত্যায় কল্পত ইতি।

মেধাবী যম ও নচিকেতার উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি সংযত হইয়া ব্রাহ্মণসমাজে কিম্বা শ্রাদ্ধকালে এই গুহ্য

উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি অনন্তফলের অধিকারী হয়েন তিনি অনন্তফলের অধিকারী হয়েন।

এই বল্লী অর্থাৎ তৃতীয় বল্লীতে ১ম জীবাত্মা ও পরমাত্মা কি, তাহা নচিকেতাকে বুঝাইলেন। জীবাত্মা, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদিদ্বারা সম্পন্ন এবং ভোক্তা। ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি, মহৎ, অব্যক্ত, পুরুষ ইত্যাদি ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম দেখাইয়া যম পরমাত্মার বিষয় নচিকেতাকে বুঝাইলেন। এই পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বপদার্থে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন; প্রকাশিত হয়েন না, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে, চিত্ত সমাহিত করা আবশ্যক। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে যম পরমাত্মা সর্ব্বভূতে কেন মানব দ্বারা দৃষ্ট হয়েন না, তাহার কারণ বলিতে গিয়া বলিতেছেন।—

৪র্থী বল্লী।

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙপশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥১॥

বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্ম্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু মানব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন কোন ধীর, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া, বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিনিবৃত্ত করিয়া প্রত্যক্ষভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

টীকা—পরাঞ্চি—বহির্ম্মুখ। খানি—ইন্দ্রিয়াদির দ্বার

ব্যাতৃণৎ—বিধান করিয়াছেন। ঐক্ষ্যৎ—অপশ্যৎ—দেখিয়া থাকেন, ছন্দসি কালানিয়মাৎ।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

বালকসদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে, এই জন্য মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্ব অবগত হইয়া অধ্রুব বস্তুর কামনা করেন না।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ ৩ ॥

এতদ্বৈতৎ।

যে আত্মার দ্বারা রূপ, রস বা গন্ধ শব্দ, মৈথুন রূপ স্পর্শ জানা যায়, সেই আত্মার আর জানিবার অবশিষ্ট কি আছে? তুমি যে আত্মার বিষয় জানিতে চাও, ইনি সেই আত্মা।

টীকা—চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতুই ইন্দ্রিয়েরা বাহ্যবিষয় ভোগ করিয়া থাকে।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪ ॥

যে আত্মার দ্বারা স্বপ্নান্ত ও জাগরিতান্ত উভয়কে মানব দৃষ্টি করে অর্থাৎ যে আত্মার দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় ও জাগ্রৎ অবস্থায় মানব বিষয় সম্ভোগ করে, সেই মহান্ বিভু অর্থাৎ বিবিধ রূপধারী আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।

টীকা—ব্রহ্মের চারিটী অবস্থা—তুরীয়, সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রৎ। শেষ দুই অবস্থাতেই বিষয় সম্ভোগ হয়; সুতরাং তিনি স্বপ্নের মধ্যেও বটে, জাগরিতের মধ্যেও বটে, কামার্থী যদি বিষয় বাসনা করিয়া পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহার বুঝা উচিত যে, তিনি যে বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহা সেই চৈতন্যের স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার অনুগ্রহে। যাহার আংশিক ভাব গ্রহণে বিষয় উপভোগ করিতেছ, তাহার সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণে তোমার ভয় কি ?

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানম্ভূত ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ৫ ॥

এতদ্বৈতৎ।

যিনি এই কর্ম্মফলভোগী জীবরূপী আত্মাকে ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ও নিকটস্থ বলিয়া জানেন, তিনি ইহাকে গোপন করেন না। তুমি যে আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইনি সেই আত্মা।

টীকা—যে পর্য্যন্ত আস্তিক্য বুদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাহাকে গোপন করা হয়, কিন্তু আস্তিক্য বুদ্ধি হইলে, তাঁহাকে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

টীকা—বিজুগুপ্সতে ন গোপায়িতুমিচ্ছতি।

যঃ পূর্ব্বন্তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥ ৬ ॥

এতদ্বৈতৎ।

যিনি তপ অর্থাৎ জ্ঞানাদি লক্ষণযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জলাদি পঞ্চ ভূতের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যিনি পঞ্চভূতের সহিত হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাকে যিনি দেখেন, তিনি সেই ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভের কারণরূপ ব্রহ্মকেই দেখেন। ইনি তোমার প্রশ্নবিষয়ীভূত সেই আত্মা।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দ্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীঃ ভূতেভির্ব্ব্যজায়ত॥ ৭॥

এতদ্বৈতৎ।

যে সর্ব্বদেবতাত্মিকা অদিতি প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে সম্ভূত হইয়াছেন, যিনি পঞ্চভূত সহ উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে যিনি দেখেন, তিনি কারণরূপী ব্রহ্মকেই দেখেন। ইনিই সেই আত্মা।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥ ৮॥

এতদ্বৈতৎ।

গর্ভিণীদ্বারা রক্ষিত গর্ভের ন্যায় সুরক্ষিত, প্রতিদিন অপ্রমত্ত, যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্পন্ন মনুষ্যের দ্বারা প্রতিদিন স্তবনীয় অরণিনিহিত অগ্নিই তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

টীকা—প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা, সুতরাং অগ্নিকেও ব্রহ্ম বলা যায়। পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত শক্তি ব্রহ্মের কারণাবস্থা ও পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তদ্দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদুনাত্যেতি কশ্চন॥ ৯ ॥

এতদ্বৈতৎ।

যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হন ও অস্ত যান, যাহাতে দেবতা সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই ব্রহ্ম।

যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০ ॥

যিনি এই শরীরে, তিনি তাবৎ বিশ্বে, যিনি তাবৎ বিশ্বে তিনি এই শরীরে অর্থাৎ তিনি কার্য্য-কারণরূপে বিভিন্ন হইয়াও এক; যিনি এই ব্রহ্মকে এক না দেখিয়া বহু দেখেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১ ॥

ইঁহাকে মনের দ্বারাই পাওয়া যায়, ইহাতে বহু নাই; যিনি ইঁহাকে বহু দেখেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ ১২ ॥

এতদ্বৈতৎ।

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পুরুষ হৃদয়াকাশে অবস্থিতি করেন, ইনি ভূত ভবিষ্যতের অধিপতি ইঁহাকে জানিলে ইঁহাকে

আর গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না—অর্থাৎ আত্মার বিষয় ঘোষণা করিতে ইচ্ছা হয়। ইনিই তোমার প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব ॥ ১৩ ॥
এতদ্বৈতৎ।

সেই সূক্ষ্ম আত্মা ধূমশূন্য অর্থাৎ নির্ম্মল জ্যোতিসদৃশ প্রকাশমান, তিনি ভূত ভবিষ্যতের অধিপতি, তিনি অদ্যও আছেন, আগামী কল্যও থাকিবেন অর্থাৎ তিনি নিত্য। ইনিই তোমার সেই প্রশ্নবিষয়ীভূত ব্রহ্ম।

যথোদকন্দুর্গেবৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি ॥ ১৪ ॥
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যং স্তানেবানুবিধাবতি

জল যেরূপ উচ্চ দুর্গম প্রদেশে বৃষ্টিরূপে পতিত হইলে, পর্ব্বত দিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি ধর্ম্মাদিকে অর্থাৎ সত্বাদি গুণসমূহকে পৃথক্ দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ প্রতি শরীরে পৃথক্ দেখেন, তিনি গুণসমূহেরই অনুবর্ত্তী হয়েন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন্।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবম্মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৫ ॥

নির্ম্মল জলে যেরূপ নির্ম্মল জল বৃষ্ট হইলে নির্ম্মলই থাকে, সেইরূপ যে মুনি একত্ব অবগত আছেন, তাঁহার আত্মা আত্মভূতই থাকে।

পঞ্চমী বল্লী।

যম আরও বলিতেছেন ঃ—

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
এতদ্বৈতৎ।

একাদশ—দ্বারযুক্ত পুরের অধিপতি, জন্মরহিত এবং নিত্য-প্রকাশক আত্মাকে ধ্যান করিয়া সাধক, বিমুক্ত হইয়া শোক বিরহিত হন এবং সংসার হইতে মুক্তি-লাভ করেন। ইনিই তোমার প্রশ্ন-বিষয়ক আত্মা।

টীকা—চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, উপস্থ, গুহ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র, এই একাদশদ্বার।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্বৃহৎ ॥ ২ ॥

তিনিই আকাশবাসী সূর্য্য, তিনি অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, তিনিই পৃথিবীস্থ অগ্নি, তিনিই কলসবাসী সোমরস, তিনিই মনুষ্যে, দেবতায়, যজ্ঞে ও আকাশে বাস করেন, তিনিই জলজ, তিনিই পৃথিবীজ, তিনিই যজ্ঞজ, তিনিই পর্ব্বতজ, তিনিই সত্য, তিনিই বৃহৎ।

টীকা—হংসঃ—সূর্য্য, শুচিষৎ—আকাশবাসী, বসুঃ—বায়ু, হোতা—অগ্নি, বেদিষৎ—পৃথিবীবাসী, অতিথি—সোমরস, দুরোণসৎ—কলসবাসী, নৃষৎ—মনুষ্যবাসী, বরসৎ—দেববাসী, ঋতসৎ—সত্য বা যজ্ঞবাসী, ব্যোমসৎ—আকাশবাসী, অব্জ—

জলজাত শঙ্খশুক্তিমকরাদি, গোজ—পৃথিবীজাত ব্রহিযবাদি, অদ্রিজ—পর্ব্বতজা নদী আদি।

ঊর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে॥ ৩॥

সেই আত্মা প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে প্রেরণ করেন, আপন বায়ুকে অধোদিকে প্রেরণ করেন, মধ্যস্থিত বামনকে সকল দেবতারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ ৪॥ এতদ্বৈতৎ।

শরীর মধ্যস্থিত ভ্রংশ্যমান আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিলে, উহাতে আর কি থাকে? ইনিই তোমার প্রশ্ন বিষয়ক সেই আত্মা।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫॥

কোন জীব কেবল প্রাণ অপান বায়ুর সাহায্যে জীবিত থাকে না, প্রাণ অপান যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাদ্বারাই জীবিত থাকে।

হন্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ ব্রহ্মসনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬॥

ইদানীং আমি তোমাকে গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম এবং মরণের পর আত্মা যেরূপ হয়, তাহা বলিব।

যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭ ॥

দেহীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞান (শ্রুতম্) অনুসারে শরীর গ্রহণের জন্য যোনি প্রবেশ করে, কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমানঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চনঃ ॥ ৮ ॥ এতদ্বৈতৎ।

প্রাণীগণ নিদ্রিত অবস্থায় থাকার সময়েও যে পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া কাম্যবস্তুসমূহ নির্ম্মাণ করেন, তিনিই শুক্র অর্থাৎ নির্ব্বিকার, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, পৃথিব্যাদি লোক তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনি তোমার প্রশ্ন বিষয়ক সেই আত্মা।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯ ॥

অগ্নি যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দাহ্যবস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছেন এবং তিনি সকল পদার্থের বাহিরেও আছেন।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০ ॥

বায়ু যেরূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানভেদে প্রাণ

অপানাদি পৃথগ্‌রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মাও বস্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পান এবং সকল পদার্থের বাহিরে আছেন।

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বলোক-চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেরূপ চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্যপদার্থের দোষদ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ সেই সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত নির্লিপ্ত (বাহ্যঃ) আত্মা জগতের দুঃখ দ্বারা লিপ্ত হন না।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২ ॥

তিনি এক, তাঁহার বশে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তিনি স্বীয় এক রূপকে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে যে ধীর ব্যক্তিরা আত্মস্থ—অর্থাৎ হৃদয়াকাশে চৈতন্যাকারে অভিব্যক্ত দেখেন, তাঁহারাই নিত্য সুখভোগ করেন, অন্য কেহ তাহা ভোগ করে না।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী-নেতরেষাম্ ॥ ১৩ ॥

যিনি অনিত্য পদার্থ সমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনদিগেরও চেতন, অর্থাৎ চৈতন্যের কারণ, যিনি একাকী অনেকের কাম্য-

বস্তুর বিধান করিয়াছেন, তাঁহাকে যে সমুদায় ধীর ব্যক্তিরা আত্মস্থ দেখেন, তাঁহারা চিরশান্তি ভোগ করেন, অন্যে নহে।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরং সুখম্।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪

নিবৃত্তিমার্গী ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া যে অনির্দ্দেশ্য সুখ অনুভব করেন, তাহা আমি কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারিব, তিনি দীপ্তি পাইয়া মানববুদ্ধির গোচরোপযোগী হইয়া কি প্রকাশিত হন? হে নাচিকেত! তোমার এইরূপ অনুসন্ধানশীল বুদ্ধি হওয়া উচিত।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ ॥

সেখানে সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র তারকা কিরণ দেয় না, অর্থাৎ তাহারা ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেখানে এই বিদ্যুৎ-সমূহ প্রকাশ পায় না, সেখানে অগ্নি কোথায়—অর্থাৎ ইহারাও ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেই দীপ্যমানের প্রকাশে ইহারা সমুদায়ই অনুদীপ্ত, তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

৬ষ্ঠী বল্লী—

যম আর বলিলেন—

উর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ তদেব শুক্রং তদ্-

ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥

এই সনাতন—অর্থাৎ চিরপ্রবৃত্ত সংসারবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে, ইহার শাখা নিম্নদিকে। ইহার মূলে যিনি তিনিই শুক্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি লোক তাঁহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই তোমার সেই প্রশ্ন-বিষয়ক ব্রহ্ম।

টীকা—অশ্বত্থঃ—বৃক্ষ, নশ্বোঽপি স্থাস্যতে ইত্যশ্বত্থঃ, যাহা আগামী কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে না, সেই অশ্বত্থ, অর্থাৎ ক্ষণ-বিধ্বংসী। সংসার-বৃক্ষ ক্ষণস্থায়ী হইলেও উহা সনাতন—অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

গীতা পঞ্চদশাধ্যায় দেখুন—ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুর-ব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ইত্যাদি

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

এই বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থ সেই প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মেই কম্পিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহার নিয়মানুসারে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। ভৃত্যেরা যেরূপ উদ্যতবজ্র প্রভুকে ভয় করে, সেইরূপ বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থই ইহার ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ ॥

ইঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছে, ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও এই চারিজনের পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছে অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে।

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

জীব, শরীর-পতনের পূর্ব্বে ইঁহাকে জানিতে না পারিলে, পৃথিব্যাদি জীবের আবাসভূমিতে পুনর্ব্বার শরীর-গ্রহণ করে।

টীকা। স্বর্গেষু—সৃজ্যন্তে যেষু—যে স্থানে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোক।

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। তথাপ্সু পরীবদদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে। ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥৫

আদর্শ অর্থাৎ দর্পণে যেরূপ আত্ম-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দর্পণবৎ নির্ম্মল আত্মাতে ব্রহ্ম দৃষ্ট হন, স্বপ্নে যেরূপ জাগ্রত অবস্থার বিষয় স্মরণ হয়, পিতৃলোকে অর্থাৎ পরলোকে তদ্রূপ ইহলোকের বিষয় স্মরণ হইয়া আত্মজ্ঞানের সাহায্য করে। জলে যেরূপ আত্ম-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে অর্থাৎ যে স্থান বেদ বা ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই স্থানে ব্রহ্ম দৃষ্ট হন এবং ঐরূপ ব্রহ্মলোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছায়া ও আতপের ন্যায় দৃষ্ট হন।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬ ॥

আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ ভাব এবং তাহাদের উদয় ও অস্ত অর্থাৎ জাগ্রত ও নিদ্রিতাবস্থা জানিয়া ধীর-ব্যক্তি শোক করেন না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি (সত্ব) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

অব্যক্ত ও সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত (অলিঙ্গ) পুরুষ অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাঁহাকে জানিয়া মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯ ॥

ইঁহার কোন রূপ নাই, ইঁহাকে দেখা যায় না, ইঁহাকে চক্ষু-দ্বারা কেহ দেখিতে পারে না। সংশয়রহিত (মনীষা) বুদ্ধির (হৃদা) দ্বারা এবং মননরূপ সম্যক্‌দর্শন দ্বারা যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্ ॥ ১০ ॥

যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থিরভাবে থাকে এবং বুদ্ধি

স্বীয় বিষয়ের চেষ্টা হইতে বিনিবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে "পরম-গতি" বলা হইয়া থাকে।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১ ॥

ঐরূপ স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলে, কিন্তু যোগের প্রভব যেরূপ আছে উহার তদ্রূপ অপায়ও আছে অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিলয় আছে, এই নিমিত্ত ঐ যোগ রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শাক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

ইঁহাকে বাক্য, মন, চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাঁহাদের আস্তিক্য বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ব্যতীত অন্য কেহ ইঁহার উপলব্ধি করিতে পারে না।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

উভয়সোপাধিক ও নিরুপাধিক, ব্রহ্মের এই উভয়ভাব আছে, ইহা তত্ত্বভাবের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে, যিনি এইরূপ উপলব্ধি করেন, তাঁহার তত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অত্র মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

হৃদয়কে যে সকল কামনা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারা যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয় এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥ ১৫।

যখন ইহলোকে হৃদয়গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, ইহাই বেদান্তের অনুশাসন।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬॥

হৃদয়ে শত ও এক নাড়ী আছে, অন্যান্য বহু নাড়ীও আছে এবং তাহাদের মধ্যে সুষুম্না নাম্নী একটী নাড়ী আছে, উহা মস্তকভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। মৃত্যুকালে ঐ নাড়ী দ্বারা জীব ঊর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, আর নানাবিধ-গতি-বিশিষ্ট অন্যান্য নাড়ী সংসারগতির কারণ হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্র-মমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম পুরুষ সর্ব্বজনের অন্তরাত্মা হইয়া হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। মুঞ্জা হইতে ইষীকা গ্রহণের ন্যায় আপন শরীর হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া জানিবে, তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃত বলিয়া জানিবে, তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃত বলিয়া জানিবে।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতাঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব।

অনন্তর নচিকেতা মৃত্যুপ্রোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমগ্র যোগবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া বিরজ অর্থাৎ রজোগুণ-শূন্য ও অমর হইয়াছিলেন, অন্য যে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবে, সেও এইরূপ হইবে।

ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ সাধনোপায়ের যে কোনটির দ্বারাই মানব মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। ইহার কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অন্য দুইটিও স্বতঃই উপস্থিত হয়। আরাধ্য বস্তুতে একান্ত অনুরক্তি স্থাপন করিতে হইলেই, মানবের ক্ষুদ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আমিত্বের সঙ্কোচ পরিহার করিতে না পারিলে, কেহ কখন ভক্ত হইতে পারে না। কর্ম্মদ্বারাও আমিত্বের সঙ্কোচ-পরিহার করা যায়। কর্ম্মগুলি স্বার্থাভিমুখী না হইয়া পরার্থাভিমুখী করিতে হয়। জ্ঞানেরদ্বারাও জীবের ক্ষুদ্রত্ব বিদূরিত হয়। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মে সর্ব্বভূত-জ্ঞানই জ্ঞানমার্গের চরম উদ্দেশ্য। নচিকেতা, যমের নিকট হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন সে শিক্ষা দ্বারা তিনি, কি নিত্য, কি অনিত্য তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি প্রেয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ের অনুসরণ করিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, দেহাবসানে দেহীর বিনাশ হয় না, দেহী নিত্য, এবং সকল দেহেই সে পরব্রহ্ম বিরাজমান। সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর ক্ষুদ্রত্ব থাকেনা, তখন আমিত্বের সম্পূর্ণ প্রসার হওয়ায় "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" অতএব হে মোহান্ধ জীব! তুমি যদি আমিত্বের

প্রসার-লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে যম-নচিকেতা-সংবাদ রূপ অমৃত প্রত্যহ পান করিও।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি।

দেবাসুর-সংগ্রাম।

(প্রণায়াম।)

(*) দেবাসুরাহবৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধদেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানতি ভবিষ্যাম ॥

দেবাসুরের সংগ্রাম,মাত্র পৌরাণিক আখ্যান নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রতি নিমিষে এই বিশ্বে দেবাসুরের সংগ্রাম উপলব্ধি করিতে পারেন।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, ধাতু আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত সকল পদার্থেই দেবাসুর-সংগ্রাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, দেবাসুর-সংগ্রামই ব্যবহারিক জগতের কারণ। দেবাসুর-সংগ্রাম না থাকিলে, আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের পরিচ্ছিন্ন সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

(*) দেবাঃ- শাস্ত্রোদ্ভাষিতাঃ সাত্ত্বিকইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাঃ---তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। দেবাঃ স্বাভাবিক তমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইত্যন্যোন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুর-সংগ্রামোঽনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ; শাঙ্করভাষ্য। প্রজাপতিঃ --- কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃত পুরুষঃ।

উদ্ভিদ্ জগৎ গ্রহণ করুন। ইহাদিগের মধ্যেও এই দেবাসুর সংগ্রাম দেখিতে পাইবেন। উদ্ভিদ জগতে যেমন কতকগুলি বৃক্ষ-লতা আমরা বিশ্বের মঙ্গলে নিয়োজিত দেখিতে পাই, তেমনই আর কতকগুলি ইহার ধ্বংস-সাধনের জন্যই যেন ব্যাপৃত রহিয়াছে। বৃক্ষাদির মধ্যে যেরূপ অমৃত-বৃক্ষ আছে, সেইরূপ বিষ-বৃক্ষও পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি বৃক্ষ যেরূপ সুশীতল ছায়া ও সুমিষ্ট ফল প্রদানে জগতের মঙ্গল-সাধন করে,আর কতকগুলি বৃক্ষের ছায়া ও ফলদ্বারা মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্বের ছায়া যেরূপ রোগোপশমকারী, তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়া তদ্রূপ রোগবৰ্দ্ধনকারী। পর্য্যালোচনা করিলে, এইরূপ বৃক্ষ-লতার মধ্যে দুই শ্রেণীই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহার এক শ্রেণীকে উদ্ভিদ-জগতে 'দেবতা' ও অপর শ্রেণীকে 'অসুর' বলা যাইতে পারে। উদ্ভিদ-জগতের এই দেবতা-শ্রেণীই মানবের আরাধ্য ও সেব্য বলিয়া আর্য্যশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই তুলসী, বিল্ব, বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী প্রভৃতি আর্য্য-প্রদেশে এত আদরণীয়।

উদ্ভিদ-জগৎ ছাড়িয়া দিয়া পশু-জগতের বিষয় চিন্তা করুন। তাহাকেও এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাইবেন। গোজাতি যে আর্য্যসমাজে এত আরাধ্য, সে কেবল গোজাতি, পশু-জগতে দেবতা বলিয়া। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, নগণ্য পশুদিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক পরিমাণে পশু-জগতের দেবত্ব ও অসুরত্ব পরিলক্ষিত হইবে। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি যেমন মানবের ধ্বংসসাধনে

নিরত, সেইরূপ হস্তী-ঘোটকাদি পশু, তাহাদের কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে।

সমগ্র জগতেই এই দুই ভাব আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুই ভাব সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই উভয় ভাবের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজসিক ভাবের ক্রিয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কোন বস্তুতে সত্ত্বাধিক্য থাকিলেই তাহাকে "সাত্ত্বিক" বলা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাতে তম আদি নাই, এরূপ নহে। সাত্ত্বিক শ্রেণীর মধ্যেও ন্যূন পরিমাণে তমোগুণাদি দৃষ্ট হয় এবং তামসিক শ্রেণীর মধ্যেও ন্যূন পরিমাণে সত্ত্ব দৃষ্ট হয়। দ্বন্দ্বাত্মক জগতে ভাল ও মন্দ, এই যে দুই সাধারণ আপেক্ষিক ভাব রহিয়াছে, তাহারই ভাল বিভাগকে সাত্ত্বিক বা "সুর" সংজ্ঞা ও মন্দ বিভাগকে তামসিক বা "অসুর" সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। রজঃ এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী সংযোজক অবস্থা মাত্র; উহা তম হইতে সত্ত্বে আরোহণের বা সত্ত্ব হইতে তমে অবতরণের সোপান মাত্র; সুতরাং উহার স্বতন্ত্রোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; আমরা সাত্ত্বিক দেবভাব ও তামসিক দৈত্যভাব লইয়াই দেবাসুর-সংগ্রামের তত্ত্ব আলোচনা করিব।

ইতর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যজগতে আসিলে, যেরূপ ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে স্থূলতঃ ভাল মন্দ দুই বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক মনুষ্যেই এই দুইটী

অবস্থা ন্যূনাধিকরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক মনুষ্যেই কখনও সাধু, কখনও অসাধু প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। আহার, বিহার, চিন্তা, কার্য্য ইত্যাদিতে কখনও দেবভাব, কখনও অসুরভাব প্রবল হয় এবং উহাদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামে দেবভাব দ্বারা অসুরভাবকে পরাভূত করিবার ইচ্ছা করিলে, ওঙ্কারেরই শরণ গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাই পরিস্ফুট করা প্রবন্ধশীর্ষোক্ত শ্রুতির উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধশীর্ষোক্ত শ্রুতি বলেন,—প্রজাপতিবংশীয় দেবতা এবং অসুরেরা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। দেবতারা অসুরদিগকে পরাভূত করিবেন বলিয়া "উদ্গীথ" অর্থাৎ ওঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, এই "দেবতা" শব্দের অর্থে সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি এবং অসুর শব্দার্থে তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন, এই একাদশটী ইন্দ্রিয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটীতেই এই দেবভাব ও অসুরভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুব্যবহার ও কুব্যবহার দুই-ই করিতে পারি। চক্ষুদ্বারা পবিত্র ও রমণীয় বস্তু দর্শনে যেরূপ সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ কুৎসিত বা অপবিত্র বস্তু দর্শনে তামসিকভাবের বৃদ্ধি হয়। তবে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য থাকিলে,

কুদর্শনেও যে কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণজনিত রমণীয়তা, তাহাই তোমার গ্রহণীয় হইবে। বারবনিতাদিগের মুখসন্দর্শনে সাধু মহাপুরুষদিগের ভগবৎপ্রেম জাগরুক হয়। যাহাতে যে ভাব প্রবল থাকে, সকলবস্তু হইতেই সে সেই স্বভাববর্দ্ধক উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়। মানুষ, সুদর্শনে যেরূপ প্রীতি পায়, অবস্থা-ভেদে কুদর্শনেও তদ্রূপ প্রীতি পাইয়া থাকে। জগতে সাত্ত্বিক দৃশ্য কাহারও প্রিয়, কাহারও বা তামসিক দৃশ্য প্রিয়। মানুষে যেমন সুশ্রাব্য শব্দ শুনিতে ভালবাসে, সেইরূপ কুশ্রাব্য শুনিতেও তাহার প্রীতি দেখা যায়। আমরা সময়ে সময়ে পরগুণানুবাদ শুনিতে যেমন ভালবাসি, আবার পরনিন্দাও সেইরূপ সময় সময় আমাদের শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে। দেবতাদিগের মহিমাব্যঞ্জক সামগানাদি যেরূপ আমাদের তৃপ্তিপ্রদ হয়, বারবনিতাদিগের বিলাসোদ্দীপক তরল সঙ্গীতাদিতেও আমরা তদ্রূপ সময় সময় আকৃষ্ট হই। এ কেবল আমাদিগের অন্তর্নিহিত ‘দেব’ ও ‘অসুর’ ভাবের সংগ্রাম-ফলমাত্র। মানুষ যেরূপ সুগন্ধে আসক্ত, তদ্রূপ দুর্গন্ধেও সময় সময় আসক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঘৃতের পবিত্র সৌরভে ব্রহ্মদেশবাসীর নাসিকা কুঞ্চিত হয়; কিন্তু পশ্বাদির পূতিগন্ধপূর্ণ গলিত শব, তাহাদের প্রিয় আহার্য্য! একই মানুষের সময়বিশেষে সত্ত্বাদি গুণভেদের অবস্থাবিশেষে কখনও সুগন্ধে কখনও দুর্গন্ধে রতি দেখা যায়। আমাদের দেশেও মৎস্যভোজীদের মধ্যে—কখন কাহারও সদ্যঃ রোহিত-মৎস্যের ঝোল অপেক্ষা পচা দুর্গন্ধ ইলিস-চচ্চ‍ড়ী যে প্রিয় বোধ

হয়, তাহার কারণ তামসিকতার আধিক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবস্থাভেদে মধুরাদি সাত্ত্বিকরস যেরূপ প্রিয় হয়, আবার কট্বাম্লাদি অসাত্ত্বিকরসও তদ্রূপ প্রিয় হয়। সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পবিত্র স্পর্শে সুখানুভব না করিয়াও মানুষ বারাঙ্গণার আলিঙ্গনে স্বর্গ-সুখ অনুভব করে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জীব-জীবনের পতন হয়।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"অলি-পতঙ্গ-মৃগ-মীন-গজ-ইসকো একহি আঁচ ;
তুলসী উস্‌কো ক্যা গত্, যিস্‌কো পিছে পাঁচ ?"

অলি ঘ্রাণেন্দ্রিয় লোভে পুষ্পমধু পান করিতে গিয়াই কেতকী-কণ্টকবেধনাদি বিবিধ বিপদে পতিত বা মৃত হয়, পতঙ্গ, দর্শনেন্দ্রিয়-আকর্ষণে বহ্নির রূপ-সম্ভোগ করিতে গিয়া জীবন হারায়, মৃগ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যাধের সুমধুর বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া পাশবদ্ধ বা বাণবিদ্ধ হয়, মীন, রসনেন্দ্রিয়ের প্রলোভনে বড়িস-বিদ্ধ-খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া মীনলীলা সম্বরণ করে এবং হস্তী, স্পর্শেন্দ্রিয়ের পরিসেবনার্থ শিক্ষিতা হস্তিনীর অঙ্গসঙ্গ-লোভে মুগ্ধ হইয়া ধৃত বা মৃত হয়। পশ্বাদি ইতর প্রাণীতে তমোগুণের প্রাবল্য বশতঃ তাহাদের এক একটী ইন্দ্রিয়ের তামসিক সেবাতেই প্রায় এবম্বিধ অনর্থ ঘটে, আর সত্ত্বগুণাধিক্য পাইয়াও মানুষ যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই তামসিক সেবায় আসক্ত হয়, তবে তাহার কি গতি হইবে? ফলে সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়সেবাতেই মানুষের

দেবভাব ও তামসিক ইন্দ্রিয়সেবাতেই অসুরভাব অভিব্যক্ত হয়।

যেরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিতেও দেবভাব-অসুরভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাক, পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহারজনিত যে দেবভাব, তাহাতে যেমন অশেষপ্রকার আত্মহিত ও পরহিত সংসাধিত হইতে পারে, তেমনি উহাদের অপব্যবহার-জনিত অসুরভাবের ফলে আত্মানিষ্ট ও পরানিষ্ট সংঘটিত হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অন্তরিন্দ্রিয় মনেরও ঐরূপ দ্বিবিধভাব আছে এবং তদুপযুক্ত ক্রিয়াদ্বারা ঐ ভাবদ্বয় বর্দ্ধিত হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ইন্দ্রিয়াদিতে তামসিকভাব আছে বলিয়াই আমরা উহার তামসিক ব্যবহার করিতে পারি। শ্রুতিও এইজন্য বলিতেছেন যে দেবগণ উদ্গীথ অর্থাৎ প্রণব-সাধনের জন্য নাসিকায় প্রবেশ করিলেন; অসুরগণও সেইখানে প্রবেশ করিল; এই জন্য নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দুয়েরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে দেবগণ ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে প্রবেশ করিলে, অসুরগণও তাহাদের অনুসরণ করিল; তজ্জন্যই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই সু—কু দুই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন ইন্দ্রিয়াশ্রয় গ্রহণ করিয়াই দেবগণ অসুরদিগকে পরাভব করিতে না পারিয়া, অবশেষে প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওঙ্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসুরগণ কেবল

সেইস্থলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দেবগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইল।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে ইচ্ছা করিলেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযম করা যায় না। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে, কোন অদর্শনীয় বস্তু দর্শন করিব না; কিন্তু চক্ষুর মধ্যে নিহিত তামসিকশক্তি আছে বলিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়-ভাবময় মনেও সেই অদর্শনীয় বস্তু দেখিবার ঔৎসুক্য রহিয়া গেল। মন এবং অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির কার্য্য পরস্পর সাপেক্ষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই মনের সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কারদ্বারাই মন নিয়মিত হয়; অথচ আবার মনের দ্বারাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পরিচালিত ও নিয়মিত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির কার্য্যও এইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কেবল এই ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে সংযত করা যায় না। মনে করিলাম যে আর দুশ্চিন্তা করিব না, কিন্তু যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে দুশ্চিন্তা আসিয়া পড়িল; মন আর সংযত রহিল না। এই ভাবেই গীতায় "বলাদিব নিয়োজিতঃ" বলা হইয়াছে।

প্রাণই জীবের জীবত্বের কারণ। শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকিলে, জীবের জীবত্ব থাকে না।

বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে উক্ত আছে, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ হইলে, তাহারা সকলে প্রজাপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন

করিল। প্রজাপতি তদুত্তরে বলিলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব না থাকিলে অন্য সকলের অস্তিত্বের অভাব হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে ইন্দ্রিয়গণ একে একে দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণেরও প্রাণের ক্রিয়া অব্যাহত রহিল। অবশেষে প্রাণ দেহ পরিত্যাগে উদ্যত হইলে, সকল ইন্দ্রিয়েরই ইন্দ্রিয়ত্ব লোপের উপক্রম হইল; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, প্রাণের অস্তিত্ব ভিন্ন তাহাদের কাহারও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না এবং তদনুসারে তাহারা প্রাণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রাণেই জীবের জীবত্ব এবং তাবৎ ইন্দ্রিয়ই প্রাণের অধীন; এই প্রাণেরই সংযম করিতে পারিলে, তাবৎ ইন্দ্রিয় সংযমিত হয়। এই প্রাণেরই সংযম-সাধনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। প্রাণের সংযমকেই "প্রাণায়াম" বলে। "প্রাণান্ যময়তীতি প্রাণায়াম;" অতএব এই প্রাণায়ামের দ্বারাই প্রণব সাধন করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়াদিতে তামসিকভাব অর্থাৎ আসুরিক-ভাব কখনও প্রবল হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, দেবগণ অসুরগণকে পরাভূত করিবার জন্য অবশেষে প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

শ্রুতি যথা—

"তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরাঃ

পাপ্মনা বিবিধুঃ তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষবিদ্ধঃ॥ ২ ॥

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতং চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা॥ ৩ ॥

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৪ ॥

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৫ ॥

অথ হ মন-উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পতে সঙ্কল্পনীয়মসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৬ ॥

অথ হ যত্রবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরাঃ ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিদ্ধংসেত।

অর্থাৎ দেবগণ প্রণব সাধনার্থ যথাক্রমে নাসিকা, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিলে, অসুরেরাও তত্তৎস্থানে গেল; সুতরাং সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সত্য, মিথ্যা, সুরূপ কুরূপ, সুশ্রাব্য, অশ্রাব্য এবং সঙ্কল্পনীয়তা ও অসঙ্কল্পনীয়তা, এইরূপ দ্বিবিধভাব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হইল। অবশেষে দেবগণ প্রাণে আশ্রয় নিয়া প্রণবসাধনে সফলকাম হইলেন। কঠিন প্রস্তর খুঁড়িতে গিয়া কুদ্দালাদিই যেমন ভাঙ্গিয়া যায়,

প্রাণ অধিকার করিতে গিয়া অসুরগণও তদ্বৎ দশা প্রাপ্ত হইল।

অতএব এই প্রাণাশ্রয়রূপ প্রাণায়াম-যোগই দেবাসুরের সংগ্রাম-নিষ্পত্তি ও অসুরের পরাভবের অনন্য উপায়। প্রবন্ধ শীর্ষোক্ত শ্রুতিতে দেবতা অর্থে সৎপ্রবৃত্তি, অসুর অর্থে অসৎ-প্রবৃত্তি এবং প্রজাপতি অর্থে মানবাত্মা বুঝাইয়াছে। মানবের অসুরভাব দমনপূর্ব্বক দেবভাব আশ্রয় করতঃ কৃতার্থ হইতে হইলে, প্রাণায়ামই তাহার প্রধান উপায়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

প্রাণায়ামের দ্বারাই মানব প্রেয়-রতি পরাজিত করিয়া শ্রেয়-রতি প্রাপ্ত হয়েন, প্রাণায়ামের দ্বারাই মানব আমিত্বের সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া উহার প্রসার লাভ করেন। হে মানব, যদি তুমি নিজ ক্ষুদ্র আমিত্বের বর্জ্জন করিয়া আমিত্বের প্রসার লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে দেবতাদিগের ন্যায় প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ কর।

"বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

জগতে সকল পদার্থই ভীতি-সমন্বিত। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভয়। মৃত্যুভয় নাই এমন লোক অতি বিরল। এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই ভয় মানবের মনে সাধারণতঃ সদাই জাগরুক। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানুষ কোন না কোন প্রকার ভয়ে কম্পিত রহিয়াছে। যাঁহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে পুত্র-পরিবারাদি লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারাও ভয়ের হস্ত এড়াইতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে পিতামাতার মনে সন্তান সম্বন্ধীয় বিবিধ ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। পুত্রের একটু সামান্য কোন পীড়াদি হইলেই তাঁহাদের অন্তঃকরণে কি মহদ্ভয় না উপস্থিত হয়! এইরূপ পুত্রাদির অমঙ্গলাশঙ্কা কোন পিতামাতাই সমগ্র জীবনের কোন অংশেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

মানব যাহাতে যত মহতী আশা পোষণ করে, তাহাতে তাহার তত ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। অপুত্রক ব্যক্তি অনেক আশায় পুত্র-লাভার্থ ব্যগ্র হন। পুত্র তাঁহার কুলগৌরব রক্ষা করিবে, পুত্রদ্বারা তাঁহার কীর্ত্তি পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, পারত্রিক মঙ্গল হইবে, এইরূপ বিবিধ আশায় উৎফুল্ল হইয়া, ভগবদিচ্ছায়

পুত্র লাভ করিলে, তিনি যেন স্বর্গ হাতে পান। কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে যে বিষয়ে যত আশা স্থাপন করেন, সেই বিষয়ে আবার তত ভয়েরও অনুভূতি ভোগ করেন। পুত্রের আয়ু—আরোগ্য —বল, বিদ্যা—বুদ্ধি—জ্ঞান, ধন—যশ প্রভুত্ব, ইত্যাদি সম্বন্ধে যত আশা স্থাপন করেন, আবার তত্তৎসম্বন্ধীয় বিঘ্ন-সম্ভাবনায় তত আশঙ্কাও অনুভব করেন।

গৃহস্থ হৃদয়ে মহতী আশা পোষণ করিয়া ঘর বাঁধিলেন, কিন্তু ঘর বাঁধিয়াই অমনি অগ্নি, ঝঞ্ঝাবাত ও ভূকম্পনাদির ভয়ে ভীত হইলেন।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
অচল বলিয়া উচলে চড়িনু—পড়িনু অতল জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল, মাণিক হারানু হেলে॥"

বৈষ্ণব কবির এই মধু-গীতিকায় বর্ণিত হরিবিরহিণী ব্রজবধুর আশা-নৈরাশ্যের আলোকান্ধকারময় হৃদয়ের ভাবাভাস, আশা ও ভয়ের যুগপৎ সংযোগস্থল সংসারের কাম্য বিষয় মাত্রেই অল্পাধিক বর্ত্তমান। আরও দু-একটি উদাহরণ ভাবুন।

ধনী বহু ক্লেশে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, দস্যু-চৌরাদি হইতে সর্ব্বদাই সেই ধনের জন্য ভীত হইতেছেন। কেবল দস্যু-চৌরাদি নহে, স্বজনগণ হইতেও সে আশঙ্কা উৎপন্ন হয়; এই জন্যই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।"

ধনী বা নির্ধন, কেহই ভয় হইতে মুক্ত নহেন। রোগীর মৃত্যু-ভয়, অরোগীর রোগভয়। যৌবনে জরার ভয়, জরায় মরার ভয় সর্ব্বদাই মানুষকে ব্যাকুল করিয়া থাকে। মানুষ সর্ব্বদাই সভয়। স্বপনে—জাগরণে কোন অবস্থাতেই ভয় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। দিবস—যামিনী সর্ব্বদাই সে ভয়াকুল। কখন কি হয়, কি জানি কি হয়, এই ভয়ে প্রত্যেক ঐহিক বিষয়ে সর্ব্বদাই তাহার মন বিক্ষেপগ্রস্ত হয়। এই জন্যই আর্য্য-কবি বলিয়াছেন—

"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং।
মানে দৈন্যভয়ং গুণে খলভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ং।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং বলে রিপুভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং।
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

অর্থাৎ ভোগবিলাসের মধ্যেও রোগের আশঙ্কা উপস্থিত, কুলগৌরব থাকিলে গৌরবহানির আশঙ্কা আছে, লুব্ধ নৃপতি সর্ব্বদাই বিত্তবানের আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকেন; সম্ভ্রান্তের সর্ব্বদাই সম্ভ্রমহানির আশঙ্কা আছে, গুণী ব্যক্তি সর্ব্বদাই খল কর্ত্তৃক অনিষ্টগ্রস্ত ও নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত থাকেন, রূপ-বানের রূপেও যুবতীজন কর্ত্তৃক ভয়ের কারণ থাকে, অথবা রূপেই যুবতী-জনের ভয়ের কারণ ঘটে, শাস্ত্র-বিচার বিষয়ে শাস্ত্রীয় বাদী কর্ত্তৃক পরাভবের আশঙ্কা আছে, বল বিষয়ে বল-বানের বলবত্তর শত্রু কর্ত্তৃক পরাভব-ভীতি রহিয়াছে; আর শরীর ধারণ করিলেই মরণের ভয় রহিয়াছে। অতএব এই

জগতে সর্ব্ব বিষয়ে মানবগণের ভয়ের কারণ বিদ্যমান। জগতে সর্ব্ব বস্তু যদি "ভয়ান্বিত" হইল, তবে মানুষের নির্ভীক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কি কোন সম্ভাবনা নাই ? আছে ; উহাই বৈরাগ্য ; অতএব 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' বৈরাগ্যই একমাত্র অভয় স্বরূপ। অনাসক্তিই ভয়মুক্তির হেতু। ভয়ের কারণ সমুদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, আমরা দেখিতে পাই, যেখানে কামনা—যেখানে আসক্তি, সেইখানেই ভয়। যেখানে আসক্তি নাই, সেখানে ভয়ও নাই। অদ্য একটী বৃক্ষের বীজ রোপণ করিলাম ; রোপণ করিয়াই যদি উহাকে স্বার্থের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলেই আমার হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বীজ রোপণ করিতে হয়। যত বীজ অঙ্কুরিত—পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়-নিহিত ভয়-বীজও পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই বৃক্ষের ফল আমি বা আমরা সম্ভোগ করিব, ইত্যাকার আশা থাকিলে, ইহার বিনাশজনিত ফলভোগ-নৈরাশ্যাশঙ্কাও উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। আর এইরূপ আশা না থাকিলে, আশঙ্কাও থাকে না। এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়েই চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হয় যে, আশা ও আশঙ্কা উভয়ে পরস্পরের নিত্য-সহচরী হইয়া মানবের চিত্তক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করে। যেখানে আশা নাই, সেখানে আশঙ্কাও নাই। অতএব আশা-বিহীনতাই আনন্দ ও অভয়প্রদ ; এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"আশা হি পরমং দুঃখং।
নৈরাশ্যং পরমং সুখং।"

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"সুখদা নিরাশা"। আশান্বিত ব্যক্তি জগতের কাছে দীন ভিখারী! যে আশার দাস, সে জগতের দাস; কিন্তু আশা যার দাসী, জগৎ তার দাস! শাস্ত্র বলেন—

"আশাদাসীকৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ।"
আশাকে যে করিয়াছে দাসী আপনার,
তাহার দাসত্ব করে সমগ্র সংসার।

কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক। সামান্য সামান্য সাংসারিক বিষয়েও আমরা একটু নিঃস্বার্থতা—নিষ্কামতা সাধন করিতে পারিলে, এ সত্যের স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব করিতে পারি।

"সতু ভবতি দরিদ্রঃ যস্য তৃষ্ণা বিশালা।
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ॥"
বিশাল-বাসনা যার, তাকেই দরিদ্র গণি।
তৃপ্তি-পরিতুষ্ট মনে কে দরিদ্র কেবা ধনী?

দরিদ্র কে? যে অভাবগ্রস্ত। বাসনা জন্মে কি জন্য? অভাব পূরণের জন্য। স্বভাবতঃ অভাব হইতেই বাসনার সৃষ্টি। যাহার বাসনা যত অধিক, তাহার অভাব-বোধ তত অধিক;

সুতরাং যাহার অভাব যত, তাহার দারিদ্র্যও তত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বাসনাধীনই দরিদ্র। বাসনার বিশালতায় মহারাজাধিরাজের রত্ন-রচিত বেশভূষার অন্তরালেও মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা লুক্কায়িত থাকে! এই বিষয়-বাসনা বা অনিত্যাসক্তিই মানবকে দীন—দুর্ব্বল—সুতরাং সর্ব্বদা ভয়াতুর করিয়া রাখিয়াছে। এহেন সর্ব্বলোক-সংপীড়ক ভয়ের এক মাত্র প্রতিবিধান বৈরাগ্য—অর্থাৎ বিষয়-বিরাগ বা বাসনা-ত্যাগ।

প্রিয়-নাশের সম্ভাবনাই ভয়ের জনয়িত্রী। যাহার প্রিয়াপ্রিয় দুইই সমান, তাহার আর ভয় কি? অনিত্যেরই ত নাশ হয়; অনিত্যে যাহার স্বার্থ-বুদ্ধি নিবদ্ধ নহে, তাহার আর ভয় কি? বিনশ্বরে যে বদ্ধ নহে, সেই বিনাশের ভয় জয় করিতে পারিয়াছে। এই জন্যই শাস্ত্র এ জগতের সমস্ত বাসনার বিষয়কে 'ভয়ান্বিত' বর্ণনা করিয়া অবশেষে তারস্বরে বলিয়াছেন "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

বৈরাগ্যই নিশ্চয় ভয়-শূন্য। বৈরাগ্যই ইহ-জগতে অভয়-লাভের অনন্য উপায়। অভয়ই মোক্ষ, সুতরাং বৈরাগ্যেই মোক্ষ। অভয় ভগবানের অভয়-পদে; সুতরাং সে পদ লাভ হয় বৈরাগ্যেরই পথে।

এই বৈরাগ্য বাহিরের বস্তু নয়। বিষয়ের বিরাগ বাহির দেখিয়া বুঝা যায় না। যাহার কৌপীন-করঙ্গ ভিন্ন জগতে "আমার" বলিতে আর কিছুই নাই, সে উহা লইয়াই ঘোর বিষয়ী হইতে পারে! আবার সসাগরা-ধরাপতি অশেষ

বিষয়াধীশ্বর জনক রাজাও বলিতে পারেন, "মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং নমে নশ্যতি কিঞ্চন।"

বৈরাগ্য লাভে "বৈরাগী" আখ্যাধারী গৃহাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীরই কেবল মাত্র অধিকার নহে;—সাধিতে পারিলে, গৃহীও সেই একমাত্র অভয়প্রদ বৈরাগ্য-বৈভব-লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। গৃহী ব্যক্তি সতত ভয়সঙ্কুল অনিত্য বিষয়রাশির মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াও, নিত্যধন ভগবানের অভয়-চরণে একটু চিত্ত রাখিতে পারিলে, বৈরাগ্য আপনি আসিয়া আদরে তাঁহার অভয়ক্রোড়ে সাধককে তুলিয়া লন। সংসারীর পক্ষে সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহিত থাকিয়া, কর্ম্মযোগ, অব্যাহত রাখিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস ও অনুশীলন আবশ্যক। বৈরাগ্য অন্তরের ত্যাগ, সুতরাং বাহিরের ত্যাগেই তৎসাধন সম্ভাবিত নহে। প্রকৃত বৈরাগ্যের বিন্দুমাত্রও ভয়-ভঞ্জন-বিষয়ে মহাশক্তি সম্পন্ন। বৈরাগ্য-দুর্গের প্রান্তসীমা আশ্রয় করিতে পারিলেও এ মহাভয়াবহ সংসার-সংগ্রামে নিরাপদ বা নির্ভয় হওয়া যায়। এই জন্যই (উপসংহারে আবার বলি) কৃপাময় আর্য্যশাস্ত্র ভব ভয়-ভীত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—

"বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

কুকুরের স্বর্গারোহণ।

(গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা)

আমি যে পল্লীতে বাস করিতাম, সেই পল্লীতে একটি কুকুর ছিল। সে কাহারও পালিত নহে, এই জন্য তাহার কোন নাম ছিল না। বালক বালিকারা তাহাকে ডাকিবার সময় "আতু" বলিয়া ডাকিত; শেষে "আতু"ই তাহার নাম দাঁড়াইল। আতু মানুষের, বিশেষতঃ বালক-বালিকার সঙ্গ বড় ভালবাসিত। আতুকে অন্য কুকুরাদির সহিত প্রায় মিশিতে দেখা যাইত না। আতু যখন মানুষ সঙ্গ না পাইত, তখন এক প্রতিবেশীর ছাদের উপর যাইয়া কার্ণিসের উপর শুইয়া থাকিত। ছাদে উঠিবার জন্য বাহিরে একটি সিঁড়ি থাকায়, তাহার এই কার্য্যে কেহ কখনও বাধা দিত না। বালক-বালিকা দেখিলেই আতু ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিত। বালক-বালিকারা আতুর উপর কত সময় কত অত্যাচার করিত, কিন্তু আতু তাহাদিগকে কামড়ায় নাই বা আঁচড়ায় নাই। কোন কোন দুরন্ত বালক কখন কখন আতুর মুখের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইত কিন্তু আতু কিছুই বলিত না। আতুর গলায় দড়ী বাঁধিয়া কখনও তাহারা 'ভালুক-নাচান' খেলা খেলিত, কখনও তাহার পৃষ্ঠে অশ্বারোহণের ন্যায় আরোহণ করিত, এবং উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিত;

কিন্তু আতু নিঃশব্দে সমুদয় অত্যাচারই সহ্য করিত। যখন বেশী যন্ত্রণা বোধ করিত, তখন আতু মধ্যে মধ্যে কাতর চীৎকার করিয়া উঠিত, কিন্তু পালাইবার চেষ্টা করিত না কিম্বা বালকদিগের উপর কখনও কোন অত্যাচার করিত না। আহারাদিতেও আতুর বিশেষ আসক্তি ছিল না। 'আতু' বলিয়া ডাক দিয়া যে যাহা দিত, আতু তাহাই খাইত; কেহ না ডাকিলে আতু নড়িত না। এইরূপে আতু কাল কাটাইত। আতুর কিন্তু একটি বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। আতু বড় একটা কুকুরদিগের সহিত মিশিত না। কুকুরগণ আতুকে পাইলেই আক্রমণ করিত এবং আতু কখন কখন তাহাদের দন্তাঘাতে বড়ই কষ্ট পাইত। আতুকে মাঝে মাঝে এইরূপে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। আতুর ঘাড়ে ক্ষত হইলে, তাহাতে দুর্গন্ধ হইত; তখন আর তাহার আদর থাকিত না; বালকেরা ঢিল, লাঠি মারিয়া তাহাকে তাড়াইত; আতু অপারগ হইয়া শেষে পল্লী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইত কেহই জানিত না। এইরূপ মাঝে মাঝে তাহাকে পল্লী পরিত্যাগ করিতে হইত এবং ক্ষত সারিলেই সে আবার আসিত। একবার এইরূপ অনেক দিন পরে আতু ক্ষত সারিয়া পল্লীতে উপস্থিত; এই সময়ে কুকুরীগণ প্রসব করিয়াছে এবং একটি কুকুরী পাঁচ ছয়টি ছানা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছে। দুই তিন দিন যায়, ছানাগুলি না খাইতে পাইয়া মরিবার মত হইল। এই সময় আতু সেই স্থানে উপস্থিত। আতু সেই দিন হইতে নিজে আহার করিয়া ছানাগুলির নিকটে যাইয়া বমন করিতে আরম্ভ

করিল এবং ছানাগুলি তাহা উদরস্থ করিয়া জীবিত রহিল। ক্রমে ছানাগুলি বড় হইল এবং নিজেরা আহারের সংস্থান করিতে শিখিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, আতুর সহিত ছানাগুলির সন্তান-সম্বন্ধ ছিল না। আতুকে কখনই কোন কুকুরীর সংস্পর্শে আসিতে দেখা যায় নাই। ইতিমধ্যে আতু আবার কয়েকটি কুকুরদ্বারা আক্রান্ত হইল। দন্তাঘাতে তাহার ঘাড়ে ক্ষত হইল এবং ঐ ক্ষতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হওয়ায়,আতু আবার পল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অনেক দিন পরে আতু উপস্থিত হইল, কিন্তু আতুর ক্ষত এবার সারে নাই।

আতুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া, আমি তাহাকে দেখিতে রাস্তার উপর গেলাম। আমি না যাইতেই আতু রাস্তার উপর পড়িয়া গেল ও সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল এবং যেন নীরব-ভাষায় বলিতে লাগিল,—"কুকুরের যে আমিত্বের প্রসার আছে, মানুষের তাহাও নাই; ধিক্ মানুষে! কিন্তু আমার দুঃখের অবসান হইল, আর তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাড়িত হইতে হইবে না"—আতু ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমিও ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি—মৃত কুকুরের দেহের উপরে যেন একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ! কুকুরের দেহ হইতে আর একটি জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া উহার সহিত মিশিয়া গেল! আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল।

কোকিলের অভিশাপ।

কে জানে কেন, কোকিলের রব আমার বড় ভাল লাগিত। কে জানে কেন, কোকিলের রব শুনিলে আমার আহার-নিদ্রা থাকিত না। কোকিল এক বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া ডাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, আমিও কোকিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। এইরূপে সারাদিন হয়ত কোকিলেরই অনুসরণ করিতাম। কোকিলের ডাক একবার শুনিয়া পুনর্ব্বার শুনিতে না পাইলে, হৃদয়ে যে অভাবের উপলব্ধি হইত, সে অভাব অন্য কিছু দ্বারাই পূর্ণ হইত না। প্রেম-তরঙ্গ কখনও হৃদয় উদ্বেলিত করে নাই, অথচ কোকিলের রব ভাল লাগিত। বিরহ কখনও হৃদয় তাপিত করে নাই, অথচ কোকিলের ডাকে মন কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। প্রিয়জন ছিল না, অথচ যেন তাহার অভাব হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দিত। কোকিলের ধ্বনিই যে শুধু ভাল লাগিত তাহা নহে, তাহার ঐ কালো রূপও বড়ই প্রীতিকর বোধ হইত। যত দেখিতাম ততই দেখিতে ইচ্ছা করিত। যে কবি এহেন কোকিলকে কুরূপ বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহাকে শত ধিক্কার। অপরের যাহাই হউক, আমি কিন্তু কোকিলকে বড়ই সুন্দর দেখিতাম। কোকিল আমার, নতুবা কোকিলকে এত ভালবাসি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে হৃদয় শূন্য

বোধ করি কেন ? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে আমার আমিতে 'আমি' নাই বলিয়া বোধ হয় কেন ? কোকিল আমারই হইবে, কোকিলকে আমারই করিব, এই পণে একদিন বৃক্ষে আরোহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে। কোকিল আমার হইল না, সে বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল ; আমিও বৃক্ষান্তর আরোহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে। কোকিল কিন্তু এবারও আমার হইল না, সে আবার বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল। আমি কোকিলকে আমার করিতে কৃতসঙ্কল্প ; কোকিল আমার হইবে না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। কোকিল ও আমাতে 'আমার হইবে না,' 'আমার করিব', এই ভাবে অনামিত্ব ও আমিত্ব এই উভয়ের মধ্যে কিছু দিন তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে কোকিলের পরাজয় হইল, আমার "আমার করিবারই" জয় হইল। ব্যাধের কৌশল-সাহায্যে একদিন কোকিলকে 'আমার' করিলাম। কোকিলকে আমার করিয়া, আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে আমার কোকিল আমি রাখিলাম,—দিবারাত্র—অবিরামভাবে আমার কোকিলের ধ্বনি আমি শুনিব, আমার কোকিলের রূপ আমি দেখিব বলিয়া। কোকিল কিন্তু আমার হইয়াও আমার হইল না। কোকিল আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে অনশন-ব্রত ধারণ করিল। কোকিল আর ডাকে না। যে ডাক শুনিতে কোকিলকে আমার করিলাম, সে ডাক আর ডাকে না। যে রূপ দেখিতে কোকিলকে আমার করিলাম, কোকিলের সে রূপ আর রহিল না। কোকিল যথার্থই কুরূপ হইল। এইরূপে একদিন যায়

দুই দিন যায়, কোকিল কিছুতেই আমার হয় না। কত সাধ্যসাধনা করিলাম, কিছুতেই ডাকে না। কত সুমিষ্ট ফল আনিয়া দিলাম, কিছুই খায় না; চক্ষু মুদিয়া পিঞ্জর মধ্যে সে তার নিজের ভাবেই ভোর হইয়া রহিল! কিছুতেই চোক মেলে না। এইরূপে তিন দিন গেল; চতুর্থ দিন আবার কত বিনয়—বাক্য বলিলাম, কত সাধ্যসাধনা করিলাম, কত সুমিষ্ট ফল দিলাম, কিন্তু সকলই বিফল হইল। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কোকিল সকলের; কোকিলকে কেবল আমার করিবার আমার কি অধিকার আছে? কিন্তু আমিত্ব, অনামিত্ব বা আমিত্বের প্রসারকে পরাভূত করিয়া প্রবলই রহিল। কোকিলকে আমারই পিঞ্জরে আমারই করিয়া রাখিলাম বটে, কোকিল কিন্তু আমার হইল না; আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া, কোকিল চক্ষু মেলিয়া তাহার নিকটে যাইতে ঈঙ্গিত করিল। কোকিল আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে ভাবিয়া পিঞ্জরের নিকটে গেলাম। কোকিল তখন অস্ফুট ও অস্পষ্ট ক্ষীণ চিঁ চিঁ স্বরে আমাকে বলিতে লাগিল "তোমার আমিত্ব অতি প্রবল। আমিত্ব প্রবল থাকিলে, কাহাকেও 'আমার' করা যায় না; সুতরাং তুমিও আমাকে তোমার করিতে পারিলে না। আমি আমার নই, তোমার নই, আমি এই অনন্ত বিশ্বের। যে আমিত্বের প্রসার করিতে পারে, সেই জগৎকে নিজস্ব করিতে পারে। আমি তাহারই। আমি কোকিলের কথার উত্তর দিতে উদ্যত, এমন সময়ে কোকিল আমাকে বাধা দিয়া পুনরায় কহিল "তোমার তর্ক, বিচার শুনিতে চাহি না; তুমি আমাকে তোমার

করিবার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা দিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে এই অভিশাপ দিতেছি যে, তোমাকে আমার ন্যায় চিরগৃহশূন্য হইয়া বিচরণ করিতে হইবে এবং যখন তুমি তোমার প্রবল আমিত্বের ধ্বংস করিয়া, আমার ন্যায় জগতের হইয়া জগতের সেবা করিতে পারিবে, তখনই তোমার এই অভিশাপের মোচন হইবে, অর্থাৎ পরম-ধাম-প্রাপ্তি হইবে।" এই বলিতে বলিতে কোকিলের ক্ষীণকণ্ঠ নীরব হইল, চক্ষু মুদিয়া আসিল, আমার সেই সাধের কোকিল জন্মের মত আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

নিশীথ-স্বপ্ন-সংবাদ ।

মধুমাসঃ, দ্বিপ্রহরা যামিনী । শান্তিময়ী প্রকৃতিঃ । চন্দ্রস্তারকা-রাজি-বিরাজিতো বিকীরতি সুধাময়ং কিরণ-জালং । চন্দ্রালোকেন পুলকিত-হৃদয়ঃ কোকিলো মুকুলিতাম্রতরুশাখায়ামুপবিষ্ট উচ্চারয়তি কুহুরবমন্তরান্তরা । গোলাপকুসুমেন বিকশিতোদ্যানং সুশোভিতং সুরভিতঞ্চ ক্রিয়তে । ইদৃক্‌-শান্তিপূর্ণায়ামপি প্রকৃতৌ, জ্বলতি মে হৃদি ঘোরাশান্তিঃ। তান্তু বোধয়িতুং শক্যতে নাপরঃ। যস্ত্বেবম্বিধয়া দশয়া সমালিঙ্গিতস্তেনৈব সা সাধূপলব্ধা । কথমপি নায়াতি নিদ্রা । অতীতেষু ক্ষণেষু মন্যেঽহস্মি নিদ্রিতঃ । তদাপশ্যন্বিম্বাধরামলক্ককাভকপোলাং শিরসি সমুপবিষ্টাং কামপি ষোড়শীং রমণীং । বিস্ময়েন শরীরং কণ্টকিতমজায়ত । বক্তুমবসরমপ্রদায়ৈব তয়োক্তং—

মাভৈঃ । নাহং মানুষী, নেদং ভৌতিকং শরীরং পরন্ত্বাধ্যাত্মকং ।

পরিব্রাজকঃ—মাতঃ! ব্রূহি করুণয়া কাসি । কিমর্থং বা আগতাসি ঘোরনিশীথ-সময়ে ।

দেবী—নেত্রে উন্মীল্য বিলোকয়, অহমস্মি তে উদ্যানস্থগোলাপ-কুসুমাত্মিকা দেবী। দুঃখেন তে দুঃখিতাগতাস্মি তে সন্নিধিম্।

প—জড়ময়ী তু ভবতীতি মে মতিঃ, ন মন্যে ভবত্যাং চৈতন্যশক্তিরস্তীতি কদাপি।

দে—ইতঃ প্রভৃতি নিবোধ চৈতন্যসম্পন্নাত্বহমিতি।

প—অপি জানাতি ভবতী যদস্তি মে দুঃখং।

দে—জানামি তাবৎ, তেনৈব আগতাস্মি। ঔষধমপি ব্রবীমি দুঃখ-বারকং। উক্তমপি ময়া প্রত্যহং, নোপলভ্যতে ত্বয়াজ্ঞানেন।

প—হাঃ পুনর্জীবিতমাত্মানং মন্যে। শাধি মাং বিপন্নং।

দে—বিকশিতো ভব।

প—কিং পুনঃ।

দে—বিকশিতো ভব।

প—কিং পুনঃ।

দে—বিকশিতো ভব।

প—কিং পুনঃ।

নাতঃপরমপশ্যং কিমপি, অন্তর্হিতা তু সা দেবী, হৃদি বর্ত্ততে ঘোর-মন্ধকারম্। হা কিমপশ্যম্, কিমশৃণবম্, কোঽয়ং ব্যাপারঃ। বেত্তি ভগবানন্তর্যামী প্রবুদ্ধো বা নিদ্রিতো বাপ্যহম্ নেত্রযুগলমনর্গলমশ্রুবিসসর্জ। অকস্মাদবলোকিতা আনন্দমূর্ত্তিঃ সৌরভপূর্ণা পীতবসনা কাপি দেবকন্যা এষাপি বিবক্ষুমপি মাং নিবার্য্যাব্রবীৎ।

দেবকন্যা—নোপলভসে? মানবস্তাবদ্ বিশ্বং জড়ময়ং বিভাব্যাত্মানং বহুমন্যমানঃ শ্লাঘতে, পরিজহাতি ন তু স্বকীয়াং জড়বুদ্ধিম্।

প—মাপুনর্বিড়ম্বয় মাং, বদ তাবৎ কাসি মাতঃ।

দেবী—ন জানাসি জড়মতি যদস্মি তে উদ্যানস্থাম্রমুকুলাত্মিকা দেবী।

প—মহাপ্রলয়স্তাবৎ কিমদ্য, যত্তু পশ্যামি জড়ময়ং বিশ্বং চৈতন্যত্বেন পরিণতমিতি।

দেবী—শান্তং মূর্খ! তব রোদনেন ব্যথিতহৃদয়া যা প্রাক্ প্রাদুর্ভূতা গোলাপাত্মিকা দেবী, তয়া প্রেষিতাগতাহস্তব সন্নিধিম্।

প—বদ তাবদ্ যদস্তি বক্তব্যম্।

দেবী—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম।

প—কিং পুনঃ।

দেবী—বিকশিতো ভব ফলত্বেন পরিণম।

প—কিং পুনঃ।

নাতঃ পরমপশ্যং কিমপি। অন্তর্হিতা তু সা দেবকন্যা। গতোহহম্ পূর্ব্বদশাম্। অকস্মাদপশ্যং চন্দ্রতারকাসমন্বিতমাকাশম্ শিরোভাগে নিপতিতম্।

প—অদ্য নূনং মহাপ্রলয়ঃ!

চন্দ্র—মাভৈঃ ব্যথিতা রোদনেন তব সন্নিধিমাগতা বয়ম্। জহীহ জড়বুদ্ধিং শৃণু তাবৎ যদুচ্যতে।

প—অবহিতোহস্মি।

চ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম,বিতরামৃতম্!

প—কিং পুনঃ।

অকস্মাদন্তর্হিতং সচন্দ্রতারকমাকাশং শিরস্তঃ। অতঃপরম- শ্রূয়ত কর্ণান্তিকে কোকিলস্য কুহুরবঃ।

প—কোকিল! দুর্দিনে মম ত্বমপি কিমাগতোঽসি বিড়ম্বয়িতুং মাং।

কোকিলঃ—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু।

প—কিং পুনঃ।

কো—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু।

প—কিং পুনঃ।

কো—কুহু বিকশিতো ভব, কুহু ফলত্বেন পরিণম, কুহু বিতরামৃতম্, কুহু কুহুরবেনোন্মাদয় জগৎ।

প—কিং পুনঃ।

অকস্মাদন্তর্হিতঃ কোকিলঃ। গতোঽহম্ পুনঃ পূর্ব্বদশাম্। অতঃপরমপশ্যং সৌম্যমূর্ত্তিমমিততেজসং শিরোভাগে স্থিতমেকং ব্রহ্মচারিণম্। অহমপৃচ্ছং কো ভবানিতি। সোঽব্রবীৎ সত্যকামজাবালোঽহম্। রোদনেন ব্যথিতস্তব সন্নিধিমাগতঃ। ময়োক্তং সত্য-কথনেন ভবান্ জগতঃ শীর্ষস্থানীয়ঃ, সত্যং বদতু কেন মে দুঃখমপনীতং স্যাৎ। সঃ দক্ষিণতোঽঙ্গুল্যা নির্দ্দিদেশ ঋষভমেকম্। ঋষভস্ত্ববদৎ সত্যং যদুক্তং গোলাপাদিভিঃ। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুমেনম্ স নির্দ্দিদেশাঙ্গুল্যা দক্ষিণতঃ পাবকম্। পাবকস্ত্বাবদুবাচ সত্যং যদুক্তং ঋষভেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুমেনম্, স নির্দ্দিদেশ দক্ষিণতো হংসমেকম্। হংসস্তাবদুবাচ সত্যং যদুক্তং পাবকেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুমেনম্, স নির্দ্দেশ দক্ষিণতো হংসমেকম্। হংসস্তাবদুবাচ সত্যং তদুক্তং পাবকেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ

প্রষ্টুং হংসং স নির্দ্দিদেশ দক্ষিণতো মদগুমেকম্। মদগু-স্তাবদুবাচ সত্যং যদুক্তং হংসেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুং মদগুং অন্তর্হিতাস্তাবৎ ব্রহ্মচারিপ্রভৃতয়ঃ। তদা প্রভৃতি ব্রজাম্যহমুন্মত্তবৎ দেশাৎ দেশান্তরং। অসমর্থোঽহং, বিজ্ঞপাঠক! সমর্থশ্চেৎ গোলাপকুসুমমিব বিকাশয় শক্তিমন্তর্নিহিতাম, আম্রমুকু-লমিব ফলত্বেন পরিণম, চন্দ্রইব বিতরামৃতম, কোকিল ইব কুহু-রবেনোম্মাদয় জগৎ জগতোহিতায়।

মধুবিদ্যা ।

মধুবিদ্যা কি তাহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় ঃ—

আথর্ব্বণায়াশ্বিনাদধীচে শ্ব্যং শিরঃ প্রৈত্যৈরয়তম্ ।

স বাং মধুপ্রবোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষং বাং ॥ ১।১১৭।২২।

ঐ বেদে আরও দৃষ্ট হয় ঃ—

তদ্বাং নবা সনয়েদংস উগ্রমাবিষ্কৃণোসিতন্যতূর্ণবৃষ্টিং। দধ্যঙহ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্থ শার্ষ্ণা প্রযদীনুবাচে ॥ ১। ১১৬। ১২।

এই দুইটী ঋক্‌দ্বারা ইহা পাওয়া যাইতেছে যে, ইন্দ্র অথর্ব্বের পুত্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অন্য কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং বলিলে, তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন বলিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় দধীচিমুনির নিকট মধুবিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলে দধীচি আনুপূর্ব্বিক ঐ সমুদয় কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। অশ্বিদ্বয় তখন দধীচিকে একটী অশ্বমস্তক পরাইয়া দিয়া তাহার নিকট মধুবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় জানিতে পারিয়া দধীচির মস্তক ছেদন করিলেন। উহার পর অশ্বিদ্বয় দধীচিকে তাহার নিজের মস্তক পরাইয়া দিলেন।

উপরোক্ত দুই ঋকের অর্থ এই ঃ—

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অথর্ব্বঋষির পুত্র দধীচিকে অশ্বের মস্তক পরাইয়া দিয়াছিলে, তিনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে সত্য-রক্ষার জন্য তোমাদিগকে ইন্দ্রলব্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন; হে দস্র! অর্থাৎ দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়, তিনি তোমাদিগকে গুপ্ত মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

হে অশ্বিদ্বয়! মেঘ-গর্জ্জন যেমন বৃষ্টিকে প্রকটিত করে, আমি ধনলাভার্থে অন্যের অসাধ্য তোমাদের কর্ম্ম প্রকটিত করিতেছি। তোমাদের সেই কর্ম্ম কি, না, দধীচিমুনিকে অশ্বমস্তক ধারণ করান, যাহা ধারণ করিয়া তিনি তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এই মধুবিদ্যা কি?

যজুর্ব্বেদের ৭ম অধ্যায় একাদশ কণ্ডিকায় দৃষ্ট হয়ঃ—

"যা বাঙ্কশা মধুমত্যশ্বিনাসূনৃতবতী তয়া যজ্ঞমিমিক্ষতম্।"

মহীধর উহার অর্থ করেন (হে অশ্বিদ্বয়!) তোমাদের যে মধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণোপনিষৎসংযুত এবং প্রিয় ও সত্যসংযুক্ত বাক্য (কথা,) তাহাদ্বারা যজ্ঞ,সম্পাদন কর।

আমরা নিরুক্তে মধুশব্দের অনেক অর্থ পাই। (১) মেঘের অন্তর্ব্বর্ত্তী সলিল কিম্বা রস, রসোবৈ মধ্বিবতিশ্রুতিঃ। (২) মদতৃপ্তৌ যাহা পান করিলে প্রাণীদিগের তৃপ্তি হয়। (৩) মধু যথা, পুষ্পাদির। (৪) মন, জ্ঞানে। প্রথম অর্থটি মধ ধাতু হইতে, দ্বিতীয়, তৃতীয় অর্থটি মদ্ ধাতু, চতুর্থ অর্থটি মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ব্যাকরণ বক্তব্য বিষয় নহে বলিয়া উহারা কিরূপে নিষ্পন্ন হইল, তাহা দেখান হইল না।

এইক্ষণ গুরুর নিকট মধুবিদ্যার যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, বলিতেছি।

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥
(যজুর্ব্বেদ ১৩-২৭। ২৮। ২৯।

উহার সাধারণ অর্থ এই ঃ—

যজমানের জন্য বায়ু মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক, নদী সকল মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক, ওষধি সকলও মধুময় হউক, দিবাও মধুময় হউক, মাতৃরূপা পৃথিবী মধুময়ী হউন, পিতৃরূপ দ্যুলোকও মধুময় হউন বনস্পতি সকল মধুময় হউক, সূর্য্য মধুময় হইয়া উদিত হউক, আমাদের গো সকলও মধুময় হউক।

মধুমক্ষিকা যেরূপ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া মধু-গ্রহণ করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ সর্ব্বাধার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। মধু যেরূপ পুষ্পের সারাংশ, ব্রহ্মই তদ্রূপ জগতের সারাংশ। মধুপানে যেরূপ রসনায় তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে সেইরূপ আত্মা চরিতার্থ হয়। মধুপানে মধুকর যেরূপ মত্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মরূপ-মধুপানে তদ্রূপ মত্ত হন। ঐ যে পুষ্পের মধু, উহা ঐ পুষ্পের রস, মধুতে পরিণত হইয়াছে। ঐ রস না থাকিলে মধুর অভাব হইত। ঐ যে তরুবর নেত্রতৃপ্তিকর হইয়াছে, উহার কারণ পৃথিবীর রস; উহার মুল ছেদন কর,অমনি তরুবর শুষ্কতাপ্রাপ্ত হইল, নয়নের

আর তৃপ্তিকর রহিল না। ব্রহ্মও এই জগতের রসস্বরূপ। ব্রহ্মরস না থাকিলে বিশ্বস্থ কিছুই সজীব থাকিতে পারিত না।

ইন্দ্র ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মধুচিন্তনে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন, এই জন্য বিশ্বের সারাংশ ব্রহ্মের নাম মধু রাখিয়াছিলেন এবং ঐ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বা বিদ্যার নাম মধুবিদ্যা হইল। তিনি উপযুক্ত অধিকারী প্রাজ্ঞ দধীচিকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু অনধিকারে বালক অশ্বিদ্বয়কে শিক্ষা দেওয়াতে কুপিত হইয়াছিলেন। বৈদিক কিম্বদন্তীর এই মূল তাৎপর্য্য। ব্রহ্মজ্ঞানি সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন—অনিল, সলিল, দিবস, যামিনী, চন্দ্র, সূর্য্য, বনস্পতি, পৃথিবী, আকাশ, গো, অশ্ব, সকলই তাঁহার নিকট ব্রহ্মময়। লোকানন্দদায়ী বিশ্বচক্ষুরূপ সূর্য্য উদিত হইল, তিনি তাহার মূলে ব্রহ্মের কার্য্য দেখিলেন; মানবের জীবনস্বরূপ অনিল প্রবাহিত হইতেছে, তিনি তাহাতেও ব্রহ্মের কার্য্য দেখিতেছেন। তিনি জগৎ ব্রহ্মময় বা মধুময় দেখেন। মধুভিন্ন অন্যকথা তাঁহার মুখে নাই, অন্য চিন্তা তাঁহার মনে নাই; অন্য বস্তু তাঁহার নয়ন পথে পতিত হয় না, অন্য শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হয় না, নাসিকা অন্য ঘ্রাণ লয় না, রসনা অন্য রস পান করে না, ত্বক্ অন্য স্পর্শ অনুভব করে না। নিজেও মধু, অন্যান্য সকলই মধু। "একমেবাদ্বিতীয়ম্," স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয়, কোন ভেদ নাই। সর্ব্বত্রই মধু; মধু, মধু, মধু, মধু ভিন্ন আর কিছুই নাই।

*। মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥

মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

আর একটু দেখুন ঃ—

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বানি ভূতানি মধুযশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ১ ॥

ইমাঃ আপঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্ব্বানি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্‌সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ২ ॥

অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৩ ॥

অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৪ ॥

অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো

যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৫ ॥

ইমাঃ দিশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাষাং দিশাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুতস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৬॥

অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৭ ॥

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তেজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৮ ॥

অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৯ ॥

অয়মাকাশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ১০ ॥

অয়ং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ) ॥ ১১ ॥

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ) ॥ ১২ ॥

ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ) ॥ ১৩ ॥

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ) ॥ ১৪ ॥

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্‌যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বানি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বএত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৫ ॥

[বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—মধুব্রাহ্মণ।]

উহার অর্থ এই ;—

সর্ব্বভূতের পক্ষে এই পৃথিবী মধু, এই পৃথিবীর পক্ষেও সর্ব্বভূত মধু। এই পৃথিবীর অন্তর্বর্ত্তী যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন এবং এই শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী যে তেজোময় অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ আছেন, তিনি সকল ভূতের পক্ষে মধু এবং সকল ভূতই তাঁহার পক্ষে মধু। তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল ॥ ১ ॥

সর্ব্বভূতের পক্ষে এই জল মধু, এই জলের পক্ষে সর্ব্বভূতও মধু (পূর্ব্ববৎ) ॥ ২ ॥

সর্ব্বভূতের পক্ষে এই অগ্নি মধু, এই অগ্নির পক্ষে সর্ব্বভূতও মধু (পূর্ব্ববৎ) ॥ ৩॥

বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র, আকাশ, ধর্ম্ম, সত্য, মনুষ্য, আত্মা সকলেই অন্যান্য সকলের পক্ষে মধু এবং বিশ্বস্থ অন্যান্য সকলও তাহাদের পক্ষে মধু ॥ ৪—১৪ ॥

এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাই সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা। অরা যেরূপ রথের নেমী ও রথের নাভিদ্বারা আবদ্ধ, সেইরূপ সর্ব্বভূত, সর্ব্বদেব এবং সর্ব্বলোক, সকল ইন্দ্রিয় এবং সকল আত্মাই এই আত্মা—অর্থাৎ পরমাত্মায় সংবদ্ধ ॥১৫॥

উহাদ্বারা জগৎ যে ব্রহ্মময়, তাহা সূচিত হইল এবং বিশ্ব-জীবনের প্রত্যেক অংশের সহিত অপরাংশের সহিত যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহাও সূচিত হইল। সকলেই সকলের পক্ষে মধু, বিশ্বের কোন এক বস্তুর অভাব হইলে, অন্যান্য বস্তু মধুবিহীন পুষ্পের, রসবিহীন তরুর ন্যায় হয়। "যস্মাৎপরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতং জগৎ সর্ব্বং পৃথিব্যাদি" শঙ্করস্বামী। পৃথিবী আদি বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুই অন্যান্য বস্তুর দ্বারা উপকৃত এবং অন্যান্য বস্তুর উপকারী। অতএব হে জীব! তুমি মধুবিদ্যার গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইয়া তাবৎ বিশ্বে তোমার আমিত্বের প্রসার কর ॥

প্রজাপতির আদেশ।

(তিনটি শত্রু)

যতদিন তুমি মনে করিবে যে তুমি আমা হইতে স্বতন্ত্র; যতদিন তুমি বিবেচনা করিবে যে তোমার আত্মা ও আমার আত্মা স্বতন্ত্র, ততদিন তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে না। স্ত্রী পুত্রাদিকে আত্মীয় জ্ঞান কর বলিয়াই তাহাদিগের সম্পদ্ বিপদ্ স্বীয় সম্পদ্ বিপদের ন্যায় জ্ঞান কর, এই আত্মীয়তার যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে। আত্মার বা "আমির" কথন বিনাশ নাই, বিনাশ করিতে হইবে "আমির সঙ্কোচ ভাব" বা "অহঙ্কারের"। অহংভাব হইতেই এক মানবাত্মা অপর মানবাত্মাকে স্বতন্ত্র করে, অহং ভাব নষ্ট হইলেই, সর্ব্বাধারের একই "আমি" বিরাজিত পরিদৃষ্ট হয়। এই অদ্বৈত বা অভেদজ্ঞান কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যা সাধ্য। গাত্র ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিলে অহঙ্কারের ধ্বংশ হয় না। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হইলে জগতের হিতব্রত গ্রহণ করিতে হয়। "আত্ম-মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ" এই হইল সন্ন্যাসীর দীক্ষা-মন্ত্র। যাঁহারা বিশ্ব-হিতমন্ত্র বিস্মৃত হন, তাঁহাদের কথনও মুক্তি হয় না। সর্ব্বাধারে ভগবানের সত্তা অনুভব করিতে পারিলেই আমিত্বের প্রসার বা

মুক্তি হয়, উহা জ্ঞান ও বিশ্বহিতকর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে কখনও মুক্তি হয় না। বিবিধ কর্ম্মের দ্বারাই জীবাত্মার নানাবিধ অজ্ঞান বিদূরিত হয়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মানবের তিনটি ঘোর শত্রু রহিয়াছে, তাহারা সততই মানবকে আমিত্বের প্রসাররূপ স্বর্গের দিক্ হইতে আমিত্বের সঙ্কোচরূপ নরকের দিকে লইবার জন্য সচেষ্ট। ঐ শত্রুত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান শত্রুই কাম। মানবের বাসনাই মানবের পরম শত্রু। বাসনাই মানবকে বিপথে লইয়া তাহাকে নানাবিধ যাতনা দেয়। ভোজন দেহ-রক্ষার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ভোজনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া আমরা বাসনার জালে পতিত হই। এই সংসারে বাস করিতে গেলে ধনের প্রয়োজন, গৃহ, বস্ত্র, ভোজন ইত্যাদির জন্য ধন ব্যতিত চলে না; কিন্তু ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যখন আমি ধনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় জীবন পরিচালিত করি, তখনই বাসনা-বাগুরায় আবদ্ধ হই। অপত্যোৎপাদনের জন্য কাম-প্রবৃত্তি প্রয়োজন, কিন্তু যখনই আমি কাম-প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া,কাম-প্রবৃত্তিকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করি তখনই আমি বাসনা-পাশে স্বীয় গলদেশ বন্ধন করি। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে কোন প্রবৃত্তিই আমাদিগের অহিতকর নয়, কিন্তু প্রত্যেক প্রবৃত্তি চরিতার্থের একটি সীমা আছে; ঐ সীমা যতদিন অতিক্রম না কর, ততদিন তোমার কোন ভয় নাই; কিন্তু ঐ সীমা অতিক্রম করিলেই কাম বা বাসনা-রাজ্যে উপনীত

হইবে। বাসনা সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা দুর্জ্জেয় বলিয়া উহাই উপলক্ষণ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাসনার প্রতিনিধি স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। দেহই বাসনার আধার, কর্ম্ম দ্বারা আত্মবিকাশের জন্য দেহেরও প্রয়োজন; কিন্তু দেহকে আত্ম প্রসারের উপকরণ জ্ঞান না করিয়া, যখন তোমার দৃষ্টি কেবল দেহতেই নিবদ্ধ করিলে, তখন তুমি তোমার আত্মার সত্তা বিস্মৃত হইলে, তখন আর তুমি আত্মার প্রসারের চেষ্টা কেমন করিয়া করিবে? কাম-প্রবৃত্তি অতীব বলবতী এবং সৃষ্টি-প্রবাহ-সংরক্ষণার্থই এই প্রবৃত্তিকে এইরূপ বলবতী করা হইয়াছে। মানবহৃদয়ে কাম-প্রবৃত্তি বলবতী না হইলে, কেহই রমণরূপ ঘৃণাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, হৃদয়ে এক অদমনীয় প্রবৃত্তির অভাব সত্ত্বে সাত্ত্বিক অবস্থায় কেহ ঐরূপ কার্য্যে-প্রবৃত্ত হইতে পারে কি না? তাই বলি যে, সৃষ্টি-সংরক্ষণ হেতুই ভগবান্ মানবে কেন, সর্ব্বাধারেই কাম রোপিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" অর্থাৎ জীবের পূর্ব্ব-কল্পকৃত কর্ম্ম থাকায়, ভগবানের মনে সৃষ্টির কাম অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল, শ্রুতি আর এক স্থলে বলেন "সোঽকাময়তবহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" তিনি সৃষ্টির জন্য কামনা করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন কামনা ব্যতীত ভগবানের সৃষ্টি হয় নাই, তখন,জীবে কামনা না থাকিয়া পারে না, কিন্তু কামের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যিনি কামকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন, তিনি আমিত্বের প্রসার হইতে

নিশ্চিতই বঞ্চিত হইবেন। অনেকে মনে করিতে পারেন, যাহার অপব্যবহারে জীবের অমঙ্গল হইতে পারে, এরূপ মনোবৃত্তির সত্তা ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের উপর দোষারোপ করে। পাপাদি সৃষ্ট না হইলেই জীবের এত দুর্গতি হইত না। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাপাদির সত্তা জগতে অনিবার্য্য। জগতের মূল কারণ ব্রহ্মে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, কিন্তু তখন সৃষ্টিও নাই। অসীম নিরূপাধিক ব্রহ্ম হইতে সসীম উপাধিবিশিষ্ট বিশ্ব উদ্ভূত হয়, পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু সকলই উপাধি বিশিষ্ট। সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, পাপপুণ্য ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই অধর্ম্ম, তিনিই পাপ, তিনিই পুণ্য, জগতের তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। আত্মা বা ব্রহ্মের অধোবিকাশেই জগতের উৎপত্তি। জগৎ উদ্ভূত হইলে, যাহাতে জীবাত্মার ঊর্দ্ধবিকাশের প্রতিবন্ধকতা ঘটে তাহাই পাপ; অর্থাৎ আমিত্বের সঙ্কোচই পাপ। মিথ্যা-ভাষণাদি এই ঊর্দ্ধবিকাশের প্রতিকূল বলিয়া উক্ত পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মিথ্যা না থাকিলে, সত্যের অস্তিত্ব কোথায়? মিথ্যা দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য এত সতেজ এবং বলিষ্ঠ। যাহাকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে, তাহার প্রতিকূলাচরণ করা আবশ্যক। মনে কর তোমার হস্তকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে; তখন তুমি কি কর? কোন গুরু বস্তুর পুনঃ পুনঃ উত্তোলন বা ঘুর্ণন কর। ঐ গুরু বস্তু, তোমার

হস্তকে নিম্নাভিমুখে লইতে উদ্যত, কিন্তু তুমি বল দ্বারা উহার সেই প্রতিকূলাচরণের পরাভব কর। ক্রমে ক্রমে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু ঐ হস্তের কোন প্রতিকূলাচরণ না করিয়া যদি উহা বহুদিন এক ভাবেই রাখিয়া দেও, তাহা হইলে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, উহা জড়বৎ অসাড় হইয়া পড়িবে। সুতরাং হস্তের বল-বৃদ্ধি করিবার জন্য উহার বিরুদ্ধাচরণ আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, এই দ্বন্দ্বাত্মক জগতে কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে একের অভাব হইলে, অপরের সত্তা থাকিতে পারে না। ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি, ধ্বংস না থাকিলে সৃষ্টির সত্তা নাই। মনে কর, এই জগতে কোন বস্তুর ধ্বংস নাই, তাহা হইলে সৃষ্টি হইবে কি? ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি। ঐরূপ শীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম, মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য, পাপ আছে বলিয়াই পুণ্য। সুতরাং যাহারা জগতে দুঃখাদির অস্তিত্ব দেখিয়া দুঃখিত হয়েন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দুঃখাদির সত্তা আছে বলিয়াই সুখাদির সত্তা। তৎপরে বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে পাপপুণ্য, সুখদুঃখ সমুদয়ই আপেক্ষিক। অবস্থা-বিশেষে যাহা পাপ, অবস্থান্তরে তাহা পুণ্য; আবার অবস্থা-বিশেষে যাহা পুণ্য, অবস্থান্তরে তাহা পাপ। কেহই বলিতে পারিবেন না যে, কোন কার্য্য দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া চিরকালই পাপ বা পুণ্য। ফলভোগেই পাপ-পুণ্যের, সুখদুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত অগ্নি হইতে বালকের গাত্রে উত্তাপ না লাগে, সে পর্য্যন্ত অগ্নিতে

তাহার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু একবার কোন প্রকারে বালক অগ্নির উত্তাপ উপলব্ধি করিলে; কিছুতেই দীপশিখার দিকে তাহার অঙ্গুলি পরিচালিত করিবে না। কর্ম্মদ্বারাই মনুষ্য, জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এই জ্ঞান এক-জন্মে হয় না, ইহা বহুজন্ম-সুলভ। কোন পাপ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় যদি কাহার বিবেকে আঘাত না লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের দ্বারা তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞান-লাভ হয় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান-লাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হইবে না। কোন বালক হয়ত বারেক অঙ্গুলি দগ্ধ করিয়াই অগ্নির দাহিকা-শক্তির জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইল, অপর কোন বালক হয়ত পুনঃপুনঃ দগ্ধাঙ্গুলি হইয়াও অগ্নি স্পর্শ হইতে বিরত হইতেছে না; ইহার কারণ কেবল জ্ঞানের ইতর বিশেষ; একের পূর্ব্বজ জ্ঞান অপরের পূর্ব্বজাত জ্ঞান অপেক্ষা পরিপক্ক ছিল বলিয়াই একবার অগ্নিস্পর্শ করিয়াই দ্বিতীয়বারে তাহার বিবেক প্রবুদ্ধ হইল, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা হইল না। এইরূপ কর্ম্মের দ্বারা ভোগ হইলেই আমাদের জ্ঞানের পরিপুষ্টি হয়। অনেক অসভ্য-জাতিদিগের মধ্যে বৃদ্ধ মাতা পিতার বধ পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কেন না ঐ কার্য্যে তাহাদের বিবেকে আঘাত লাগে না; আবার অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য প্রাণীর জীবন ধ্বংসও পাপরূপে পরিগণিত হয়, কেন না পূর্ব্ব কর্ম্মদ্বারা তাহারা জ্ঞানের উন্নতি

লাভ করিয়াছে। কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াই জ্ঞানের লাভ হয়, পাপ পুণ্য কর্ম্মের বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। যে ব্যক্তির বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, সেই অবস্থায় যে কার্য্য দ্বারা তাহার আত্মবিকাশের বিঘ্ন হয়, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ এবং যাহা আত্মবিকাশের অনুকুল তাহাই তাহার পক্ষে পুণ্য। বর্ত্তমান সুসভ্য মানব-সমাজের জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পরদারাভিমর্ষণ পাপ, কিন্তু মানব সমাজের একদিন এরূপ অবস্থা ছিল, যখন উহাতে পাপ ছিল না। যাহার জ্ঞানের যে অবস্থা, ঐ অবস্থা হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে হইলে যে কার্য্য করা আবশ্যক, তাহাই পুণ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থা হইতে যে কার্য্য দ্বারা নিম্নাভিমুখে গতি হয়, তাহাই পাপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের নিম্নবিকাশেই জগতের উৎপত্তি; নিম্নতর স্তর হইতে ঊর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিতে করিতে জীব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করে, তখনই তাহার মুক্তি হয়। এই মুক্তি বা সম্পূর্ণ আত্মবিকাশই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এবং প্রত্যেক জীবের অবস্থানুসারে যে সমুদয় কার্য্যে তাহার মুক্তির অন্তরায় ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ এবং যাহাতে মুক্তির অনুকুলতা হয়, তাহাই তাহার পক্ষে পুণ্য বলা যায়। আত্মপ্রসার বা মুক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই। যদি প্রত্যেক মানবই তাহার পূর্ব্ব-কর্ম্ম-লব্ধ-জ্ঞানদ্বারা প্রবুদ্ধ বিবেকের শাসনাধীন হইয়া এই ভবসাগরে স্বীয় জীবনতরী পরিচালিত করে, তাহা হইলে সে প্রতিকূল বায়ু ও স্রোত প্রভৃতির সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রম

পূর্ব্বক স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেই হইবে। জীবের গন্তব্য স্থান এক, যে যতটুকু অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে ঐ গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে কিন্তু সকল যাত্রীরই তিনটি ঘোর শত্রুর কথা সর্ব্বদা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে হইবে। এই তিনটি শত্রুই কাম, ক্রোধ ও লোভ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামং ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

এইক্ষণে চিন্তা করা আবশ্যক যে, কাম কি প্রকারে আত্মনাশ বা আত্মসঙ্কোচের কারণ হইল? সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন বা একত্বজ্ঞানই আত্মপ্রসার বা আমিত্বের প্রসার। যখন সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন না হয় বা ভেদজ্ঞান থাকে, তখনই আমিত্বের সঙ্কোচ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্য চিত্তে বাসনা হয়, তখনই আমরা কাম বা বাসনারাজ্যের প্রকৃতিত্ব স্বীকার করি। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতেই যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহার হৃদয়ে কখনও পরহিতচিন্তার উদয় হইতে পারে না। গো, অশ্ব, যান, গৃহ, বসন, ভূষণ, দাস, দাসী, কামিনী ইত্যাদি বিলাসের উপকরণ। বিলাসী যখন পরের দিকে না তাকাইয়া, স্বীয় বিলাস সম্ভোগার্থে ছলে, বলে, কৌশলে নানাবিধ বিলাস-উপকরণ আহরণ করেন, তখন তিনি ভেদজ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনাকে অন্য হইতে সতন্ত্র জ্ঞান করিয়া দ্বৈতভ্রম-পাশে আবদ্ধ

হইয়া অদ্বৈত-সুধা হইতে বঞ্চিত হয়েন। নিম্নস্তর হইতে ঊর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতে গেলে, জড়ের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, দেহ ছাড়িয়া আত্মাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং দেহারাম না হইয়া আত্মারাম হইতে হইবে। কিন্তু আত্মার বিকাশের জন্য দেহেরও প্রয়োজন, কারণ দেহেই জীবাত্মা বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে পরমাত্মায় লীন হয়েন। সুতরাং বাসনা বা কাম ততদূর প্রয়োজনীয়, যতদূর দেহরক্ষার জন্য আবশ্যক। ঐ সীমা পর্য্যন্ত বাসনা বা কাম কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণনীয় এবং ঐ সীমা পরিত্যাগ করিলেই বাসনা বা কাম যথার্থ বাসনা বা কাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার আত্মা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া থাকুক, অমৃতত্ব-তীর্থাভিমুখে যে যতদূর অগ্রসর হইয়া থাকুক, দেশকাল-জ্ঞানভেদে যাহার যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস এবং যাহার যেরূপ সমাজিক আচার ব্যবহার হইয়া থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই জড়কে চৈতন্যের অধীন রাখিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলেই কামকে জয় করিতে হইবে, এবং উহা যে পর্য্যন্ত না করা যাইবে, সে পর্য্যন্ত "আমিত্বের প্রসার" দুরাশা মাত্র। আত্মবিকাশের জন্য কামের ন্যায় ক্রোধও পরিহার্য্য। একজনের অন্যায় আচরণ দেখিলে তাহাকে সংশোধিত করিবার ইচ্ছায় তাহার প্রতি কোপপ্রকাশ করাকে ক্রোধ বলিব না; দয়াবিহীনতাই এস্থলে ক্রোধের অর্থ। বলবান দুর্ব্বলের প্রতি, ধনী দরিদ্রের প্রতি, জ্ঞানী মূর্খের প্রতি, রাজা প্রজার প্রতি, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে

নৃশংস ব্যবহার করেন, তাহাই ক্রোধ পদবাচ্য। পতিতের প্রতি অনুকম্পা নাই, সে মৃত্তিকায় পড়িয়া ধূলিধূসরিত হইতেছে, তাহাকে আবার পদাঘাত করিলাম, যেহেতু আমি বলবান্। কবে কস্মিন্‌-কালে কেহ আমার সামান্য অনিষ্ট করিয়াছে, আমি আমরণ তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলাম, কখনও বিস্মৃত হইলাম না। আমিত্বের সঙ্কোচ করিয়া নিজেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, জগৎ পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে লাগিলাম, অব্যয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কোচভাব অবলম্বন করিলাম। ক্রোধ ও কামের ন্যায় আত্মপ্রসারবিরোধী। উভয়ের মূলেই দূষণীয় দ্বৈতজ্ঞান।

লোভও কাম-ক্রোধজাতীয়। ভেদজ্ঞান হইতেই সর্ব্বগ্রাসিনী প্রবৃত্তি হয়। সকলই আমার হউক্, অপরের কিছুই না থাকুক্, ইহাই লোভ। লোভও আমিত্বের প্রসারের বিষম অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া থাকে। এই আমিত্বের প্রসার লাভ করিতে হইলে, কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটীই সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এই জন্যই প্রজাপতি দেবতা, মনুষ্য, অসুরদিগকে কাম, ক্রোধ, লোভ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। "ত্রয়ঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈত-

দক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি ব্যজাসিষ্টেতি।

অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষর-মুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টেতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি। বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

প্রজাপতির তিন পুত্র—দেবতা, মনুষ্য এবং অসুর—পিতৃ-সন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমারা বুঝিলে ?" তাঁহারা বলিলেন, আমরা বুঝিয়াছি, আপনি 'দাম্যত' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর এই উপদেশ আমা-দিগকে প্রদান করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐরূপ মনুষ্যেরা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "বুঝিলে" ? তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে বুঝিয়াছি, আপনি "দত্ত" অর্থাৎ "দান কর" এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন, "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐ প্রকার অসুরেরা তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা উপদেশ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বুঝিয়াছ ?" তদুত্তরে অসুরেরা বলিলেন যে, বুঝিয়াছি—আপনি 'দয়ধ্বং' অর্থাৎ দয়া কর এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ।" প্রজাপতির উপদেশের মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রিয় সংযম কর ; ইন্দ্রিয়

পরিতৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিও না। লোভ পরিত্যাগ কর, সকলই নিজে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিও না, পরকেও দান করিও। ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। হিংসাবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিও না। যাঁহারা এই তিন মহাশত্রুকে পরাজিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মর্ত্তভূমে দেব-তুল্য। দেবতারা—কামপরায়ণ ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী, এই-জন্য তাঁহাদিগকে প্রজাপতি ইন্দ্রিয় সংযম করিতে উপদেশ দিয়া-ছিলেন। ঐরূপ অসুরেরা ক্রূর প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এইজন্য ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া দয়ালু হইবার জন্য প্রজাপতি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ঐরূপ মনুষ্যেরা লোভী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এইজন্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া তাহা-দিগকে অপরকে দান করিবার জন্য প্রজাপতি উপদেশ দিয়াছিলেন।

হে মানব! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে চাহ, তাহা হইলে প্রজাপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক, কারণ কাম, ক্রোধ ও লোভ থাকিতে কেহই আমিত্বের প্রসার লাভে সমর্থ হয় না।

(মায়া) ।

মায়া ! মায়া ! মায়া ! সর্ব্বত্রই মায়া । স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, সর্ব্বত্রই মায়ার সাম্রাজ্য । আমিত আমি, আমার অপেক্ষা কত শত মহাজন, মুনি, ঋষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা —কেহই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই । স্বয়ং ব্রহ্মাই মায়ার হস্তে নিস্তার পান নাই । কল্পান্তে মায়া তাহাতে লীন হয়েন বটে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হন না । স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি আবার ব্রহ্মের চিদাকাশে উদিত হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টির কার্য্যে নিয়োজিত করেন । ব্রহ্ম একজন বড় গৃহস্থ, তোমার আমার গৃহ ক্ষুদ্র, কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের গৃহ, আর এই ব্রাহ্মীমায়াই তাঁহার গৃহিণী স্বরূপা । ব্রহ্ম যেন সারাদিন গৃহস্থলীর কার্য্য করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়েন, এবং দিনান্তে গৃহস্থলী বিস্মৃত হইয়া নিদ্রাভিভূত হন । এত যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, সৃষ্টি করিয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছি । বিরক্ত গৃহস্থের এইরূপ মনোভাব দেখিয়া মায়া-গৃহিণী তখন সঙ্কুচিত হয়েন । মায়া অতি চতুরা গৃহিণী, স্বামীর মনের বিরক্ত ভাব দেখিয়া তিনিও বলেন, তাইত এত ঝঞ্ঝাট কি আর সহ্য হয়, চল আমরা বিশ্রাম করি গিয়া । সুচতুরা তখন ব্রহ্মের কর্ণ-

কুহরে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে সংসারের নানাবিধ সুমিষ্ট কথা প্রবেশ করান, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই নির্গুণ ক্লীব ব্রহ্মের সংসার বাসনা পুনর্ব্বার জাগরুক, তিনি পুনর্ব্বার ঘোর সংসারী সগুণ পুং ব্রহ্মা। তোমার আমার দিন রাত্রি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু ব্রহ্মের দিন রাত্রি এক এক বৃহৎ কল্প, তোমার আমার গৃহিণী সকল ক্ষুদ্র মায়া ললনা, কিন্তু ব্রহ্মের গৃহাঙ্গনা সেই আদ্যাশক্তি জগৎ-জননী, ব্রাহ্মী মহামায়া। স্বয়ং ব্রহ্ম যখন এই সংসারের মায়া এড়াইতে পারেন না, তখন আমরা ত কোন্ কীটাণুকীট। আর ব্রহ্মের এই সংসার কি যথার্থই জঘন্য ? সংসার যদি যথার্থই অশান্তিময়, তাহা হইলে ইনি ব্রহ্মেরই হউন্ আর যাহারই হউন্ উহা সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। সংসারে যে অশান্তি, সে কি সংসাসের নিজের না আমাদের কৃতকার্য্যের ? সংসারে তৃষ্ণা আছে সত্য, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলাশয়ও আছে। তুমি বলিতে পার, তৃষ্ণা না থাকিলেই হইত, কেবল জল থাকিলেই চলিত। কিন্তু তৃষ্ণা না থাকিলে জলের প্রয়োজন কোথায় ? জল পানে যে সুখটুকু, তাহা তৃষ্ণা আছে বলিয়া। ভাবিয়া দেখ তুমি যাহা কিছুকেই দুঃখ অভিধানে অভিহিত করিবে, তাহাই বস্তুতঃ সুখের উপাদান মাত্র। রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয় হইতেই সুখ দুঃখ আসিতে পারে। রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রকৃতির নিয়মানুসারে হইবে, তোমার তাহা পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু তুমি তোমার কার্য্যাবলী এমনি ভাবে নিয়মিত করিতে পার, যে রৌদ্র ও বৃষ্টি তোমার পক্ষে সুখকর হয়। সৃষ্টির

প্রত্যেক ব্যাপারেই অনন্ত মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, মানব অজ্ঞান বশতঃ তাহাদিগকে অমঙ্গলে পরিণত করে। জ্ঞানের বিকাশের সহিত সর্পবিষও মানবের মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। মঙ্গল—অমঙ্গল বস্তুসত্তাতে নহে, প্রয়োগের বিভিন্নতায়। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, আপাত প্রতীয়মান অবশ্যম্ভাবী অতীব দুঃখ জনক ব্যাপরকেও, আত্মার শান্তির উপকরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। জগতে পিতা পুত্রাদি-মৃত্যু জনিত শোক অপেক্ষা অন্য কোন ক্লেশই বলবত্তর নহে, কিন্তু পিতা জ্ঞানি হইলে সে ক্লেশ অনুভব করেন না। মৃত্যু কি? এই দেহের বিনাশ। পুত্র পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র, (যাহা আর পরিধান করা যায় না, তাহা) পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলে পিতার সুখ না দুঃখ হয়? সুখই হয়। তবে মৃত্যু কেবল দেহান্তর প্রাপ্তি এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দুঃখ হইবে কেন? ভগবানের বিধানে যে দেহ কার্য্যক্ষম সে দেহের ধ্বংস হয় না। মৃত্যু অতিশয় দয়ালু। জীবের কষ্টে তিনি অতি ক্লিষ্ট। জীবের কষ্ট তিনি সহ্য করেন না। তাই জীব যখন নানাবিধ অপকার্য্যে নিজের দেহকে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন মৃত্যু তখন অনুকম্পা করিয়া তাহার দুঃখের অবসান করিয়া দেন। ভাবিয়া দেখ, মৃত্যু না থাকিলে, জগৎ কি অশান্তিময় হইত। স্বীয় কৃতকার্য্যে রোগ দেহে উপস্থিত, কিছুতেই আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এদেহের উপকরণ আর কর্ম্মণ্য করা অসম্ভব। এই বিপদের সময় মৃত্যু উপস্থিত হয়েন

এবং অভয় প্রদান করেন, "ভয় নাই, আমি তোমার দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছি, নূতন দেহ ধারণ করিয়া, নূতন উপকরণ লইয়া, নূতন বলে বলিয়ান্ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর।" কত সময় আমরা, "হা মৃত্যু তুমি কোথায়" বলিয়া আর্ত্তনাদ করি, কত অনুনয়ে বিনয়ে মৃত্যুকে আহ্বান করি, কিন্তু মৃত্যু দেখা দেন না। সময় হয় নাই, এখনও দেহের উপকরণ এত অকর্ম্মণ্য হয় নাই, যে নূতন দেহের প্রয়োজন। এ বস্ত্র এখনও ব্যবহার করা যায় সুতরাং পিতা নূতন বস্ত্র দিলেন না। বালক কাঁদিল, পিতা শুনিলেন না। কে না দেখিয়াছেন, পুত্র শোকে কত জনক জননী দিবানিশি মৃত্যুর সাধ্য সাধনা করিতেছেন, কে না দেখিয়াছেন কত পত্নী পতি-শোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর উপাসনা করিতেছেন, কিন্তু কৈ, মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু দয়ালু বটে, কিন্তু অজ্ঞানীর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। আবার বিনা আহ্বানেও তিনি আসিয়া উপস্থিত হয়েন; যে পুত্রকে চক্ষুর অন্তরাল করিলেই প্রাণান্ত হয়, তাহাকেও তিনি বলপূর্ব্বক লইয়া যান। আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করেন না। মৃত্যু অপেক্ষা জগতে আর কোন পদার্থই অধিকতর দুঃখজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু সেই মৃত্যুও আমাদের মঙ্গলের জন্য। আর এই মৃত্যু-জনিত যে দুঃখ, তাহার মূল কোথায়? মৃত ব্যক্তির স্বার্থ, না নিজের? ভাবিয়া দেখ, স্বীয় স্বার্থই উহার মূল। তুমি চলিয়া গেলে আমার কি হইবে, কিম্বা আমি আকাশে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা কোথায় গেল, আমি দুঃখ ভোগ করিব, কিম্বা আমার কতক-

গুলি আশা পূর্ণ হইল না, ইহাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ। শাস্ত্র বলেন যে, আত্মীয় স্বজন অশ্রুবর্ষণ করিলে, দেহ-বিমুক্ত আত্মার ক্লেশ হয়। হইবারই কথা। আমি পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিতেছি, আমি দুঃখ-বিমুক্ত হইয়া সুখে প্রবেশ করিয়াছি, তুমি স্বীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া আমার জন্য চীৎকার আরম্ভ করিলে। আমাকে যদি যথার্থই ভালবাস তবেত তোমার দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই উচিত। বৌদ্ধেরা আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে অনেক প্রকারে আমোদ আহ্লাদ করে। সমাজ বিশেষের চক্ষে শোক-চিহ্ন ধারণ না করিয়া এইরূপ সময় হর্ষ-চিহ্ন ধারণ করা উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানীর পক্ষে মৃত্যু যথার্থই কি আনন্দের জিনিষ নহে? এখন ভেবে দেখ মায়া কি? মায়ার দার্শনিক ব্যাখ্যা আপাততঃ ভুলিয়া যাও। ব্রহ্মের অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তি ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হও। নির্গুণ ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া এই স্বগুণ ব্যবহারিক জগতের দিকে নেত্রপাত কর। সন্তানের প্রতি মাতার মায়া, এ মায়া কি মধুময়ী! মাতা নিজের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, মায়ার প্রভাবে পুত্রের জন্য আত্মহারা হন। তুমি কি বল যে এই মায়া ত্যজ্য? কখনই না। আমি বলিব যে "এ মায়া" স্বর্গীয় মায়া, এ জগতে যদি কেহ স্বর্গ-সুখ অনুভব করেন, তবে সন্তান-বৎসলা মাতা। তাহাই যদি হইল, তবে এ মায়া-পাশ ছেদন কেন করিব, উহার বিনাশ না করিয়া প্রসার করিয়া অনন্ত-স্বর্গ-সুখ কেন উপভোগ না করি? বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির

স্বীয় সন্তানের প্রতি যে মমতা, উহা যদি সে প্রসার করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র মায়া, ব্রাহ্মী মায়া বা মহামায়াতে পরিণত হইল। ক্ষুদ্র আত্মার ক্ষুদ্র মায়া, কিন্তু মহাত্মা বা পরমাত্মার মহামায়া বা পরমমায়া। ক্ষুদ্র মায়া যতই প্রসার করিতে পারিবে, ততই তোমার ক্ষুদ্র আত্মা ক্ষুদ্র উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইবে। তোমার আত্মা যে ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তোমার মায়া ক্ষুদ্র, তাহার কারণ তুমি নিজ পুত্র কন্যাদি ভিন্ন আর কাহারও প্রতি মায়া করিতে জান না, তোমার মায়াকে মহামায়ায় পরিণত কর, তোমার আত্মার ক্ষুদ্রত্ব থাকিবে না, উহা মহাত্মা বা পরমাত্মায় পরিণত হইবে। অতএব পুত্র কন্যার প্রতি যে মায়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে না, উহার প্রসার করিতে হইবে। উহার প্রসার করিলেই আমিত্বের প্রসার হইবে, ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিবে। আর মায়া পরিত্যাগ করিতে চাহিলেই কি করা যায়? কখনই যায় না, করিতে চেষ্টা করাও অমঙ্গল জনক। স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিলাম, ধনৈষণাদি পরিত্যাগ করিলাম,অরণ্যে গমন করিলাম। সেখানেও সেই বিশ্ব-বিজয়িনী মায়া। হয়ত শকুন্তলা আসিয়া জুটিল, না হয় হরিণ শিশু আসিয়া জুটিল। তাহাদিগেতেই তন্ময়ত্ব জন্মিল। শকুন্তলা বা হরিণ শিশু আবার আমাকে সংসারে প্রবেশ করাইল রাজ্যাদি পরিত্যাগের পর এক হরিণ শিশুতেই ভরতের তাবৎ সংসার কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। শকুন্তলা পতি-গৃহে যাইবার সময় বৃদ্ধ কণ্ব মহর্ষি কতই না কাঁদিলেন?

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্ব্বাষ্পভরোপরোধিগদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিনঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষ-দুঃখৈর্নবৈঃ।

শকুন্তলা অদ্য পতিগৃহে গমন করিবে, হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অভ্যন্তরীণ দুঃখে মুখে যেন কথা সরিতেছে না! জড়তা আসিতেছে, চিন্তায় চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছি, আমি বনবাসী, তথাপি কন্যা-স্নেহে আমার এতদূর বিহ্বলতা উপস্থিত হইয়াছে না জানি কন্যা পতিগৃহে প্রথমে গমন করিবার সময় গৃহীর কতই না দুঃখ উপস্থিত হয়। হরিণ শিশু বা শকুন্তলা না থাকিলেও আশ্রমের তরুলতা তাহাদের স্থান অধিকার করে তাহারাই পুত্র কন্যা হইয়া দাঁড়ায়। এড়াইবার উপায় নাই, আবশ্যকও নাই, লাভও নাই, এড়াইতে গেলেও সমূহ অনিষ্ট। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া আশ্রয়ে স্বগুণ ব্রহ্মা বা ঈশ্বর হয়েন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ড গৃহের গৃহস্বামী, মহামায়া তাহার গৃহিণী। গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কেহ কি কখনও গৃহস্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে? অসম্ভব। মাতৃদ্বেষী পুত্রকে পিতা কি কখনও ভাল বাসেন? কখনই না। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, মায়া আশ্রয় করিয়া তিনি জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন। মহমায়া আমাদের মাতা স্বরূপা, তিনিই জননীরূপে আমাদিগকে লালন পালন করেন। পিতার নিকট কি সব সময় যাওয়া যায় যত কিছু আব্দার সব না মায়ের কাছে? মা জগদম্ব! মহামায়ে!

একবার আমাকে ক্রোড়ে লও, তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। তোমার কৃপায় পিতৃপদ লাভ হইবে, আর তোমার অকৃপা হইলে আমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

মায়ার প্রসার বহুবিধ ভাবে করা যায়। ভগবানকে পিতৃরূপে এবং মহামায়াকে মাতৃরূপে গ্রহণ করিয়া আমিত্বের প্রসার সাধন করা যায়। সাধারণ সাধকের পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ভগবান্ "পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ।" তাঁহাকে পিতৃভাবে দেখিতে চাও দেখ, সখাভাবে দেখিতে চাও দেখ, পুত্রভাবে দেখিতে চাও দেখ, পতিভাবে দেখিতে চাও তাহাও পার। যে ভাবেই দেখ মায়ার প্রসার না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্রমায়ায় তিনি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আত্মা বা জীবাত্মা, মহামায়ায় তিনি মহাত্মা বা পরমাত্মা। নন্দরাজা ও যশোদা ঠাকুরাণী ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করিয়াছিলেন। মনে করিও না যে নিজের পুত্রের প্রতি ঐকান্তিক মায়া বা স্নেহ থাকিলেই ভগবানকে পুত্ররূপে আরাধনা করা যায়। স্বীয় পুত্রের প্রতি যেরূপ স্নেহ মমতা, তাবৎ বিশ্বে সেইরূপ স্নেহ মমতা দেখান চাই। যাহার স্নেহ মমতা যতদূর প্রসারিত, তিনি ভগবানের নিকট ততদূর অগ্রসর। যাহার পুত্র-প্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়, তিনি ক্ষুদ্র মায়োপাধি পরিত্যাগ করিয়া মহামায়োপাধি আশ্রয় করিয়া আনন্দধামে চিরানন্দ ভোগ করেন। সখার প্রতি সখার যে প্রেম, তাহাও প্রসারিত করিতে হয়, তাবৎ বিশ্বে

সম্বিত্ব স্থাপন করিতে পারিলেই, শ্রীদাম, সুদাম, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র মায়োপাধি পরিত্যাগ করিয়া মহামায়াধীশ্বর পরব্রহ্ম সন্নিধানে যাওয়া যায়। পিতা হইয়া যেরূপ বিশ্বে পুত্র-প্রেম প্রসার করিতে পারা যায়, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশ্বে পিতৃ-প্রেম প্রসার করিতে পারা যায়, মাতা হইয়া যেরূপ বিশ্বে পুত্রপ্রেম বিস্তার করিতে পার, তদ্রূপ পুত্র হইয়া বিশ্বে মাতৃপ্রেম বিস্তার করিতে পার। বহুবিধ ভাবের মধ্যে পতি পত্নী ভাবে সাধনা বড়ই কঠিন ও বিপজ্জনক। এই ভাবকে সাধারণতঃ 'মধুর ভাব' বলা যায়। নিজেকে মহামায়া করিয়া ভগবানের আরাধনাই মধুর বা গোপী-ভাব বা বামাচার। আমি নিজেই সেই মহামায়া, সেই প্রকৃতি। বস্তুতঃ এই জগতই মহামায়ামর। আমরা সকলেই মায়ার উপাধি মাত্র। মহামায়া যেভাবে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও আমার ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া সেই ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিব। তাবৎ বিশ্বে পতিপ্রেম প্রসার করিব। ঐরূপ তাবৎ বিশ্বেই পত্নীপ্রেম প্রসারও একবিধ উপাসনা। পতি-প্রেম বা পত্নী-প্রেম প্রসারের সহিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কোন সংস্রব নাই, অজ্ঞান বশতঃ ভ্রান্তজীব, ইহাতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংস্পৃষ্ট করিয়া পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে, পতি যে পত্নীকে ভালবাসে, সে পত্নিত্বের জন্য নহে, পত্নির মধ্যে আত্মা বিরাজিত বলিয়া, এবং পত্নী যে পতিকে ভালবাসে সে পতিত্বের জন্য নহে, পতির মধ্যে আত্মা আছে বলিয়া। আত্মার অস্তিত্বের

উপলব্ধি হওয়া চাই। আত্মাই যে একমাত্র নিত্য বস্তু, তাহাও উপলব্ধি করা চাই। মানব উপাধি জড়িত। পার্থিব নিম্ন উপাধি হইতে ক্রমে তাহার উচ্চ উপাধিতে আরোহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এজন্য তাহার পতি, পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ইত্যাদি কতকগুলি জ্ঞাত মায়োপাধি আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধে মহামায়ার নিকট গমন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় ঊর্দ্ধে গমন করা যায় না, নিম্নে পতিত হইতে হয়। বামাচার ও গোপীভাবের অন্তরালে আমাদের দেশে যে কত ব্যভিচার, ক্ষত ভ্রূণ-হত্যাদি পাপ স্রোত প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সমুদায় ভাব নির্দ্দোষ ভাবে প্রসারিত করা বড়ই কঠিন। মাতৃভাব বা পুত্র ভাবাদি প্রসারিত করা সহজ ও সুকর এবং তাহাতে আপদের আশঙ্কা নাই। গোপীভাব বা বামাচারে পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। এইজন্য সর্ব্বথা পরিহার্য্য। ফল কথা এই যে, যিনি যে ভাবেই বিশ্বে বিরাজ করুন, তাহার মায়া প্রসারিত করিতেই হইবে, এবং এই মায়া প্রসারিত করিতে পারিলেই, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অহংকে বা আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে সেই পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মা-নন্দ ভোগ করিতে পারেন। নিজের প্রতি এবং যাহাদিগকে নিজ বা আত্মীয় জ্ঞান করি, তিনি পতি বা পত্নীই হউন, পিতা মাতা পুত্র বা বন্ধুই হউন, তাহাদের প্রতি যে মমতা তাহা প্রসারিত করিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ায় পরিণত করা চাই, তাহা হইলেই আমিত্বের প্রসার সাধন করা হয়। হে জীব! তুমি

যদি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে আমিত্বের প্রসার কর, এবং যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার ক্ষুদ্র মায়াকে মহামায়ায় পরিণত কর। মাতঃ জগদম্ব! দীনের প্রতি দয়া কর, বিশ্বের প্রতি তোমার যে মায়া, তাহার অণু প্রমাণ অধম সন্তানকে দান করিয়া কৃতার্থ কর। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান।

মানুষ সুখের আশায় কতই না করিতেছে, কিন্তু সুখ লাভ করিতে পারিতেছে না; সুখের আশায় ঘর বাঁধিতেছে, কিন্তু তাহা আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে। সুখের আশায় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতেছে, সাগর পার হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই সুখ হস্তগত হইতেছে না। প্রাসাদ কি কুটীর, লোকালয় কি বিজন বন, সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ, যুবা সুখের পশ্চাৎ ধাবমান, সুখের জন্য কত যত্ন, কত চেষ্টা, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, কিন্তু সুখ স্বর্ণমৃগের ন্যায় কিছুতেই ধরা দিতে চাহে না। মানবজীবন বিড়ম্বনা পরিপূর্ণ। কোথা হইতে কে আসিয়া মানবের সমস্ত গণনা ভুল করিয়া দেয়। যখন চাই রৌদ্র, তখন হয় বৃষ্টি, যখন চাই বৃষ্টি তখন হয় রৌদ্র। নীল নভোমণ্ডল—মেঘমাত্র নাই, কিন্তু হঠাৎ মানবের শিরে বজ্রপাত হইতেছে। কন্যার বিবাহ, উৎসবে গৃহ আনন্দ পরিপূর্ণ, কিন্তু বাসরঘরেই কন্যা বিধবা; আনন্দধ্বনি হৃদয়বিদারি আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। বলিবার কিছুই নাই। মানবের পদে পদে বিপদ, ভয়ে জড় প্রায়। পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রের জন্য কত লালায়িত, কত তপ, জপ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিল, পুত্রও জন্মিল তখন কত আনন্দ, কিন্তু সেই পুত্র পিতা-মাতাকে দুঃখের পাথারে ভাসাইয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

কত যত্ন করিয়া গোলাপ গাছটি রোপণ করিলাম, মুকুলও দেখা দিল কিন্তু ফুল ফুটিতে না ফুটিতে কোথাকার এক কীট আসিয়া তাহাকে দংশন করিয়া গেল। সব আশা ফুরাইয়া গেল। সর্ব্বত্রই মানবজীবন বিষাদে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। যাহাকে বড়ই সুখী বলিয়া বিবেচনা কর না কেন, তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশ খুলিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবে সেখানে একটি দুঃখের উৎস নিয়ত বিষাদ উদ্গীরণ করিতেছে। মানুষ যে আত্মহত্যা করে না, সে কেবল আশার প্ররোচনায়। আশাই মানবের দুঃখের কারণ,কিন্তু ঐ আশাই আবার মানবকে দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করে। এই জন্যই আশাকে কুহকিনী বলে। কুহকিনীর কুহকে পড়িয়াই মানব দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। কুহকিনীকে পরিত্যাগ কর, দেখিবে দুঃখ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই জন্যই বলি, আশাতে পরমদুঃখ, নিরাশায় পরম সুখ, আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলে, বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং বৈরাগ্যে আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

আশার কুহকে জীব কতই না কি করিতেছে। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, সকলই আশারূপ সুদৃঢ়-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আশার মোহন-বীণাধ্বনি যখন কর্ণবিবরে সুধা বর্ষণ করে, জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে তখন আনন্দরসের একটি স্রোত বহিয়া যায়। জীব আত্মহারা হয়। কর্ত্তব্যের পথ আপনা হইতে কণ্টকিত হইয়া যায়। মুগ্ধ জীবের অন্ধনয়ন তাহা দেখিতে পায় না। কাজেই পদে-পদে সে বিপজ্জালে জড়ীভূত হয়।

যখন আশাকে বিদায় দিয়া জীব আপনাতেই আপনি তুষ্ট হয়, তখন কর্ত্তব্যের সঙ্কীর্ণ বিপৎ-সঙ্কুল-কণ্টকিত পন্থাও বিবেক-খড়্গের দ্বারা সে অকণ্টক করিতে পারে। আশার অপগমে আশার সমস্ত চাতুরীও বিদূরিত হয়। জীবের নয়ন হইতে ঘুমের ঘোর ঘুঁচিয়া যায়। জীবের হৃদয়ের কলঙ্ককালিমা মুঁছিয়া যায়। দর্পণ পরিষ্কৃত হইলে তাহাতে কোনও বস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে বাধা হয় না।

আশার কালী মাখিয়া হৃদয় কাল হইয়া গিয়াছিল। আশার অন্তর্দ্ধানে কালিমাও কালের কবলে বিলীন হইল। বিমল হৃদয় দর্পণে—পরম জ্যোতি আপনা হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। মেঘের আবরণ আর নাই, নির্ম্মল আকাশে ভাস্কর কেন দেখা দিবে না? তত্ত্বজ্ঞানালোকে অবিদ্যা-তিমির দূরে গেল। রহিল সেই শাশ্বত নির্ম্মল জ্যোতি। আমি যাহা ছিলাম তাহাই হইলাম আর কি আশায় আশ্বস্ত হইব, না নৈরাশ্যে ব্যথিত হইব? আর কি সুখে প্রাণ পাগল হইবে, না, দুঃখে দগ্ধ হইবে? দৈব দুর্ব্বি-পাকে আমাকে আমি চিনিয়াও চিনিতাম না। এখন যে শান্তির কমনীয়কান্তি দেখিতেছি কাহার প্রসাদে?—বৈরাগ্যের। আশার মূল উৎপাটিত হইলে অশান্তির নিবৃত্তি হইল। এই আশা ত্যাগ বৈরাগ্যের পরিচয়। বৈরাগ্য, জীবকে দেখাইতে চায়—বুঝাইতে চায়—জানাইতে চায়, কুহকিনীর প্রলোভনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ, উহাকে পরিত্যাগ করিলেই তোমার নিকট শান্তিকুটীরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। স্ত্রী-পুত্র গৃহ-ক্ষেত্র ধন- ধান্য পরিত্যাগ করাই

বৈরাগ্য নহে। বৈরাগ্য ইহার কিছুইত ত্যাগ করিতে বলে না, ইহাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে বলে। পুত্রাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিলে আর পুত্র-জনিত সুখ দুঃখ হৃদয়কে ব্যথিত করিবে না। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করাই জীবের নির্দ্দোষ সন্ন্যাস, কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সন্ন্যাস নহে; ভগবদ্ভক্তিতে দেখা যায়—"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।" ধন জনের বৃথামোহমূলক মমতা ত্যাগই বৈরাগ্য। রাগ অর্থাৎ আসক্তি না থাকাই বৈরাগ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। আসক্তি গেলে কর্ত্তব্য কার্য্য যায় না, অথচ সকল গোল মিটিয়া যায়, শান্তির বাতাস একটু একটু ক্রমশঃ বহিতে থাকে। বৈরাগ্য, আমিত্বের প্রসার সন্নিকৃষ্ট। আমার শরীর স্ত্রী-পুত্র ধন-সম্পত্তির প্রতি অযথা আসক্তিতেই আমার আমিত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছে। আসক্তির বন্ধন কাঁটিয়া গেলে জগৎজোড়া-আমিত্ব দেখা দিবে। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন সকল সাধনারই ত মূলমন্ত্র। বৈরাগ্য তাহার পরম আত্মীয়। বৈরাগ্য সম্বন্ধে ভ্রান্তসংস্কারই আমাদের অনিষ্টজনক। স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিলাম, কুশাসনে শয়ন, কিন্তু কুশাসন খানি ছিঁড়িয়া গেলে যেন হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় ইহা কি কি বৈরাগ্য? বৈরাগ্য বলেন, কুশাসনেও আসক্ত হইও না, স্বর্ণাসনেও আসক্ত হইও না। আমরা এই উপদেশের অপব্যবহার করি। নিজের বিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করি, প্রজাপুঞ্জের প্রতি অনাসক্ত হই, অরণ্যের ক্ষুদ্র আশ্রমরাজ্যে রাজা হইয়া মৃগশাবক

প্রজার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হই। ইহা প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য নহে। প্রজাপুঞ্জ আর মৃগশাবক যেই হউক না কেন, কেহই আমার বৈরাগ্যে সহায়তা করে না। একটীর প্রতি বিরক্ত হওয়ায় আর অপরের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় বৈরাগ্য হইতে পারে না। কোটী কোটী প্রজার প্রতি যে বিপুল স্নেহ বা আসক্তি তাহাকে চাপিয়া এক মৃগশিশুর উপর দেওয়া হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই কমে নাই, তুলারাশিকে একটী থলিয়ায় আবদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু তাহাই অনবরত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছি, মাটিতে রাখিলেও যেন ভাল লাগে না। এরূপ বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য নহে, কেবল বৈরাগ্যের প্রথম সোপান। আসক্তিকে কলসী হইতে তুলিয়া ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে রাখা ভিন্ন ইহা কিছুই নয়। সকল বস্তুর আসক্তি-পরিত্যাগই প্রকৃত বৈরাগ্য, তাহাতেই আমিত্বের প্রসার।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, আশাই আমাদের তাবৎ দুঃখের কারণ। স্বার্থই আশার জনয়িতা। যেথানে স্বার্থ নাই সেথানে আশা নাই, আছে কেবল কর্ত্তব্য এবং যেথানে কর্ত্তব্য সেথানে ফল-প্রাপ্তি-হেতু সুখ নাই কিম্বা ফলাপ্রাপ্তি-হেতু দুঃখ নাই, আছে কেবল কর্ত্তব্যসম্পাদনজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ। পুত্রের মৃত্যুজনিত যে দুঃখ তাহার মূল কোথায় ? তাহার মূল আমার হৃদয়ের পোষিতবাসনায়। বাসনা পূর্ণ না হওয়াতেই আমার দুঃখ। পুত্র যদি জীবিত থাকিত এবং ঐ পুত্র হইতে যদি আমার পোষিত

বাসনাগুলি পূর্ণ না হইত, তাহা হইলেও আমার দুঃখ হইত, কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইত না। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কোন কার্য্য করিলে ওরূপ হয় না। আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি করিলাম, ফল যাহা হইবার তাহাই হউক্। রাজা যুধিষ্ঠির নিরতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু আজীবন ধর্ম্মে নিরত থাকিয়াও, তাঁহার সহস্র সহস্র বিপদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল; অন্য লোক রাজার দুঃখে কতই দুঃখিত হইত কিন্তু রাজার বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিল না। কেন না তিনি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কর্ম্ম করিতেন না। যখন যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে কি লাভ হইল, দুর্য্যোধন নানাবিধ অন্যায় কার্য্য করিয়াও সুখে অবস্থান করিতেছেন এবং যুধিষ্ঠির নানাবিধ সুকার্য্য করিয়াও দুঃখে কালযাপন করিতেছেন, ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের হিংসা-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করাতে, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন—

"নাহং কর্ম্ম-ফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যত
দদামি দেয়মিতি যজে যষ্টব্যমিত্যুত।
অস্তু বাত্র ফলং মাবা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ॥
ধর্ম্মঞ্চরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্ম-ফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ॥

ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবশ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনোজঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম্ ॥"

"হে দ্রৌপদি! আমি কর্ম্মফল অন্বেষণ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না! দান করা কর্ত্তব্য তাই আমি দান করি, যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য তাই আমি যজ্ঞ করি। ফল হউক্ বা না হউক্, গৃহে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য আমি তাহা যথাশক্তি করিয়া থাকি। হে সুশ্রোণি! আমি সাধুজনের ব্যবহার ও শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু ধর্ম্মের ফল কামনা করিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না। হে কৃষ্ণে! আমার মন স্বভাবতই ধর্ম্মে আবদ্ধ, আমি ধর্ম্মের বণিক্ নহি, যাহারা ধর্ম্মের বণিক তাহারা ধর্ম্মবাদীদিগের নিকট জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়।"

কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির আবির্ভাব হয়। বাহিরের লোক দেখিতেছে, যুধিষ্ঠিরের কতই দুঃখ, কিন্তু যুধিষ্ঠির কর্ত্তব্য-সম্পাদন-জনিত আনন্দে বিহ্বল; সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে, না। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥"

কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার নাই। ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম করিও না, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়াও থাকিও না। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কর্ম্ম

করিতে করিতে আত্মার বিকাশ হয়। যে পর্য্যন্ত বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত আমাদের সকল কার্য্যই রঞ্জিত ভাব ধারণ করে এবং তাহা হইলে আত্মার নির্ম্মল বিকাশ হয় না। নিস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে সাত্ত্বিকতা-লাভ হয়, এবং সাত্ত্বিকতা-লাভ হইলে আত্মার নির্ম্মল বিকাশ হয়।

ট্র্যান্সভালে ইংরেজদিগের সহিত বুয়রদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার যদি কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কার্য্য না করিয়া স্বীয় স্বার্থের অভিসন্ধিতে এ ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত! তাহা-হইলে স্বীয় আত্ম-গ্লানি এবং সমগ্র জগতের নিন্দা, তাঁহার জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলিত। কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট, দেশ ভ্রষ্ট, পরিবার-ভ্রষ্ট হইয়াও ক্রুগার অচল, অটল, ও বলীয়ান্ ছিলেন এবং এখনও তাঁহার শত্রুগণ শতমুখে তাঁহার অচল ভগবদ্‌ভক্তির প্রশংসা না করিয়া পারিতেছেন না। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কার্য্য করিলে ফল-লাভ না হইলেও, হৃদয় বিষণ্ন বা উৎকণ্ঠিত হয় না; কিন্তু স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহার ফল সর্ব্বত্রই বিষময় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

কিন্তু নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে গেলেই আত্ম-জ্ঞানের আবশ্যক। তোমার আত্মা ও আমার আত্মা এক, ইহা উপলব্ধি না করিতে পারিলে, নিস্বার্থ-ভাবে কার্য্য করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এই দেহ আত্মার উপাধি মাত্র; কিন্তু দেহ-মধ্যবর্ত্তী

অন্তর্য্যামী পুরুষ একমাত্র, এই জ্ঞান দৃঢ় করিতে না পারিলে নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে পারা যায় না এবং নিস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কার্য্য-সম্পাদন হয় না। বৈরাগ্য ভিন্ন আত্মজ্ঞান হয় না। ধন-জন জায়া-সুত পার্থিব তাবৎ পদার্থই অনিত্য। তাহাদিগের দ্বারা কেহ কখন অমৃতত্বের অধিকারী হইতে পারে না; তাহারা কখনও বিশুদ্ধ নিত্যানন্দ প্রদান করিতে পারে না, এই জ্ঞান দৃঢ় না হইলে কেহ কখন আত্মবিষয়ে জিজ্ঞাসু হয় না। তোমার পিতা পিতামহ কোথায়, ? তুমি বা কিছুদিন পরে কোথায় যাইবে ? কে তোমার পুত্র ? কে তোমার কন্যা ? তুমি কে কোথা হইতে আসিয়াছ ? এই সমুদয় প্রশ্ন হৃদয়ে উপস্থিত হইলে ভৌতিক জগতের ঊর্দ্ধে গমন করা যায়। এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে করিতে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। জাগতিক তাবৎ পদার্থে বিরাগ উপস্থিত হয় এবং আত্মাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হয়। হৃদয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জগতের তাবৎ পদার্থের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যই আত্মার দিকে লইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান জন্মিলে আবার তাবৎ বস্তুতেই স্বীয় আত্মা অনুভব হওয়ায় তাহারা আত্মীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে কর্ত্তব্য থাকে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই সময়ে সুখে স্পৃহা থাকে না, দুঃখে উদ্বেগ জন্মে না, চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হয়। যাঁহার যত বৈরাগ্য তাঁহার তত মায়া, কেন না এই বিশ্ব তাঁহার বাহিরে নয়। অতএব হে জীব, যদি "আমিত্বের প্রসার"

লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে বৈরাগ্য অবলম্বন কর। বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে তোমার আত্মজ্ঞান হইবে এবং আত্মজ্ঞান হইলে তোমার সর্ব্বত্রই আত্মোপলব্ধি হইবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আনন্দ।

বজ্র-গম্ভীর স্বরে শ্রুতি ঘোষণা করিতেছেন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। সংসার-যাত্রায়—মনুষ্যের ভয় পদে পদে। ধনী বা দরিদ্র, রাজা বা প্রজা, বালক বা বৃদ্ধ, নর বা নারী, কেহই ভয়ের হস্ত হইতে ত্রাণ পান না। "সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবিনৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্" জগতে সকল বস্তুই ভয়ান্বিত, কেবল বৈরাগ্যের ভয় নাই।

ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না, বৈরাগ্যেও কোন ভয় থাকে না। এই উভয়বিধ বাক্যে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্মানন্দ ও বৈরাগ্য একই পদার্থের বিভিন্ন নাম। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে যেমন ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, তেমনি বৈরাগ্য জন্মে। অজ্ঞান হইতেই আমাদের আসক্তি জন্মে। ধনে আসক্তি জন্মিলে, ধন-ক্ষয়ের ভীতি উপস্থিত হয়। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে ধন সঞ্চয় করিলে ধনের প্রতি আসক্তি জন্মে না। উহা নষ্ট হইবে বলিয়া ভয়ও জন্মে না। আসক্তি নষ্ট করিতে পারিলেই ব্রহ্মানন্দ জন্মে।

কর্ত্তব্যজ্ঞানে সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বৈরাগ্য হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান উপ-ভোগ করা যায়।

আমরা দুর্ব্বল চিত্ত, সর্ব্বদাই আমরা শোকে-দুঃখে অভিভূত থাকি। পূর্ব্ব-কৃত কার্য্য সমূহ ছায়ার ন্যায় আমাদিগের অনুগমন করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদিগের সঞ্চিত কর্ম্মের ধ্বংশ সাধন করিয়া স্বারাজ্যের অধিকার স্থাপন করিতে পারি।

প্রত্যহ যখন সবিতৃদেব পূর্ব্বগগনে উদিত হয়েন, তখন সঞ্চিত কর্ম্ম-ক্ষয়ের একটি সুযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ইচ্ছা করিলে প্রতি সূর্য্যোদয়েই আমরা এক একটি নব জীবন লাভ করিতে পারি। পূর্ব্ব পাপ-তাপ সমূহ বিস্মৃতির গর্ভে পাতিত করিয়া নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, নব বলে বলীয়ান হইয়া, আমরা প্রত্যহই আমাদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্য—আসক্তি বিরহিত হইয়া কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে সম্পাদন করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারি। "গতস্য শোচনা নাস্তি।" পূর্ব্বদিন শত শত অবৈধ কার্য্য করিয়াছিলাম, তজ্জন্য অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্বদিন যে সমুদয় ক্ষত হইতে রুধির প্রবাহিত হইতেছিল, নিদ্রাদেবীর শান্তিময় স্পর্শে সে সমুদয় ক্ষত আর নাই।

গতস্য শোচনা নাস্তি। অতীত পাপ, অতীত তাপ, অতীত ভ্রম, অতীত প্রমাদ বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত কর। যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার আর উপায় কি?

কিন্তু অদ্য এখনও আমার অধীন, পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ যেন আর আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে।

ব্রহ্মমুহূর্ত্তে পূর্ব্বগগনের দিক্ একবার নেত্রপাত কর।

অরুণ-কিরণে গগন কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! এ সময় সর্ব্বত্রই শান্তি—কি বাহ্য জগতে, কি অন্তর্জগতে। পূর্ব্বদিনের নানাবিধ প্রাকৃতিক উৎপাত সূর্য্যোদয়েই অন্তর্হিত হইয়াছে। বাহ্য-জগতে যেরূপ নূতন সৃষ্টি, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ সূর্য্যোদয়ের সহিত নূতন একটি সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব পাপ-তাপ এখন অন্তর্হিত, তাহাদিগকে আর আসিতে দিব না। নব সূর্য্য নব-আকাশ নব পৃথিবী, নব-দেহ, নব-মন লইয়া আমি আমার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। হে জীব! আর ভয় নাই। ঐ শুন পশু-পক্ষী বৃক্ষ-লতা, নদী-পর্ব্বত, সমুদ্র-সরোবর, সকলেই এ সময় আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে। তুমিও পাপভার দুঃখভার ফেলিয়া দিয়া উহাদের সহিত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। হে জীব! আশ্বস্ত হও, দুশ্চিন্তা পরিহার কর, বিগত দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া যাও, হৃদয় মন নূতন বলে সবল করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর। হে জীব! তোমার ক্ষুদ্রত্ব বিস্মৃত হও। বিশ্ব-নিয়ন্তা অসীম ভূমার সহিত তোমার একত্ব অনুভব কর, দুঃখ বা ভয় তোমার নিকট কখনও উপস্থিত হইবে না। ঐ শুন, প্রকৃতি চারিদিক হইতে ঘোষণা করিতেছে—“তুমি অমৃতের পুত্র” ঐ শুন স্বর্গ হইতে দেবতারা সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, “তুমি অমৃতের পুত্র”। একবার বাহ্য-জগত হইতে চক্ষু উঠাইয়া অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কর্ণদ্বারা একবার অন্তর্জগতের ধ্বনি শ্রবণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে এবং শুনিতে পাইবে ও বুঝিতে পারিবে যে তুমি একটি ক্লিষ্ট বা ভীত দেহ নও, তুমি অমৃতের

সন্তান। এই পবিত্র মুহূর্তে সবিতৃ-মধ্যবর্ত্তী সেই হিরণ্ময় পুরুষের একবার ধ্যান কর। আর অন্তরে এবং বাহিরে বল "ওঁ ভূ ভূর্বস্ব তৎসবিতু র্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্থ ধীমহি ধীয়োয়োনো প্রচোদয়াৎ" অমনি বুঝিবে যে তুমি পৃথিবীর একটি ক্লান্ত ভীত জীব নহ,—তুমি অমৃতের পুত্র, স্বর্গের দেবতা।

জগতে আমরা ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু অভ্যন্তরস্থ সার পদার্থের প্রতি একবারেই দৃষ্টিপাত করি না। তুমি হিন্দুই হও, মুসলমানই হও, আর খ্রীষ্টিয়ানই হও বা বৌদ্ধই হও যদি সত্য, প্রেম, শান্তি এবং ন্যায় তোমাতে পরিদৃষ্ট না হয় তাহা হইলে তুমি বুঝিবে যে তুমি ঈশ্বর হইতে বহুদূরে। তুমি ধনী হইতে পার, পণ্ডিত হইতে পার; কিন্তু মনে রাখিও, যদি তুমি জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতে না পার, যদি সর্ব্বদাই তুমি ভীত, দুঃখিত বা চিন্তিত থাক, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বর হইতে বহুদূরে। ঈশ্বরই প্রেম, ঈশ্বরই শান্তি, ঈশ্বরই সত্য এবং যে পর্য্যন্ত তুমি তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত ধন জন বা গৌরব, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা কিছুতেই তোমাকে শান্তি দিতে পারিবে না; সে পর্য্যন্ত তুমি ক্লান্তভীত জীবমাত্র থাকিবে। তাহাকে আল্লাই বল, ব্রহ্মই বল, জিহোভাই বল, মসজিদেই যাও, মন্দিরেই যাও বা গির্জ্জায় যাও এবং সাম্প্রদায়িক নিয়ম সমুদায় যতই প্রতিপালন কর যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে তাঁহাকে অনুভব করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই আনন্দ অনুভব করিতে পরিবে না। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

দৈনিক জীবনের সহিত ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। ইহকালের সহিত ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। যাহাদিগের দৈনিক কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের ধর্ম্ম কেবল নাম মাত্র। সুখে বা দুঃখে যাহারা আনন্দ অনুভব করিতে না পারে তাহারা ঈশ্বর হইতে বহুদূরে। আনন্দই ধর্ম্মজীবনের পরিচায়ক, বাক্যে ব্যবহারে আকৃতিতেই এই আনন্দ পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। যেখানে আনন্দ সেইখানেই ব্রহ্মজ্ঞান। বহুকাল পরে শিষ্য গুরুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যকে দেখিবা মাত্র গুরু বলিলেন তোমাকে ব্রহ্মবিদের ন্যায় দেখাইতেছে। গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখান নাই অথচ শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে। কোথা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আসিল ? প্রকৃতির সংস্পর্শে। চক্ষু-কর্ণ রুদ্ধ করিও না, প্রকতির রূপমাধুরী দর্শন কর, প্রকৃতির বীণা-ঝঙ্কার শ্রবণ কর, দেখিবে আকাশের প্রত্যেক নক্ষত্র, পৃথিবীর প্রত্যেক পুষ্প তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবে। হে জীব! সূর্য্যোদয়ে এবং সূর্য্যাস্তে ভক্তিভাবে সবিতৃদেবের আরাধনা কর হৃদয়ে তৎকালীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অঙ্কিত কর, দেখিবে তুমি জড়জগৎ হইতে ক্রমে উর্দ্ধদিকে আরোহণ করিয়া অধ্যাত্ম জগতে যাইতেছ। বিহঙ্গমগণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া কত মধুর তান ছাড়িতেছে—তোমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যাইতেছে। তুমি আনন্দে ভাসমান হইয়া অমৃতরাজ্যে চলিয়া যাইতেছ। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, গন্ধবহ তাহাদের সুগন্ধের সহিত নাসিকাদ্বার দিয়া তোমার হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে আমোদিত করিতেছে।

চন্দ্রমা ও নক্ষত্রাবলী প্রত্যেক কিরণের সহিত তোমার হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত করিতেছে। কি নীল-নভোমণ্ডল, কি নীল-জলধি, কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র-নিচয়, কি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অম্বুবিম্ব, সকলেই তোমার ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষক। একবার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর, কি নগর, কি প্রান্তর, কি নদী, কি পর্ব্বত, কি সাগর, কি সরোবর, কি রাজপ্রাসাদ, কি দরিদ্র-কুটির, কোন স্থানেই ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষকের অভাব নাই। এক একটি বৃক্ষপত্র মাত্র চিন্তা করিলে যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায়, তাহা হইতে জীব কেন বঞ্চিত থাকে? হে জীব কাঁদিও না, চক্ষু মুছিয়া ফেল! ঐ শ্মশানে যে প্রিয়তমকে ভস্ম করিয়া আসিলে উহা সুক্তিকামাত্র। উহার অভ্যন্তরস্থ মুক্তা বহির্গত হইয়াছে। সুক্তিকা কিছুই নহে, তুমি মুক্তাভ্রমে উহার জন্য এত কাঁদিতেছ। হে জীব! তুমি কি দেহমাত্র, না তুমি আত্মা। যতক্ষণ তুমি তোমাকে দেহমাত্র জ্ঞান কর, ততক্ষণ তোমার শোক ও পরি-তাপ। তুমি দেহ নহ, তুমি আত্মা, আর তোমার সহিত তুমি অসীম আত্মার একত্ব অনুভব করিতে পারিলে, জাগতিক কোন দুঃখই তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

যে দিকে যাও সেই দিকেই দুঃখ, ব্যাধি, দারিদ্র, মৃত্যু সর্ব্বদাই জীবকে ভীত ও ক্লিষ্ট করিয়া রাখিতেছে। মানব তাহাদিগের নিবারণের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, কিন্তু বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিয়া কেবলমাত্র পত্রাদিতে জলসেচন করিলে যে ফল হয়, মানবেরও সেই ফল হইতেছে।

তুমি রোগাক্রান্ত, কিন্তু তোমার রোগ কোথায়, শরীরে না মনে? মনে রোগ না হইলে কখনও শরীরে রোগ হইতে পারে না। শরীরে জ্বর হইবার পূর্ব্বে মনে জ্বর চাই। স্বাস্থ্যের মূল আধার কোথায়? জগতের সর্ব্বমঙ্গলের আধার এক, সেই আধারের সহিত যেই বিচ্ছিন্ন হইলে, অমনি রোগ-শোক-দারিদ্র তোমাকে আক্রমণ করিল।

আনন্দ ভোগ করিতে হইলে, সর্ব্বমঙ্গলের মূলাধার বিশ্বনিয়ন্তার সহিত তোমার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। বল, স্বাস্থ্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা সকলেরই আধার এক। সেই আধারের সহিত একত্ব সংস্থাপিত করিতেই পারিলেই তুমি সর্ব্ববিষয়েই অধিকারী হইতে পার, নচেৎ নহে। তুমি যদি দুর্ব্বল, ভীত বা ক্লীষ্ট হও এবং তোমার জীবন যদি তোমার নিকট দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পবিত্র মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা কর নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করিবে না। প্রতিজ্ঞা কর যে জগতের মঙ্গলার্থে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করিবে। বাহ্য-জগৎ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহ টানিয়া লও, হৃদয়-প্রাণ অসীমাত্মার দিকে ফেলিয়া দাও তখনই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তুমি দেহ নহ, তুমি আত্মা! আত্মা কি কখনও রোগ-শোকগ্রস্থ হইতে পারে? শরীর ও মনকে অসীম-আত্মাস্রোতে ভাসাইয়া দাও, দেখিবে তোমার দেহ মন দুই-ই পবিত্র হইয়াছে। মানুষ যেমনটি হইতে ইচ্ছা করে তেমনটি হয়। পশুত্ব ও দেবত্ব উভয়েই আয়ত্বাধীন। "সোঽহম্" সর্ব্বদা ধ্যান কর, ব্যবহারিক জগতের

কোন কার্য্যের দ্বারাই তোমাকে বিচালিত করিতে দিও না।

তুমি তোমার দেহের অধীশ্বর, দেহ তোমার অধীশ্বর নহে। ব্যবহারিক জগৎ তোমার অধীন, তুমি তাহার অধীন নহ। তুমি স্বরাট, মোহান্ধ হইয়া তুমি তোমাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া নিরানন্দে কালযাপন করিতেছ, এবং পদে পদে ভীত ক্লিষ্ট হইতেছ! একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর, ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব কর, তোমার দুঃখ কষ্ট থাকিবে না, কিছুই তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?

এই বিশ্ব যে নিয়ম-দ্বারা পরিচালিত, ইহার ব্যাপারে যে একটা সুশৃঙ্খলা বর্ত্তমান, একথা এ পর্য্যন্ত কেহ, এমন কি নাস্তিকেরাও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। নাস্তিকেরা বলেন যে, ঐ নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম, উহার মূলে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলিয়া কেহ নাই। অজ্ঞাতবাদীরা বলেন যে, প্রকৃতির নিয়ন্তা আছেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ মানব-বুদ্ধির অগম্য।

জ্ঞানের উৎকর্ষ অপকর্ষের সহিত জগতের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কার্য্য হইতে কারণ-অনুমান যুক্তিসঙ্গত। এই বিশ্বের ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কতকগুলি সত্যে উপনীত হই—যে সত্যগুলি দেশকাল দ্বারা বাধিত নহে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যাহাকে আমরা জড় বলি এবং যাহাকে আমরা শক্তি বলি, ইহারা কেহই ধ্বংসশীল নহে। ইহাদের রূপান্তর ভিন্ন আমরা কখনও ইহাদের ধ্বংস দেখি না। যাহা আছে তাহার কোন দিন ধ্বংস নাই এবং যাহা নাই, তাহা কখনও নাই। যাহা অদ্য নাই, তাহার আবির্ভাব আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না, এবং যাহা অদ্য আছে, তাহার তিরোভাবও কখন দেখি না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ, নাভাবঃ বিদ্যতে সতঃ" গীতোক্ত এই

সত্যটি বিজ্ঞানানুমোদিত। সুতরাং জড় এবং শক্তি, দুই-ই অনাদি এবং অনন্ত। তাহারা কখনও সৃষ্ট হয় নাই, কখনও তাহাদের ধ্বংস নাই; আছে কেবল রূপান্তর মাত্র। জড় এবং শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই যে অট্টালিকার মধ্যে তুমি উপবিষ্ট আছ, তুমি মনে করিতেছ যে তুমি উহার স্রষ্টা। কিন্তু উহার কোন্ দ্রব্যটি তুমি সৃষ্টি করিয়াছ? উহার কোনও উপকরণটি তুমি সৃষ্টি কর নাই, কেবল রূপান্তরিত মাত্র করিয়াছ। অগ্নিসংযোগে মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াছ, বৃক্ষাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া দ্বার-বাতায়নাদি প্রস্তুত করিয়াছ। ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা ঐ সমুদায় উপকরণে যুক্ত হইয়াছে। এই অট্টালিকার সমুদায় উপকরণই বর্ত্তমান ছিল, এবং কখনও ইহার কোন অংশেরই ধ্বংস হইবে না। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলেও, উহার কণামাত্রেরও অভাব হইবে না, কেবল উহা রূপান্তরিত হইবে মাত্র।

এই বিশ্বের অস্তিত্ব চিরকাল একই ভাবে আছে। আমরা যাহাকে অভাব বা ধ্বংস বলি, সে কেবল রূপান্তর মাত্র। ইহার একটি পরমাণুও সৃষ্ট হয় নাই, বা একটি পরমাণুরও ধ্বংস হইবে না। অসৎ হইতে ভাবের অস্তিত্ব নাই সতের কখনও অভাব নাই। এই বিশ্ব আছে, ইহা সৎ, ইহার ধ্বংস কখনও নাই। বিশ্বের সর্ব্বত্র আমরা একটি অনন্ত অবিরাম গতির বিদ্যমানতা দেখি; কুত্রাপি গতির অভাব দেখি না। অবিরাম গতির সহিত

আমরা অনন্ত রূপান্তরই দেখি। একটি বীজ পূর্ব্বাবস্থার রূপান্তর মাত্র; উহার জন্ম, উহার ধ্বংসও রূপান্তর মাত্র। রূপান্তর মৃত্যু নহে। জন্ম আমাদের জীবনের আরম্ভ নহে, কিম্বা মৃত্যু উহার অবসান নহে। বিশ্ব অনাদি, অনন্ত; উহার সৃষ্টিও নাই, লয়ও নাই। রবি সমুদ্রাদি হইতে রস গ্রহণ করিতেছেন; উহা বাষ্পে, বাষ্প মেঘে, মেঘ জলে, জল সমুদ্রাদিতে রূপান্তরিত হইতেছে। কেবল রূপান্তরের লীলা! কে কাহাকে সৃষ্টি করে, কে কাহাকে ধ্বংস করে? এই বিশ্বের বালুকণাও যদি আদ্যন্তবিহীন হয়, তবে কি কেবল মানবাত্মাই অমৃতত্ব হইতে বঞ্চিত? কখনও হইতে পারে না। যে নিয়ম দ্বারা তাবৎ বিশ্ব পরিচালিত, মানবাত্মা তাহার বহির্ভূত হইতে পারে না।

মনে কর—মানবাত্মার আদি আছে। মনে কর, একটি শিশুর জন্ম হইল, না একটি নূতন মানবাত্মা সৃষ্ট হইল। আমরা দেখি যে প্রত্যেক মানবাত্মাই এক একটি বিশেষ ভাবসম্পন্ন। আমরা শৈশবাবস্থাতেই শিশুদিগের বল, সাহস, জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, পরোপকারবৃত্তি প্রভৃতির অঙ্কুর দেখিতে পাই। এই সমুদয় আত্মা যদি সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, তাহারা ঈশ্বরের অনুগৃহীত। কিন্তু ঈশ্বর ইহাদিগের প্রতি কেন অনুগ্রহ করিবেন, তাহার কি কোন কারণ আছে? অকারণ তাঁহার অনুগ্রহ কেন হইবে? অপর দিকে দেখিতে পাই, কতকগুলি আত্মা মূর্খতা, নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, কদাচার ইত্যাদি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারা যদি সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহারা কি

ঈশ্বরের নিগৃহীত ? অকারণ ইহাদের প্রতি নিগ্রহের কারণ কি ? ঈশ্বর মানবাত্মার স্রষ্টা হইলে, তিনি পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হন। যদি ঈশ্বর মানবাত্মার স্রষ্টা হন, তাহা হইলে মানবের দায়িত্ব কোথায় ? পাপকারীরা বলিতে পারে, আমাদের অপরাধ কি ? ভগবান্ আমাদিগকে যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহাই হইয়াছি। ঈশ্বর মানবত্মার স্রষ্টা হইলে, তিনি মিথ্যাবাদী, পরদারাভিমর্ষণকারী, চোর, দস্যু প্রভৃতির স্রস্টা, সুতরাং মূলতঃ তাহাদের কুকার্য্যের প্রয়োগকর্ত্তা বা নিয়ন্তা হইয়া পড়েন। মানবাত্মা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের ফল যদি ভোগ না করে, কেবল ঈশ্বরেচ্ছায় যদি পাপকারী বা পুণ্যকারী হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে যথেচ্ছাচারী বলিতে হয়।

বহুবিধ জাতীর ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকেও অনুগ্রহ করিতেছেন, কাহাকেও নিগ্রহ করিতেছেন, কাহাকেও বিজয়ী করিতেছেন, কাহাকেও পরাজিত করিতেছেন ইত্যাদি ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। আদম কি অপরাধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য নাকি প্রত্যেক মানবাত্মা দায়ী, এবং তজ্জন্য যিশুখৃষ্ট আত্ম-বলিদান দিলেন এবং তাঁহাকে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মোক্ষ হইবে। এইরূপ সমুদায় শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিলে ঈশ্বর একের অপরাধে অপরকে দায়ী করেন, এবং একের পুণ্যে অপরের পাপ মাপ করেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ বিশ্বাস করিলে ঈশ্বর সৃষ্টির অগ্রে কি করিতেছিলেন ? কেহ বলেন যে, ঈশ্বর কেবল মঙ্গলময়, আর অমঙ্গলের বিধাতা সয়তান। সয়তান এবং

ঈশ্বরে আবহমানকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইলে বস্তুতঃ দুইটি ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে ভাল-মন্দের জন্য কোন মানবাত্মারই দায়িত্ব থাকে না। যাহা ভাল, তাহা ঈশ্বরের; যাহা মন্দ তাহা সয়তানের। প্রত্যেক মানবাত্মাকে মঙ্গলের ঈশ্বর ও অমঙ্গলের ঈশ্বর দ্বারা গঠিত স্বীকার করিতে হয়।

ফলকথা এই, বিশ্বের প্রশাসনে এক অসীমাত্মা ভূমার হস্ত ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তিনি "একেমেবাদ্বিতীয়ম্।" মানবাত্মা তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় এবং সনাতন নিয়মানুসারে—স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে।

"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি—সাধুকারী সাধুর্ভবতি—পাপকারী পাপো ভবতি—পুণ্যঃ পুণ্যেনঃ কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" (বৃহদারণ্যক শ্রুতি।—৪। ৪। ৫)

প্রত্যেক মানবাত্মাই প্রত্যেক পরমাণুর ন্যায় নিত্য, উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। প্রত্যেক মানবাত্মাই স্বীয় স্বীয় চরিত্রের নিয়ন্তা। তুমি রোগী, অপরাধ তোমার। সুস্থ থাকিবার যে নিয়ম, তাহা তুমি পালন কর নাই, তজ্জন্য তুমি দায়ী। তুমি মূর্খ তুমি জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা কর নাই, তাই তুমি মূর্খ। তুমি পুর্ব্বজন্মে যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফলসমষ্টিতে কতকগুলি গুণবিশিষ্ট হইয়া নব জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং ইহজন্মে প্রত্যহ তোমার পূর্ব্ব কার্য্যানুসারে ফল পাইয়া থাক এবং দেহাবসানেও পাইবে। আত্মহত্যা করিলেই যে মনে করিলে তোমার নিস্তার

আছে, তাহা নহে। মৃত্যু তোমার মৃত্যু সংঘটন করিতে পারে না। তুমি অনাদি ও অনন্ত।

মানবজীবন একটী সমর-ক্ষেত্র; তাই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমরক্ষেত্রেই—মানবজীবনের জন্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সমরক্ষেত্রে—সাধু এবং নির্ভীকের জয়, অসাধু ও ভীতের পরাজয়। তুমি নীচমনা হও, মনে জানিও, তুমি নিজেই—তোমার জন্য এই নীচাবাস প্রস্তুত করিয়াছ; তুমি যদি উচ্চমনা হও, মনে করিও, তুমি নিজেই তোমার জন্য এই মহদাবাস প্রস্তুত করিয়াছ।

জগতে অমঙ্গল কেন? জগতে অমঙ্গল না থাকিলে, মঙ্গল কোথা থাকিত? ব্যাধি না থাকিলে, স্বাস্থ্যের উপলব্ধি কোথায়? অজ্ঞান না থাকিলে, জ্ঞান কোথায়? যে সাহস, বল, বীর্য্য, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ জগতে সমস্বরে প্রসংশিত হইয়া থাকে, উহাদের দ্বন্দ্ব না থাকিলে, উহাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকিত? দুঃখ না থাকিলে, দয়ার স্থান কোথায়? অত্যাচার না থাকিলে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের দণ্ডায়মান হইবার সুযোগ কোথায়? দরিদ্রতা না থাকিলে, ধনোপার্জ্জনের প্রবৃত্তি কোথায়? আবার দেখ, অন্ধকারের নিজের অস্তিত্ব নাই, উহা আলোকের অভাব মাত্র। অভাব কিছু সৎ নহে। আলোক না থাকিলে অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকার না থাকিলে, কাহারও আলোকের জন্য প্রবৃত্তি হইত না। আলোক হইল, অন্ধকার আর নাই। অতএব আলোকের প্রতি প্রবৃত্তি চাই; কেননা, আলোকের অভাবে

অন্ধকার আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। পুণ্যের প্রতি প্রবৃত্তি চাই, কেননা, পুণ্যের অভাবে পাপ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। অন্ধকার বলিয়া স্বতন্ত্র একটা জিনিষ নাই; আমরা প্রদীপ জ্বালিয়া আলোক আনার ন্যায় অন্ধকার আনিতে পারি না। আলোক না থাকিলেই অন্ধকার হইল। মানবাত্মাকে গতির দিকে আকৃষ্ট রাখিতেই—অগতি। ভাবের দিকে আকৃষ্ট রাখিতেই—অভাব।

দরিদ্রতা বলিয়া কোন ভাব-পদার্থ নাই, উহা ঐশ্বর্য্যের অভাব। ঐ অভাব না থাকিলে, ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি হইত না।

আমরা কি পরের দোষে কষ্ট পাই না? তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি প্রবঞ্চনা করিয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলে; শিশু অগ্নিতে হাত দিল, হাত পুড়িয়া গেল। অমৃতজ্ঞানে যাহা খাইলাম, তাহা বিষ হইয়া আমাকে জর্জ্জরিত করিল। কুষ্ঠ-রোগীর সেবায় আমি কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইলাম। এ কি বিধান? আগুনে পুড়িবেই পুড়িবে। ঈশ্বর অগ্নির দাহিকা শক্তি ধ্বংস করিয়া কায্য-কারণের বিচ্ছেদ ঘটাইলে, জগতে জ্ঞান সতর্কতাদির দিকে কাহার লক্ষ্য হইত? অজ্ঞ শিশু আগুনে পড়িলে পোড়ে না, জানিলে, কয়জন মাতা শিশুর অগ্নি-স্পর্শ সম্বন্ধে সতর্ক হইতেন? কিন্তু একজন শিশুর অনিষ্ট হইতে সমস্ত পল্লী সাবধান হইয়া গেল। নিয়ম যাহা, তাহা চিরকালই থাকিবে, তাহার বিপর্য্যয় হইতে পারে না। তোমার আমার কর্ত্তব্য, সেই নিয়মগুলি অবগত হইয়া এবং তদনুসারে কার্য্য করা। কুষ্ঠরোগীর

সেবায় যে সাধুর কুষ্ঠরোগ হইল, তাহার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু ঐ সাধু স্বয়ং তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন। তিনি জানেন যে, তাঁহার শরীর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল। আর যদি তিনি তাহাতে দুঃখিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, কতকগুলি রোগবীজ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে এবং তদনুসারে তাঁহার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তাঁহার রোগ তাঁহার অজ্ঞান বা অসাবধানতার ফল মাত্র। অজ্ঞানের ফল কেহ ভোগ করিবে না, বিধাতার এই নিয়ম হইলে, জ্ঞানার্জ্জনের প্রবৃত্তি কোথায় থাকিত? সুতরাং যাহাকে আমরা অমঙ্গল বলি, সে এক হিসাবে আমাদের মঙ্গলের জন্য। মঙ্গলের মঙ্গলত্ব ও বৃদ্ধি হেতুই অমঙ্গল। বিপদ মঙ্গলজনক। কেননা উহাতে আমাদের সাহসের বৃদ্ধি হয়; সতর্কতার শিক্ষা হয়। দরিদ্রতা মঙ্গলজনক, কেন না উহা আমাদিগের আলস্য পরিত্যাগ করায়। অমঙ্গল আমাদিগের ঔষধ। ঔষধ খেতে হয়ত নিতান্ত কটু-তিক্ত এবং দুর্গন্ধময়, কিন্তু উহাতে স্বাস্থ্য আনয়ন করে। অমঙ্গলও তদ্রূপ আমাদিগকে মঙ্গল আনয়ন করিয়া দেয়। বিশ্বের সনাতন নিয়মানুসারে যে কার্য্যের ফল যাহা, তাহা হইবেই। অজ্ঞানের ফল ভোগ করিয়া আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করি। আগুনে পুড়িয়াই আমরা আগুন হইতে অব্যাহতি পাই।

এই বিশ্বে খামখেয়ালি ভাবে কিছুই হয় না। অমুক ভাগ্যবান্, অমুক হতভাগ্য, আমরা এইরূপ অনেক কথা শুনি। কিন্তু

মানবের ভাগ্য মানবের আয়ত্তাধীন। প্রত্যেকেই কার্য্যানুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং কাহারও কোন অবস্থায় হতাশ বা বিষণ্ণ হইবার ন্যায্য কারণ নাই। অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য কর্ম্মফল ভোগে দুঃখিত হওয়াই বরং দুঃখের বিষয়।

প্রত্যেক মানবই অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত জীবনে অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। তিনি কখনও ধনী, কখনও দরিদ্র, কখনও রাজা, কখনও প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কখনও জলমগ্ন, কখনও অগ্নিদগ্ধ, কখনও ব্যাধিগ্রস্ত, কখনও কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। তিনি শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে এবং বার্দ্ধক্যে মরিয়াছেন; হিংসা-বিশ্বাসঘাতকাদি দ্বারাও তিনি লাঞ্ছিত হইয়াছেন; বজ্রপাত, জলপ্লাবন, ভূমিকম্পের হস্ত হইতেও ত্রাণ পান নাই। তিনি কোনও জীবনে অসভ্য সমাজে, কোন জীবনে সুসভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ প্রভৃতি অনেক দেশই তিনি দেখিয়াছেন। অরণ্য এবং জনাকীর্ণ নগর, উভয়ই তাঁহার আবাসস্থান হইয়াছে। তিনি ক্রীতদাস এবং দাসাধিপতি, দুই-ই হইয়াছেন। তিনি গৃহীও বটে, সন্ন্যাসীও বটে। পাপী-পুণ্যবান্, সুখী-দুঃখী, জেতা-জিত, হত-হন্তা, জ্ঞানী-অজ্ঞানী ইত্যাদি সকলই হইয়াছেন। জন্ম-জন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অধিকার করিয়াছেন।

যাহাকে আমরা দুঃখ বলি, তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। উহা অনন্ত জীবনের সহস্র সহস্র অবস্থার মধ্যে অবস্থা-

স্তর মাত্র। দুঃখ অনেক সময় সুখ হইতে কি ভাল নয়? পরোপ-পকারে যে দুঃখ হয়, সে কি পরোপকারলব্ধ সুখ হইতে ভাল নয়? দুঃখে মানুষ বলীয়ান্ হয়, তাহার হৃদয় প্রশস্ত হয়, কিন্তু সুখে মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, হৃদয় সঙ্কুচিত করে। দুঃখে মানুষকে শ্রমশীল করে, কর্ম্মঠ করে, পরের দুঃখ মোচনের প্রবৃত্ত দেয়; সুখে মানুষকে অলস এবং স্বার্থপর করে। রাজার ঘরের ছেলে চেয়ে দরিদ্রের শিশু সহস্র গুণে কি ভাগ্যবান্ নহে।

এই বিশ্বের এই নিয়ম যে, তোমাকে সহস্র সহস্র বাধা-বিঘ্ন আপদ-বিপদের মধ্য দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এমন কোন্ বীর আছে যে তিনি রণক্ষেত্রে বিপদের কামনা না করেন? বিপদ না থাকিলে বীরত্বের পরিচয়ের সম্ভাবনা কোথায়? মানবজীবনও তদ্রূপ। দুঃখ-ক্লেশ, অতিবৃষ্টি-অনা-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণা, আধি-ব্যাধি, রোগ-শোক, মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি দ্বারা তিনি পরীক্ষিত হইয়া—অগ্নি-দগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন। মানুষ, মানুষ হইতে গেলে, সহস্র সহস্র বিপদ অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়। আজ যে তোমার প্রভু তোমাকে বিনা অপরাধে-বেত্রাঘাত করিয়াছে, উহার কারণ কি তাহা জান? উহার কারণ যে, তুমি কখনও কাহারও প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিবে না। ইহা তোমার শিক্ষারই জন্য।

মানবজীবনের দুঃখ দূরীভূত করিবার দুইটি উপায় দৃষ্ট হয়।

উহার একটি উপায়—দুঃখকে অনঙ্গীকার করা, আর একটি দুঃখকে জয় করা। ইহা বুঝিতে গেলে আমাদের সর্ব্বপ্রথমে ইহা বুঝা চাই যে, মানুষও যেরূপ আদ্যান্তবিহীন, বিশ্বের অবং পদার্থও ঐরূপ। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, প্রত্যেক সজীব পদার্থের আত্মা আছে। একটি কীটের আত্মা আমার আত্মা হইতে যতটুকু নিম্নে, আমার আত্মাও মহাপুরুষদিগের আত্মা হইতে তত নিম্নে। যত নিম্ন দিকে চাই, ততই আমরা দেখিতে পাই দুঃখ কম। একটি পশুর ভাল-মন্দ বিচার নাই; শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাজ্যশাসন মান, অপমান ইত্যাদি লইয়া তাহাদের কোন আন্দোলন নাই। তাহার পাপ-পুণ্যের কোন জ্ঞান নাই, ভবিষ্যতের জন্য তাহার কোন চিন্তা নাই। আহার-বিহার এই দুইটি জিনিষ লইয়া তাহাদের জীবন। পশ্বাদির নিম্নের জীবনে দুঃখ আরও কম। বৃক্ষ-লতাদির জীবন অনন্ত শান্তিময় বলা যাইতে পারে। তাহাদের কিছু করিতে হয় না, কোন ভাবনাও নাই। বৃক্ষাদির ন্যায় তুমিও বাহ্য-শান্তি লাভ করিতে পার, বাহ্য-দুঃখ অনঙ্গীকার করিতে পার, কিন্তু তাহা হইলে তোমার নিম্নে যাইতে হইবে। এতদূর নিম্নে যাইতে অনেক জীবন লাগে, কিন্তু যাওয়া যায়। আমরা প্রত্যহ মনুষ্যদেহে পশ্বাদির আত্মা প্রত্যক্ষ করি। জন্ম-জন্মান্তরে ঐরূপ ভাবে অবরোহণ করিতে করিতে আমাদের আত্মা পশ্বাদির দেহ অবলম্বন করে। নিম্নগামী আত্মার পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধগামী হইবার অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হয়, প্রত্যেক পদস্খলনে সে বুঝিতে পারে

যে নিম্নে যাইতেছে। সে বুঝিতে পারে যে, তাহার ধর্ম্মের দিকে প্রবৃত্তি কম হইয়া অধর্ম্মের দিকে প্রবৃত্তি অধিক হইতেছে। ইহা বুঝিয়াও যদি সে নিম্ন দিকেই ধাবমান হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর কে উদ্ধার করে? তুমি সুখ চাও, ঐ যে হৃষ্ট-পুষ্ট ষণ্ডটি দেখিতেছ, দেখ দেখি, ও কেমন সুখী! ঐ যে সুন্দরী ললনার ক্রোড়ে সারমেয় দেখিতেছ, দেখ দেখি ও কেমন সুখী! ঐরূপ দেহ অবলম্বন করিয়া কি তুমি সুখী হইতে চাও? তুমি যদি কেবল ঐরূপ সুখই চাও তাহা হইলে তোমার পশু-জীবন কামনা করিয়া পশুচিত কার্য্য করিতে হয়। খল সর্পের ন্যায় ক্রূর হইলে, তুমি সর্পজীবন লাভ করিতে পার। একেবারে নিষ্ক্রিয় হইতে ইচ্ছা করিলে, ফল-ফুল-সুশোভিত তরু লতায় রূপান্তরিত হইতে পারে। সুতরাং দুঃখ অঙ্গীকার ইচ্ছা না থাকিলে, তোমার নিম্ন দিকে যাইতে হইবে। যে যত বড় তাহার তত অধিক দুঃখ। মানবাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহার দুঃখও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বড় হইতে হইলে, দুঃখকে জয় করিতে হইবে। তুমি যদি মৃত্যুকে ভয় না কর, তাহা হইলে তুমি উহাকে জয় করিয়াছ। মৃত্যু কি? মৃত্যু পরিবর্ত্তন ব্যতীত কিছুই নহে এবং ঐ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। ভয় করিলেও উহার হস্ত হইতে ত্রাণ নাই, এই জ্ঞান জন্মিলেই আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। মৃত্যুতে অমঙ্গল কোথায়? মৃত্যুর ভয়ই মৃত্যুতে একমাত্র অমঙ্গল। আমরা প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকবিহ্বল হই, কিন্তু আমরা যদি জানি যে,

মৃত্যু মৃত্যু নহে, তাহা হইলে আর আমরা দুঃখে অভিভূত হইনা। যাহাতে দুঃখ না আসে, তাহা করা যাইতে পারে; আসিলে, উহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। যে স্থলে প্রতিবিধান করা না যায়, সে স্থলে উহা অনিবার্য্য, এই জ্ঞানে বীরের ন্যায় উহা সহ্য করা যাইতে পারে, এবং ইহাও নিশ্চয় যে, উহার অবসানও অনিবার্য্য। মানবজীবনের বীরত্বে অধিকারী হইবার জন্য সেকন্দর সাহ বা নেপোলিয়ান্ হইবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেক মানবই তাহার কুটিরে বসিয়া বীরত্বের অধিকারী হইতে পারে।

মানুষ যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। যে যেরূপ হইতে চায় সে সেইরূপ হইতে পারে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" তুমি একবারে জড়ের ন্যায় শান্তি চাও, উহা পাইতে পার; কিন্তু তোমার নিম্নের দিকে যাইতে হইবে। আবার তুমি ঊর্দ্ধগামী হইতে চাহিলে, নিশ্চয়ই উঠিতে পারিবে। নিম্ন দিকে যেরূপ সীমা নাই, অর্থাৎ যেরূপ অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিম্নদিকে যাইতে পার; তদ্রূপ ঊর্দ্ধদিকেও সীমা নাই, অনন্তকাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে পার। নিম্নদিকে যাওয়া সহজ, হাত-পা ছাড়িয়া দিলেই নিম্নে যাওয়া যায়। ঊর্দ্ধদিকে যাওয়া সহজ নহে। "দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" যে সমুদায় তত্ত্বদর্শী মহর্ষি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, ঐ পথ বড়ই দুর্গম। পথ দুর্গম বটে, কিন্তু যত উঠ, ততই আনন্দ। "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?" অতএব "উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্

নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্‌পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" অসীম বিশ্বের মাঝে—মনে হয়, মানব একটি ক্ষুদ্র জীব, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মানবের শক্তি অসীম। তুমি যতই দরিদ্র হওনা কেন, ইচ্ছা করিলেই তুমি পূর্ণ মনুষ্যত্ব অধিকার করিতে পার। এমন কোন ঐশ্বর্য্য নাই, যাহা তোমার আয়ত্তাধীন হইতে পারে না। এই বিশ্ব তোমার জন্য, তুমি ইহার স্বত্বাধিকারী, ইহাই তোমার সিংহাসন; তুমি ইহার রাজা। এই বিশ্বে এমন কোন্ রহস্য আছে, যাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য? এমন কোন বাধা আছে, যাহা মানব পরাজয় করিতে অক্ষম? হে মানব! তুমি এই বিশ্বে অজেয়।

ঐ যে বড় বড় নদী, সরোবর, সমুদ্র, পর্ব্বত, প্রান্তর, বন দেখিতেছ, উহাদের কি কোন শক্তি আছে? উহারা মানবের পদতলে লুণ্ঠিত রহিয়াছে। মানব উহাদের জেতা। মানব বুদ্ধি-বলে, আকাশের তারার—কেবল গণনা নয়, তাহাদের আকার-প্রকার গতি আদি পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারে। ঐ যে অনাবৃত কৃষক-বালক রাস্তার ধুলায় খেলা করিয়াছে, ও জড় হিমালয় অপেক্ষাও বড়।

আপনাকে নগণ্য জ্ঞান করিয়া মানবের ম্রিয়মাণ হইবার যুক্তি কোথায়? কাশী বা রোম, বেবিলন্ বা কাথেজ্ ত সেদিনকার মানবের শক্তি- সম্ভূত; কিন্তু মানব ত অনন্তকালের। বেদ বল, বাইবেল বল,কোরাণ বল,তাহারা ত মানবের শক্তিরই পরিচয় দেয়, মানবাত্মার উন্নতি অবনতি মানবাত্মারই কর্তৃত্বাধীন। তাঁহার

ভাগ্য তাঁহার নিজেরি হস্তে। তিনি নিজেই তাঁহার প্রভু। তিনি স্বরাট্। উন্নতমনার রাজ্য দিগন্ত বিস্তৃত। যতদূর চিন্তা ও প্রেম পৌঁছিতে পারে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য। নীচমনার রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, সার্দ্ধ তিন হস্ত দেহের বাহিরে আর তাহার কোন রাজত্ব নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহার অধিকার বিস্তৃত করিতে পারেন। যদি তিনি রাজ্যচ্যুত হয়েন, সে তাঁহারই দোষে। জগতে আত্মা ভিন্ন আত্মার শত্রু নাই। "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"। তুমি একে ওকে শত্রু মনে কর কেন? তুমি নিজেই তোমার শত্রু, তোমার আর কোন শত্রু নাই। চোর তোমার দ্রব্য চুরি করিল, তুমি মনে করিলে, তুমি হারিলে, চোর জিতিল; বস্তুতঃ তাহা নহে। চোর তদ্দারা তাহার নিজের যাহা চুরি করিল, তাহা টাকায় পাওয়া যায় না। অর্থ আজ আছে, কাল নাই; কিন্তু চোরের আত্মার যে সদ্‌গুণ অপহৃত হইল, তাহা প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। প্রভুর নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে তোমার শরীর জর্জ্জরিত কিন্তু তোমার শরীরের বেদনা ক্ষণস্থায়ী; প্রভুর যে আত্মা ক্ষতঃ-বিক্ষত হইল উহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে অনেক দিন লাগিবে। তোমার একমাত্র শত্রু অজ্ঞান—অবিদ্যা। জ্ঞানই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। যে জ্ঞানে মৃত্যুর মৃত্যুত্ব থাকে না, ভয়ের ভয়ত্ব থাকে না, সেই জ্ঞান তোমার অধিকার করা চাই। যদি মনে কর যে খৃষ্ট, বুদ্ধ প্রভৃতি তোমাকে ত্রাণ দিবেন, সে তোমার ভ্রম, তুমি নিজেই তোমার ত্রাণকর্ত্তা; আর কেহ

তোমাকে ত্রাণ দিতে পারে না। "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" ইহা নিশ্চয় জানিও যে তোমার রাজ্য তোমার অভ্যন্তরে—তোমার বাহিরে নহে। অভ্যন্তরে রাজ্য রক্ষার জন্য গোরা পল্‌টন্ চাই না; শত্রুতা—বিশ্বাসঘাতকতার কোন ভয় নাই। তোমার চিরকাল যুদ্ধ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তোমার শত্রু সব ভিতরে; বাহিরে তোমার কোন শত্রু নাই। তুমিই তোমার স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। তুমিই স্বর্গ সৃষ্টি কর, তুমিই নরক সৃষ্টিকর। স্বর্গনরক কবি-কল্পনা নয়, উহারা তোমার ভিতরে উহারা তোমার সৃষ্ট। তুমি ইচ্ছা করিলে চিরকাল সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ রাখিতে পার! আবার ইচ্ছা করিলে, প্রাত্যহিক নরকভোগও সম্ভাবিত। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, তোমার ভিতর নরক কতটুকু স্থান বা স্বর্গ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বর্গের সীমা বৃদ্ধিকর; নরক ক্রমে ছোট হইয়া যাইবে। তোমার পাপের ফলই তোমার নরক, তোমার পুণ্যের ফলই তোমার স্বর্গ। নাস্তিক বলে, পিতা-মাতার শরীর লইয়া সন্তানের জন্ম; তাঁহাদের প্রকৃতিই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু যাহাকে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া বলি, উহাই যদি আত্মার প্রথম জন্ম হইত তবে সে কথা খাটিত। তোমার পাপ্ পুণ্যের জন্য তোমার পিতা-মাতা দায়ী হইলেন, তাঁহাদের পিতা-মাতা সুতরাং তাঁহাদের পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী। এইরূপে কোন আত্মারই নিজের দায়িত্ব থাকিল না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা অজ এবং প্রত্যেক আত্মা যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ

লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একদেহ পরিত্যাগ করিয়া, আত্মা অন্য সমগুণাক্রান্ত আত্মা দ্বারা আকৃষ্ট হয়; যে চৌর আজীবন চৌর্য্যে যাহার আসক্তি, দেহাবসান হইলে, তাহার আত্মার চৌর্য্যাসক্তি হেতু ঐ চৌর্য্য-সামীপ্যেচ্ছাই বলবতী হওয়ায়, আত্মা চৌর-গৃহেই জন্ম-গ্রহণ করিবে। কিন্তু তৎপরে প্রতিপদে তাহার চৌর্য্য-পরিত্যাগের উপায় উপস্থিত হয়; অথচ তাহা সত্বেও যদি সে চৌর্য্য-ব্যাপারে নিয়ত থাকে, তাহা হইলে সে নিম্ন দিকেই যাইবে এবং ক্রমে হয়ত দস্যু-গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে। সাধুর ঘরে সাধারণতঃ সাধুই জন্ম-গ্রহণ করে, অসাধুর ঘরেই অসাধু। কিন্তু অসাধুও ইহজীবনে পুনর্ব্বার সাধুত্ব লাভ করিতে পারে; একটি সাধুও কর্ম্মদোষে অসাধু হইতে পারে।

এই আত্মা শরীরাতিরিক্ত পদার্থ। শরীর ইহার বাসস্থান মাত্র। আত্মা তাহার নিজ গুণোপযোগী শরীর গ্রহণ করে। কিন্তু এ বিষয়টা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা এই বিশ্বে সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন দেখি। কিন্তু সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনই একটি অনন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত। এখন দিন আছে, একটু পরেই রাত্রি হইল; এখনও জাগ্রত আছি, একটু পরেই নিদ্রিত হইব; এখন শীত, কিছু দিন পরেই গ্রীষ্ম আসিবে। এখন বেঁচে আছি, দুই দিন পরেই মরিব। আর দেখ, শ্রমের পরেই বিশ্রাম; দুঃখের পরই সুখ; যুদ্ধের পরই শান্তি। আবার দেখ, ঐ যে শুয়ো পোকা বা গুটি পোকা মাটিতে বেড়াইতেছে, উহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক্ উহা দেখিলেই তোমার মনে হয়ত

একটা ঘৃণার ভাব আসে; কিন্তু ঐ পোকা কোন বৃক্ষ আশ্রয় করিল, উহার শরীরের পরিত্যক্ত নির্য্যাস দ্বারা নিজেকে রুদ্ধ করিল, কিছু দিন পরে একটি সুন্দর প্রজাপতি হইয়া বাহির হইল! তখন তুমি হয়ত উহাকে ধরিবার জন্য লালায়িত! শিশুরা প্রজাপতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াই উহাকে ধরিতে ধাবিত হয়। প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মে গুটিপোকা ছিল, গুটি পোকাই প-জন্মে প্রজাপতি হইল। যে কখনও গুটি পোকা দেখে নাই, যে তাহাকে ক্রমশঃ স্বশরীরের নির্য্যাস দ্বারা গুটি প্রস্তুত করিতে দেখে নাই, এবং তৎপরে ঐ গুটি হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইতেও দেখে নাই তাহাকে প্রজাপতি এবং গুটিপোকা যে এক তাহা বিশ্বাস করান কঠিন। কিন্তু এই ব্যাপারটি দেখিতে দেখিতে অনেকে এই রূপান্তরের বিষয় অবগত আছেন। প্রজা-পতির ভিতরেও যে আত্মা, ঐ পোকার ভিতরেও সেই আত্মা। একই আত্মার দুইরূপ দেহ অবলম্বন করা—প্রত্যক্ষ করা গেল।

শরীর আত্মার আশ্রয়স্থান; কিন্তু শরীরের মধ্য দিয়াই আত্মার গুণ ফুটিয়া বাহির হয়। তোমার শরীরটি বেশ, তুমি দেখিতে বেশ সুন্দর; কিন্তু তুমি যদি 'বদ্‌মায়েস্' হও, তোমার ঐ সুন্দর চেহারার মধ্য দিয়াও তোমার 'বদ্‌মায়েসি' ফুটিয়া বাহির হইবে। তুমি কদাকার, কিন্তু তুমি যদি পুণ্যবান হও, তোমার আত্মার জ্যোতি তোমার কদাকার দেহকেও জ্যোতিষ্মান্ করিবে। আমরা সুন্দর দেহের মধ্যে এই সংসারে মিথ্যা কপটতা প্রভৃতি

লুক্কায়িত রাখিয়া—অজ্ঞ লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। কিন্তু মৃত্যু অন্তে—আমাদের দেবাবসানের পরে আমাদের আত্মা ঢাকার কোন আবরণ থাকে না। আবরণটা পড়িয়া গেলে, তখন প্রত্যেক আত্মাই তাঁহার স্বীয় স্বীয় রূপে দৃষ্ট হন। শরীররূপ আবরণ চলিয়া গেলে, দেখা যায় যে, কোন মানবাত্মা হয়ত ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়াছে। এই আত্মা পূর্ব্বজন্মে ব্যাঘ্রের ন্যায়ই কার্য্য করিতে করিতে সে ব্যাঘ্রাত্মা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু মানবদেহে থাকার জন্যই সে মনুষ্য সমাজে বাস করিতে পারিত। মানবদেহাবসান হইলে, সে দেখিল যে, সে ব্যাঘ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাঘ্রাত্মা মানুষের ঘরে জন্ম লইয়া কি সুখ পাবে? সে তাহার সমজাতীয় আত্মার সান্নিধ্য চায় এবং সুতরাং ব্যাঘ্রী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই তাহাকে সুন্দরবনে ব্যাঘ্র পিতা-মাতায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। কেহ যেন মনে না করেন যে, এ কেবল কল্পনা। প্রত্যেকেই যেন নিজে নিজে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখেন—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের আত্মা হয় ঊর্দ্ধগামী—না হয় নিম্নগামী হইতেছে। এখনই যদি তোমার শরীররূপ আবরণ ফেলিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তোমার ভিতরের জিনিষ সব বাহির হইয়া পড়িবে। শরীরটাকে আত্মার মুখস্ বলা যাইতে পারে। মুখস পরিয়া সাহেব বিবিরা নাচে, সে সময় কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না; মুখস্ খুলিয়া ফেলিলে বড়ই লজ্জা হয়। ‘অমুক ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহার কাছে

এই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি!' আমরা সকলেই এখন মুখোস পরিয়া, আছি, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছিনা। কোন কোন সময় হয়ত মুখসের ভিতর দিয়া মানুষটাকে 'চেন চেন' করিতেছি, কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। মুখোস প'রে অনেক কুৎসিতা বিবি সুন্দরী সেজেছেন। অনেক যথার্থ সুন্দরী হয়ত কদাকার মুখোস প'রে কুৎসিতা দেখাইতেছেন; আমরাও তদ্রূপ—দেহরূপ মুখস্ বা খোলস্ দ্বারা আমাদের স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিয়াছি। যতক্ষণ মুখোস থাকে, ততক্ষণ প্রতারণা করা যায়, মুখোস পড়ে গেলে, স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে; তখন আর কেহ কাহাকেও প্রতারণা করিতে পারে না।

মৃত্যুই আত্মার মুখোস খসাইয়া দেয়। যেই মুখোস পড়ে গেল, তখনই কে ভাল কে মন্দ, ধরা পড়ে গেল। এখানে হয়ত যাহার বিকলাঙ্গ দেখিয়া তাহা হইতে দূরে যাইতেছি, সেখানে তাহার বিকলাঙ্গ-মুখোস পড়িয়া গিয়াছে, দেখি যে—উহার স্থলে লাবণ্যময়—জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। এখানে হয়ত যাহাকে অসাধু বলিয়া চিরকাল নিন্দা করিয়া আসিয়াছি, হয়ত দেখিব—তিনিই যথার্থ সাধু। আবার হয়ত যে ভণ্ডকে সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া আসিয়াছি, নানাবিধ পাপে তাহার আত্মা কলঙ্কিত; ঢাকিবার যো নাই; খোলস্ পড়িয়া গিয়াছে! এখানে যে অপরাধী বলিয়া হয়ত কারাগারে গেল, সেখানে গিয়া দেখিব সে নির্দ্দোষ—এবং যথার্থ দোষী তাহার নিজ অপরাধের কলঙ্ক দ্বারা ঘোষণা করিতেছে, 'উনি নির্দ্দোষ—আমিই দোষী।' এখানে

আমরা মনের পাপ ঢেকে রাখি। মনে মনে কত স্ত্রীর সতীত্ব হরণ করি, কত লোকের ধন অপহরণ করি, কত লোক হত্যা করি, এসব কেহ জানিতে পারে না; কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যের ন্যায় আমাদের প্রত্যেক চিন্তার দ্বারাও আত্মা উন্নত বা অবনত হয়। কেহ যেন মনে না করেন যে, অন্তরে বা বাহিরে কোন প্রকার অন্যায় করিয়া কেহ সারিয়া যাইতে পারিবেন। দেহাবসানেও আমাদের যথাযথ পরীক্ষা হইয়া আবার তদনুযায়ী নূতন দেহ ধারণ করিতে হইবে।

আত্মা দেহাবসানে কি ভাবে থাকে? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে একটু চিন্তা কর। গাছে একটা আম দেখিতেছ, দেখ্‌ছ কি? একটা বহিরাবরণ—ত্বক্ বা ছাল। সর্ব্বপ্রথমে ঐ ছালই আমের দেহ। উহা ক্রমে বড় হইল। উহার ভিতর শাস হইল, আঠি হইল, আম পাকিল। তুমি আম পেড়ে, ছাল ফেলে দিলে, শাসটুকু খেলে। আঠিটি মাটিতে পুতিলে। তার পর ঐ আঠি ভেদ করিয়া একটি অঙ্কুর বাহির হইল। এখন তুমি যে আমটি খেয়েছিলে, সে আমটি এই দুই পরিবর্ত্তনেও কি জীবিত আছে—না মরিয়া গেছে? আম খাইয়া ফেলিলেই আম মরিল না, ও উহার আঠিতে জীবিত রহিল। তারপর আম গাছ হইল। এ সময় আঠিটি পচিয়া গিয়াছে। যে আম খেলে, সে মলো না, সে ঐ বৃক্ষেই জীবিত আছে। একটা নারিকেলের ভিতরে আমরা প্রথমে খোসা তারপর মালা, তারপর জল, তারপর নেওয়া, তারপর শক্ত

নারিকেল, তারপর ফোঁপল ইত্যাদি বহু পরিবর্ত্তন দেখি; তার-পর আবার তাহা হইতেই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া নূতন নারিকেল গাছ হইয়া—বহিরুপকরণ লইয়া সে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়। আত্মা কি শরীর ছাড়া কথনও থাকে? আমের বা নারিকেলের আত্মা কি কথনও আম বা নারিকেলের দেহাংশ ছাড়া বর্ত্তমান রহিয়াছে? মানুষেরই বা তাহা কেন হইবে? মানুষের যে শরীর আমরা সাধারণতঃ দেখি, উহা স্থূলদেহ, ঐ স্থূলদেহের ভিতর সূক্ষ্মদেহ আছে। আত্মার নূতন জন্ম ঐ সূক্ষ্মদেহ লইয়া। ঐ সূক্ষ্মদেহই নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নূতন স্থূলদেহ গঠন করে। যতক্ষণ স্থূলদেহের সহিত আত্মা সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ আত্মাকে শরীরের ভরণ-পোষণ করিতে হয়, এবং শরীরের উপাধি দ্বারা তাহার স্বাধীনতার সঙ্কোচ হয়। কিন্তু স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মদেহযুক্ত আত্মার আর স্থূল-দেহোচিত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতে হয় না। মুক্তাত্মারা—মৃত্যুর পর জীবনের অবস্থা কি, তাহা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, আত্মা নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই নূতন দেহ ধারণ করে, এবং উহা নিমিষের মধ্যেই হইয়া থাকে। যাঁহাদের আত্মা উন্নত হইয়াছে, যাঁহারা বাসনা ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইহসংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তবে যদি জগতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে হয়, তখন তাঁহারাও জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু যতক্ষণ বাসনার ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। আত্মা-জগতে যাঁহারা সুখ পান না, তাঁহাদের পুনর্ব্বার এই

স্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্থূল দেহ ধারণ করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আসা-যাওয়া করিতে করিতে আত্মার জ্ঞান পরিপক্ক হইলে, ইহসংসারে আর আসিতে হয় না।

একের সহিত এক যোগ দিলে দুই হয়, এটি চির সত্য। ভূতে সত্য, বর্ত্তমানে সত্য, ভবিষ্যতেও—অর্থাৎ সর্ব্বকালেই এটি সত্য। এস্থানে, ওস্থানে, সর্ব্বস্থানে—এটি সত্য। দেশ বা কালের দ্বারা এ সত্যের বাধা জন্মে না। এইক্ষণ দেখ যে, এই সত্যটি খণ্ডন করার অধিকার কাহারও আছে কি না। যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলা যায়, তিনিই কি এই সত্যের বাধা জন্মাইতে পারেন বা জন্মাইয়া থাকেন? ঈশ্বর কি সত্যকে মিথ্যা করিতে পারেন বা করেন? যে শক্তির উপর এই বিশ্ব নিহিত, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কি সেই শক্তি ধ্বংস করিতে পারেন বা করেন? পরে কি বলে, কোন্ শাস্ত্রে কি বলে, তাহা ভুলিয়া যাও, নিজের বিবেক পরিচালনা কর; তাহা হইলেই এই সকল প্রশ্নের উত্তর স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হইবে। তুমি আছ, এই বিশ্ব আছে, ইহার ধ্বংস করিবার শক্তি কা'র আছে? ধ্বংস নাই, আছে কেবল রূপান্তর।

আমরা যখন কোন ভাল কার্য্য করি বা মন্দ কার্য্য করি, তখন কি আমরা বলি যে, ঈশ্বর উহা করিয়াছেন? তুমি ঠিক্ দিতে ভুলিলে ও ভুলটা কি ঈশ্বরের না তোমার? তুমি রাত্রিতে চুরি করিলে, ঐ কার্য্য ঈশ্বরের না তোমার? আবার তুমি পরের জন্য

জীবন দিলে, ঐ কার্য্য ঈশ্বরের না তোমার ? তুমি যদি শারীরিক মঙ্গল চাও, তাহা হইলে তোমার ব্যায়াম করিতে হয়, পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হয়, আহার-বিহার সংযত করিতে হয়। যদি জ্ঞানী হইতে চাও, জ্ঞান উপার্জ্জনে যে সমুদায় উপায় আছে, তাহা তোমার অবলম্বন করিতে হয়। এই জীবনে যাহা তোমার প্রয়োজন—ধন, ধান্য, গো, অশ্ব, রথ, বসন, ভূষণ ইত্যাদি সকল প্রয়োজনের জন্যই তোমার নিজের পুরুষকারের প্রয়োজন। ধান্য উৎপন্ন করিতে ধান্য-বীজ বপন করিতে হইবে। উহা বপন না করিলে, তুমি পণ্ডিতই হও,বীরই হও, যোগীই হও, আর ভক্তই হও, কিছুতেই ধান্য হইবে না। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে কার্য্য-কারণের নিত্য সম্বন্ধ। কার্য্য-কারণের এই সত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই তুমি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে। তবে কি ঈশ্বর একটি নিয়ম মাত্র ? নিয়ম থাকিলেই নিয়ন্তা আসিয়া পড়ে ; তাহা হইলে তিনি নিয়ন্তা। এই বিশ্ব তাঁহার শরীর,এই বিশ্ব জড় ও জড়শক্তি এবং মানবাত্মা,পশ্বাত্মা প্রভৃতি সমুদয় আত্মাই তাঁহার শরীর স্বরূপ। তিনি সকলের মধ্যে থাকিয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁহার নিয়মে বিশ্ব একটি সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। এই বিশ্বের বিরাট্ দেহ তাঁহার। তিনি "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ তিনি অনন্ত শির বা অবয়বযুক্ত, অনন্ত চক্ষু বা জ্ঞানেন্দ্রিয়-যুক্ত অনন্তপাদ বা কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত বিরাট্ পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হইয়াছেন।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩ ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাঽপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ ॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥৫॥ যোঽন্তরীক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরীক্ষাদন্তরো যমন্তরীক্ষং ন বেদ যস্যান্তরীক্ষং শরীরং যোঽন্তরীক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬ ॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥ যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮ ॥ য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাঽদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯ ॥ যো দিক্ষু তিষ্ঠন্দিগ্ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০ ॥ যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১১॥ য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২ ॥ যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃশরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৩॥ যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো

যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবত মথাধিভূতম্॥ ১৪ ॥ যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৫ ॥ যঃ প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৬ ॥ যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্ন বেদ যস্য বাক্শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥ যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮ ॥ যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯ ॥ যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০ ॥ যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ন বেদ যস্য ত্বক্শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১ ॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥২২॥ যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তং

ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥ ২৩ ॥ ইতি বৃহদারণ্যকোপ-নিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্থ সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৭ ॥

উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্তর্যামীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

যিনি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী ; অর্থাথ যিনি সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

(অন্তরঃ—অভ্যন্তরঃ যময়তি—নিয়ময়তি, স্বব্যাপারে। তে—তব, সর্ব্বভূতানাং উপলক্ষণার্থম্।)

যিনি জলে বাস করিতেছেন, যিনি জলের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জল যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জল যাঁহার শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনি অমৃত ৪।

যিনি অগ্নিতে বাস করিতেছেন, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অগ্নি যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অগ্নি যাঁহার শরীর যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৫।

যিনি অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্তরীক্ষ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্তরীক্ষ

যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৬।

যিনি বায়ুতে বাস করিতেছেন, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বায়ু যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৭।

যিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন, যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন; স্বর্গ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, স্বর্গ যাঁহার শরীর, যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বর্গকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৮।

যিনি আদিত্যে বাস করিতেছেন, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আদিত্য যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৯।

যিনি দিক্‌সমূহে বাস করিতেছেন, যিনি দিক্‌সমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, দিক্‌সমূহ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর, যিনি দিক্‌সমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১০।

যিনি চন্দ্রে ও নক্ষত্রসমূহে বাস করিতেছেন, যিনি চন্দ্র ও

নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ যাঁহার শরীর, যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১১।

যিনি আকাশে বাস করিতেছে, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আকাশ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আকাশ যাঁহার শরীর, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১২।

যিনি অন্ধকারে বাস করিতেছেন. যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্ধকার যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্ধকার যাঁহার শরীর, যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্ধকারকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৩।

যিনি তেজে বাস করিতেছেন, যিনি তেজের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তেজ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, তেজ যাঁহার শরীর, যিনি তেজের অভ্যন্তরে থাকিয়া তেজকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৪।

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আধিদৈবিক সম্বন্ধ—অর্থাৎ দেবতাদিগের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহা বলা হইল; এইক্ষণ ব্রহ্ম হইতে

স্তম্ভপর্য্যন্ত ভূতসমূহের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ—অর্থাৎ ভৌতিক সম্বন্ধের কথা বলিব।

যিনি ভূতসমূহে বাস করিতেছেন, যিনি ভূতসমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, ভূতসমূহ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ভূতসমূহ যাঁহার শরীর, যিনি ভূতসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভূতসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৫।

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আধিভৌতিক সম্বন্ধের কথা বলা হইল; এইক্ষণ তাঁহার আধ্যাত্মিক-সম্বন্ধের কথা বলিব।

যিনি প্রাণে বা জীবাত্মায় বাস করিতেছেন, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, প্রাণ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৬।

যিনি বাক্যে বাস করিতেছেন, বাক্য যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বাক্য যাঁহার শরীর, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৭।

যিনি চক্ষুতে বাস করিতেছেন, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চক্ষু যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চক্ষু যাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ১৮।

যিনি কর্ণে বাস করিতেছেন, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, কর্ণ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, কর্ণ যাঁহার শরীর, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর্ণকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ১৯।

যিনি মনে বাস করিতেছেন, যিনি মনের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, মন যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, মন যাঁহার শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ২০।

যিনি ত্বকে বাস করিতেছেন, যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, ত্বক্ যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ত্বক্ যাঁহার শরীর, যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বক্‌কে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।২১।

যিনি জ্ঞানে বাস করিতেছেন, যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জ্ঞান যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জ্ঞান যাঁহার শরীর, যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া জ্ঞানকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা. তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ২২।

যিনি রেতে বাস করিতেছেন, যিনি রেতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, রেত যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, রেত যাঁহার শরীর, যিনি রেতের অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ২৩।

তিনি অন্যের দৃষ্টির অগ্রাহ্য হইয়া দর্শন করেন, শ্রুতির অগ্রাহ্য হইয়াও শ্রবণ করেন, মনের অগ্রাহ্য হইয়াও মনন করেন,

জ্ঞানের অগ্রাহ্য হইয়াও জানেন, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা জ্ঞাতা নাই, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। তিনি ব্যতীত অন্য সকলই মরণশীল। যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর শুনিয়া উদ্দালক আরুণি অন্য প্রশ্ন করিলেন না।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলই ব্রহ্মময়, সকল বস্তুই ব্রহ্ম দ্বারা নিয়মিত। জীবাত্মাও তাঁহার শরীরমাত্র, এবং তিনি তাহারও নিয়ন্তা। তিনি কেবল সাক্ষী, দ্রষ্টাস্বরূপ। তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তিনি আত্মারও আত্মা, তিনি পরমাত্মা।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। (শ্রুতিঃ)

জীবাত্মা পরমাত্মার কিরূপ সম্বন্ধ ? না দুইটি পাখী যেমন একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহারা সখ্যভাবে সংযুক্ত হইয়াছেন। জীবাত্মা স্বাদু ফল ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করেন, কিন্তু পরমাত্মা কেবল সাক্ষীস্বরূপে তাহা দেখেন।

তবে তিনি যে কেবল মানবদেহে জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত আছেন, তাহা নহে; তিনি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং সর্ব্বপদার্থই তাঁহার বিরাট্ শরীর।

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ।
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিস্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।"

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী। তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড ধারণ করিয়া ভ্রমণ কর। তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া সর্ব্বত্র রহিয়াছ।

তুমিই নীলবর্ণ ভ্রমর, তুমিই হরিৎ ও লোহিতবর্ণ পক্ষী, তুমিই তড়িদ্গর্ভ মেঘ, তুমিই ঋতু, তুমিই সমুদ্র, তুমি অনাদি, তুমিই বিভুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, যাহাতে বিশ্বভুবন রহিয়াছে।

অতএব ঈশ্বর কি? না তিনি বিভু—প্রভু। তাঁহার স্বরূপ কি? বিভুত্ব—প্রভুত্ব বা নিয়ন্তৃত্ব। এই বিশ্ব চিৎ ও অচিৎ; চৈতন্য এবং জড় ও জড়শক্তি তাঁহার বিরাট্‌দেহ; উহা তাঁহার বাহ্য বিকাশ। উহা রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু কখনও ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না, অতএব তিনি সৎ বা সত্য। যে নিয়ম দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালিত, উহা মঙ্গলময়, অতএব তিনি শিব। বিশ্ব সৌন্দর্য্যময়, অতএব বিশ্বেশ্বর সুন্দর। সুন্দর বলিলে আমরা

কি বুঝি? যেখানে যেরূপ সমাবেশ সাজে, তাহা থাকিলেই আমরা সুন্দর বলি। সুসমাবেশের অভাবই কদর্য্যতা। প্রকৃতিতে কদর্য্য কিছু দৃষ্ট হয় না। ইহাতে 'খাপ্‌ছাড়া' কিছুই নাই। অতএব ঈশ্বর সত্য শিব ও সুন্দর।

বিশ্ব তাঁহার নিয়ম দ্বারা নিয়মিত। তাঁহার নিয়মের পরিবর্ত্তন হইলে, তাঁহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। যদি এক আর একে দুই হয়, এই নিময়টি পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, কিম্বা তিনকে তিন দিয়া গুণ করিয়া যে নয় হয়, তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকিতে পারিত না। এ কি বিশ্বাস করা যায় যে, ঈশ্বর সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ করিতে পারেন, কিম্বা ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল, মিথ্যাকে সত্য, অসরলতাকে সরলতা, বিশ্বাসঘাতকতাকে বিশ্বস্ততা করিতে পারেন? এই ভারতবর্ষ নামে প্রকাণ্ড যে ভূখণ্ড রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই ভারতবর্ষ যে এক দিন ছিল, এ সত্য কি লুপ্ত হইতে পারে? ঈশ্বর কি তাঁহার স্বীয় অস্তিত্বের লোপ করিতে পারেন? পরমাত্মা কি আত্মহত্যা করিতে পারেন? অথবা তিনি কি এই বিশ্বের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারেন? এ সমুদায় বিষয় ধীরভাবে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে, মনে জ্ঞানের উদয় হইবে। এ ব্যক্তির বা ও ব্যক্তির, এ শাস্ত্রের বা ও শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া যুক্তিমার্গে এস। ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ক মীমাংসায় যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অনুচিত, এরূপ কোন উপদেশ বা অনুশাসন বাক্য যদি শুনিয়া থাক, তাহা ভুলিয়া যাও।

সনাতন শাস্ত্র উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন, "যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্ম-হানিঃ প্রজায়তে।" স্বীয় মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, এই সমুদায় জটিল বিষয় মীমাংসার চেষ্টা কর। যদি সম্পূর্ণ মীমাংসাও না করিয়া উঠিতে পার, তাহা হইলেও দেখিবে যে, তুমি মীমাংসার পথে উঠিয়াছ। যদি কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না কর, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি বা শাস্ত্রের উপর নির্ভর না কর, তাহা হইলে এ সত্য তোমার মনে অবশ্য স্বতঃ উদিত হইবে যে তোমার কল্পনায় যত বড় শক্তি কল্পিত হউক্ না কেন, ভূতকালের কোন ব্যাপার কোনও শক্তি দ্বারা লুপ্ত হইতে পারে না। তোমার পিতা পিতামহাদি ছিলেন। এমন কোন্ শক্তি আছে, যাহা দ্বারা তাঁহারা যে ছিলেন, এই সত্যের লোপ হইতে পারে? যাহা তোমার জ্ঞানে সত্য বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা তুমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। হইতে পারে তোমার ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভ্রম বলিয়া তোমার স্থির ধারণা না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি উহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই বাধ্য। ভূতব্যাপারগুলির যে ধ্বংস হইতে পারে না, এ সত্যটি স্বতঃই প্রতীয়মান এবং ইহার ব্যত্যয় হইবারও যে কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই। সত্যের ভিত্তি সত্য। যাহা সত্য, তাহা ধ্বংসবিহীন। তোমার অস্তিত্ব একটি সত্য, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহার ব্যত্যয় সংঘটন করিতে পারেন না। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এক আর এক যে

দুই হয়, ইহা চিরকালই সত্য ; ভূতে সত্য, বর্ত্তমানে সত্য এবং ভবিষ্যতেও সত্য। বুঝিতে পারিবে যে, ঐ প্রকার গণিতশাস্ত্রের অন্যান্য সত্য, ন্যায়-অন্যায় বিষয়ক সত্য, চিরকালই সত্য—ভূতে বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে। যদি অতীতে তাহাদের পরিবর্ত্তন হইতে পারিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যদি অতীতে তাহাদের অস্তিত্বের ধ্বংস থাকিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও ধ্বংস হইতে পারে। ঈশ্বরের বিশ্বের বিধান সার্ব্বজনীন। ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নহে। আগুনে পোড়ে, সকলেই আগুনে পোড়ে। পাপী-পুণ্যবান, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পোড়ে। এই নিয়মগুলি অনাদি, অনন্ত। ঘড়ীতে চাবি দিলাম, আর ঘড়ী চলিল—এ তাহা নয়। বিশ্বের ঘড়ী চিরকালই চলিতেছে—কথনও বিরাম নাই, হইবেও না। বিশ্ব নিয়মের অধীন—ভূতে, বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে। মানবের দৈনন্দিন কার্য্যে আমরা কি দেখি? তুমি ঠিক্ দিতে ভুল করিলে, এ ভুল কাহার? তোমার না ঈশ্বরের? অতিরিক্ত ভোজনে তোমার অজীর্ণ হইল, এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল কাহার? অমুক টাকা পাইত, তাহাকে ফাঁকি দিলে, এ প্রতারণা কাহার? তোমার না ঈশ্বরের? এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই দেখিবে যে, জীবের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে ঈশ্বরে স্রষ্টৃত্ব নাই। তবে মূলনিয়ন্তৃত্ব অবশ্য আছে।

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

(গীতা)

অর্থাৎ—
লোকের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম আর কর্ম্ম ফল—
ঈশ-সৃষ্ট নয় হয় স্বভাবে কেবল।

ইহার মধ্যে কোন দৈব বা অমানুষিক কিছুই নাই, ইহা তুমি বেশ বুঝিতেছ; কিন্তু আর একটু বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ন্তৃত্ব। কার্য্য-কারণের নিয়মাধীন এই বিশ্ব। কার্য্যকারণের নিয়মাধীনই যদি জগৎ হয়, তাহা হইলে জগদীশ্বরের স্তব-স্তুতির স্থান কোথায়? যতই স্তব-স্তুতি কর না কেন, ধান্যবীজ হইতে গোধূম উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানী-অজ্ঞানী ধনী-দরিদ্রাদি সকলেরই ধান্য-বীজ হইতেই ধান্য উৎপাদন করিতে হইবে। কিন্তু ধান্যোৎপাদনের নিয়মে তাঁহার সত্তা রহিয়াছে। যেমন ধান্যোৎপাদনে, তেমন মনুষ্যোৎপাদনে। এক কথায়—বিশ্বস্থ তাবৎ উৎপাদনেই নিয়মাধীনতা রহিয়াছে; কেন না, যে উপায়ের দ্বারা যাহা উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা না করিলে, হইবে না। এ ধর্ম্ম, ও ধর্ম্ম, এ বিশ্বাস, ও বিশ্বাস, এইরূপ পূজা বা ঐরূপ পূজাদির দ্বারা আত্মার মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে না। যে অনন্ত নিয়মে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ নিয়মিত, মানবাত্মার মোক্ষও সেই নিয়ম দ্বারা নিয়মিত। যে কার্য্য দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তদর্থে তাহাই করিতে হইবে। বিশ্বের মধ্যে একটি সার্ব্বজনীন প্রণালী দৃষ্ট হয়; উহাকে জনন-

প্রণালী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক কারণ একটি বীজস্বরূপ এবং উহার কার্য্য-ফল ধ্রুব। মানবের প্রত্যেক কর্ম্মই একটি কারণ এবং উহার ফলও ধ্রুব। ভাল কার্য্যের ভাল, মন্দ কার্য্যের মন্দ ফল। পূর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক-শ্রুতি উচ্চকণ্ঠে এই সনাতন সত্যই ঘোষণা করিয়াছেন। পরমাত্মা কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী নহেন। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" (গীতা)। মন্দির মস্‌জিদ্ বা গির্জ্জা, কিছুই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। ঝড়ে বা ভূকম্পে বা অগ্নিতে মন্দির, মস্‌জিদ বা গির্জ্জা বলিয়া কিছুরই পক্ষপাতিত্ব হইবে না। অকালমৃত্যু সকল ধর্ম্মের লোকেরই হইয়া থাকে। রোগে পাপীও মরে, পুণ্যবানও মরে। ধনী-দরিদ্র বলিয়াও কোন বিচার নাই। শারীরিক ব্যাধি শারীরিক নিয়মের অপালনের ফল, মানসিক ব্যাধি মানসিক নিয়মের অপালনের ফল। ব্যক্তিবিশেষ, ধর্ম্মবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ, কিছুই নিয়মের বহির্ভূত নহে; সকলের পক্ষেই বিশ্বে এক মূল নিয়ম। আস্তিক-নাস্তিক পাপী-পুণ্যবান, ধনী-দরিদ্র; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্শী ইহুদীর পক্ষে একই নিয়ম। যেমন কার্য্য, তেমনি ফল—"যেমন বুনিবে বীজ, ফলিবে তেমন।" ছাদ যদি খারাপ হয়, তাহা হইলে পুণ্যবান্ সেই ঘরে থাকিলেও জল পড়িবে; ছাদ যদি ভাল হয়, তাহা হইলে পাপী উহার নিম্নে আছে বলিয়া যে জল পড়িবে, তাহা নহে। পাপী ইষ্টকালয়ে বাস করিলে, উহা আগুনে পুড়িবে না; কিন্তু পর্ণকুটীরবাসী পুণ্য-

বানের আবাসও আগুনে পুড়িবে। পাপী কৃষক ধান বুনিলে এবং ধান্যোৎপাদনের জন্য যাহা করা উচিত, তাহা করিলে, ধান্য পাইবে; কিন্তু পুণ্যবান কৃষক অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, কিম্বা ধান্যোৎপাদনের জন্য যাহা করা উচিত, তাহা না করিলে, কখনও ধান্যলাভের অধিকারী হইবে না।

তিনকে তিন দিয়া গুণ করিলে যেমন নয় হয়, আর কিছুই হইতে পারে না; কার্য্যকারণের সম্বন্ধও ঐরূপ। ৩×১=৩, ৩×২=৬, ৩×৩=৯ ইত্যাদি নামতা স্বতঃসত্য। জগতে সমস্ত সরল ও জটিল ব্যাপার ঐরূপ নিত্যনিয়মাধীনতায় সত্য। যেমন কারণ, তেমনি কার্য্য। কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ নিত্য; ইহা বিশ্বব্যাপী, সার্ব্বজনীন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গ্রহ, উপগ্রহ, বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, স্থাবর, জঙ্গম—'আব্রহ্মস্তম্ব' পর্য্যন্ত অনিবারভাবে অনন্তকাল নৈসর্গিক নিয়মের অধীন। যে নিয়ম তোমার ভিতরে, সেই নিয়ম তোমার বাহিরে। তোমার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা কারণস্বরূপ হইয়া তোমাকে উর্দ্ধদিকে বা অধোদিকে লইয়া যায়। প্রত্যেক নিমেষে তোমার কার্য্যের বিচার হইতেছে। যদি তুমি মনে দ্বেষ, হিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্য নীচ-প্রবৃত্তির স্থান দিলে, অমনি হাতে হাতে তুমি তাহার ফল পাইলে। তোমার চরিত্র কলুষিত হইল, তোমার, আত্মা নিম্নগামী হইল। সাধুকার্য্য ও সাধুচিন্তার ফলও ঐরূপ হাতে হাতে নগদ বিদায়। রাত্রিতে যখন নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে তুমি আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাও, সেই সময়ে, তুমি দিবাভাগে

যেরূপ ছিলে, তাহা আর নাই। হয় পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল, না হয় খারাপ হইয়াছে। বেশ চিন্তা করিয়া দেখিবে, তোমার আত্মা ভিন্ন তোমার আর কোন সার বস্তুই নাই। ধন-ঐশ্বর্য্যাদি পড়িয়া থাকিবে, এই সোনার গৃহ পড়িয়া থাকিবে; এই গড়ের মাঠ, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পড়িয়া থাকিবে। এই শরীর আগুনে পুড়িয়া যাইবে। থাকিবে কেবল আত্মা। অতএব ঐ আত্মার উন্নতি-অবনতিই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঐ শুন, পরমাত্মা যেন জীবাত্মাকে বলিতেছেন—

"জীব! আশ্বস্ত হও; তুমি অমৃতের পুত্র। অমৃতত্বে তোমার উৎপত্তি, অমৃতত্বই তোমার পরিণাম।"

ভক্ত বলিবেন যে, এ সমুদয় কথা মনে লাগে না। ভক্ত বলেন যে,—"আমি চাই এমন ঈশ্বর, যাঁহাকে সব সময় দেখিতে পারি, সেবা করিতে পারি, আপদে-বিপদে যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।" কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ যদি অপরিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে ভক্তির স্থান কোথায়? আমরা বলি, উহার মধ্যেও ভক্তির স্থান আছে।

যদি বিশ্ব কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়, যদি কার্য্যকারণের সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে ভক্তির স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, ভক্তি জিনিষটা কি, তাহা সর্ব্ব প্রথমে আলোচনা করা উচিত। পরা অনুরক্তিকেই ভক্তি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, রাজভক্তি ইত্যাদি স্থলে আমরা 'ভক্তি'

শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া থাকি। স্থলবিশেষে অনুরক্তি অন্য প্রকার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুত্রের প্রতি যে অনুরক্তি সেই অনুরক্তিকে, আমরা বাৎসল্য আখ্যা দিয়া থাকি। ঐ প্রকার পাত্রভেদে এক অনুরক্তি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি আমার চেয়ে বড়, তাঁর প্রতি অনুরক্তি সাধারণতঃ ভক্তি শব্দের দ্বারা, যে আমার সমান, তার প্রতি অনুরক্তি প্রেম শব্দের দ্বারা, যে আমার ছোট, তার প্রতি অনুরক্তি স্নেহ শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। গুরুজনের প্রতি যে অনুরক্তি, তাহা ভক্তি শব্দের দ্বারা সূচিত হইলেও শাস্ত্রকারেরা ভক্তি শব্দের দ্বারা কেবল ঈশ্বরানুরক্তিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিঃ ঈশ্বরে" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি যে পরা অনুরক্তি তাহাই ভক্তি। পরা-অনুরক্তি কাহাকে বলে? যে অনুরক্তি অবিচলিত—অর্থাৎ সহজে টলিবার নহে, তাহাকেই পরা-অনুরক্তি বলা যাইতে পারে। তুমি সত্যবাদী সত্যের প্রতি তোমার অনুরক্তি পরা। সম্পদে বিপদে তুমি কখনও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হওনা, সত্যই তোমার অভীষ্ট দেবতা, বন্ধু ও নেতা; সত্যই তোমার ঈশ্বর। সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তুমি কখনও সত্যের আশ্রয় ত্যাগ করিবে না; সহস্র বিপদেও সত্যই তোমার একমাত্র শান্তি-দাতা। সত্যের কোন তৈলচিত্র নাই আলোকচিত্র নাই, কোন প্রস্তরমূর্ত্তি নাই, অথচ সত্যের সত্তা তুমি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পার। সত্য পুরুষবিশেষ না হইলেও, সত্যের নিকট তোমার মস্তক সর্ব্বদাই অবনত। যাহাকে আমরা দয়া বলি,

তাহার কোন জড়মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। অথচ দয়া কি, তাহা আমরা সকলেই বুঝি এবং দয়ালু হইতে চেষ্টাও করি। আর একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবে যে, সত্য, দয়া প্রভৃতির যে কেবল সত্তা আছে, তাহা নহে, তাহাদের বাহ্য মূর্ত্তিও আছে। এক ব্যক্তি নৃশংস, আর এক ব্যক্তি দয়ালু, নৃশংস ব্যক্তিকে দেখিলেই তুমি বলিতে পারিবে যে, এ দয়ালু নহে। যদি দয়া ও নৃশংসতার বাহ্যবিকাশ না থাকিত,তাহা হইলে কোন ব্যক্তি নৃশংস কোন ব্যক্তি দয়ালু—তাহা তাহাদিগকে দেখিয়া বুঝা যাইত না। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না ; দেখি কি ? না, তাঁহার নিয়ম। সেই নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, সেই নিয়মই তাঁহার স্বরূপ। সেই নিয়মই তাঁহার বহির্বিকাশ। সেই নিয়ম আমি সর্ব্বত্র সব সময়ে দেখিতে পাই। সেই নিয়ম আমি সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে সেবা করিতে পারি। আপদে বিপদে আমি সর্ব্ব সময়েই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি। সেই নিয়মের প্রতি অচলা ভক্তিই নিয়ন্তার প্রতি অচলা ভক্তি। রাজার প্রচারিত নিয়ম প্রতিপালন করাই রাজভক্তি। পিতৃ, মাতৃ, গুরুর আদেশ বা উপদেশ প্রতিপালন করাই পিতৃ, মাতৃ, বা গুরুভক্তি। বৈষ্ণবেরা বলেন যে, নামে ও নামীতে কোন ভেদ নাই। যেই কৃষ্ণ—সেই কৃষ্ণনাম। ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই যে,গুণ ও গুণীতে—নিয়ম ও নিয়ন্তাতে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নাই—অথচ আছেন। আছেন কোথায় ? গীতায়। খৃষ্ট নাই, আছেন কোথায় ? বাইবেলে। বুদ্ধদেব, নাই। আছেন কোথায় ? ধর্ম্মপদে। একজন যদি

কেবল মুখে বলে যে, সে কৃষ্ণকে, খৃষ্টকে বা বুদ্ধকে ভক্তি করে, অথচ তাঁহাদের উপদেশ অমান্য করে, তাহা হইলে কি তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ, খৃষ্ট বা বুদ্ধ-ভক্ত বলিবে? ঈশ্বরের সত্তা কোথায়? না তাঁহার নিয়মে। সেই নিয়ম বিশ্বজনীন এবং অপরিবর্ত্তনীয়। সেই নিয়ম অবগত হইয়া, তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্তিই ঈশ্বরানুরক্তি বা ভক্তি।

এইক্ষণ সে নিয়ম অবগত হওয়া যায় কি প্রকারে? কোনও কার্য্য না করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য কি কখনও কোনও বিষয় জানিতে পারে? কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় না নিলে কেহ কখনও জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হইতে পারে না। কর্ম্ম হইতে জ্ঞান, এবং জ্ঞান হইতে ভক্তির উদয় হয়। কোন বিষয় অবগত হইতে হইলে যাহা কিছু করা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে হয়, এবং অবগত হইলে সেই বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরক্তি উপস্থিত হয়। আমাদের শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পদ্ধতিসমূহ, জ্ঞানপ্রাপ্তির সাহায্য করে। ক্রিয়াদিদ্বারা ঐ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আরাধ্য বস্তুর প্রতি আমাদের ভক্তির উদয় হয়। যে নিয়মগুলি সাধারণ মানুষের অপরিজ্ঞাত, তাহাকেই আমরা দৈব আখ্যা দিয়া থাকি, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে বিশ্বের প্রত্যেক নিয়মই দৈব বা ঈশ্বরানুমত।

সাধারণের পরিজ্ঞাত যে সাধারণ নিয়ম, তাহাই যে কেবল নিয়ম, তাহা নয়, এই বিশ্ব পরিচালনের জন্য সর্ব্বনিয়ন্তার বিশেষ নিয়মও পরিলক্ষিত হয়। কোন পার্থিব সম্রাট্ সাধারণ

নিয়ম করিলেন যে, নরহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে, কিন্তু স্থল-বিশেষে হত্যাকারীকে তিনি মুক্তিদান করিয়া থাকেন। এই মুক্তিদানও তাঁহার নিয়মের অধীন, ঐ নিয়মকে তাঁহার বিশেষ নিয়ম বলা যাইতে পারে। এইরূপ স্থলেই আমরা বলি যে দৈব ইচ্ছায় ইহা হইয়াছিল, এই দৈব-ইচ্ছাতত্ত্ব প্রাকৃতিক রাজ্যের ঊর্দ্ধস্থিত স্তরে অবস্থিত এবং উহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে আত্মার বিশুদ্ধিসম্পাদন প্রয়োজন। ঐ বিশুদ্ধিসম্পাদনের জন্য আবার শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান শ্রদ্ধা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন ইত্যাদি (রুচির পার্থক্যানুসারে) মহাজনাদিষ্ট বিভিন্ন পন্থা অব-লম্বন করিয়া অভীষ্ট সাধন করিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে যখন আত্মায় সর্ব্বভূতের এবং সর্ব্বভূতে আত্মার অনুভূতি হয়, তখনই "আমিত্বের প্রসার" হয় এবং "ঈশ্বরের স্বরূপ কি" ? তাহা অবগত হওয়া যায়। ওঁ শান্তি !

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

উত্তর এ পুস্তকে আছে। যাঁহারা বেদ পড়িতে অশক্ত, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই বেদের সকল বুঝিবেন।

(৪) শাণ্ডিল্যসূত্র বা ভক্তি-মীমাংসা। ভক্ত সাধক-সমাজের হৃদয়ের ধন, ভক্তি-বীর শাণ্ডিল্য ঋষির শতসংখ্যক ভক্তিসূত্র—প্রয়োজনীয় টীকা টিপ্পনীসহ বিস্তৃত এবং বিশদভাবে ইংরাজিতে অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত। মূল্য ১৲ টাকা।

(৫) উপবাস। মুল্য ৵০ আনা।

কিরূপে উপবাস অভ্যাস করিয়া আরোগ্যময় দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়-এবং আহারের ব্যয় বাঁচাইয়া ধনসঞ্চয় করা যায়, এই পুস্তকে সেই উপায় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপবাসের দ্বারা স্বাস্থ্যহানি ত হইবেই না, বরঞ্চ সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হওয়া যাইবে।

(৬) পল্লীস্বাস্থ্য। মুল্য চারি আনা।

এই পুস্তকে বঙ্গপল্লীর অস্বাস্থ্যের কারণ এবং তন্নিরাকরণের উপায় আলোচিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বিবরণ—এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের গবেষণার সারমর্ম্ম এবং এই সকল রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আত্মরক্ষার উপায়—উপদেশ, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে নানা উপদেশ এবং ম্যালেরিয়া-প্রতীকারের পরীক্ষিত উপায়সমূহের বিবৃতি এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

(৭) সাংখ্য-কারিকা।

এ গ্রন্থে মূল ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা, পদপাঠ, ব্যাখ্যা বঙ্গার্থ ও বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

সাঙ্খ্যকারিকাই সাঙ্খ্যশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচ-

স্পতি মিশ্র ও গৌড়পাদস্বামী এই কারিকার ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন; তাঁহাদের ব্যাখ্যা দুরূহ সংস্কৃতে লিখিত বলিয়া সাধারণের বোধগম্য নহে, এই কারণে, তাঁহাদের ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম ও অন্যান্য দার্শনিকগণের মতবাদ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহারা সাঙ্খ্যদর্শনের গভীরতা ও উচ্চ দার্শনিকতা বুঝিতে বা জানিতে চাহেন, এক সাঙ্খ্যকারিকা পড়িয়াই সমগ্র সাংখ্যশাস্ত্রপাঠের ফললাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা অগ্রসর হউন।

(৮) SEVEN GOSPELS গীতাসপ্তক। মূল্য ।।০ আট আনা।

(৯) EXPANSION OF SELF মূল্য ।।০ আট আনা।

এ পুস্তকখানি 'আমিত্বের প্রসার' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ।